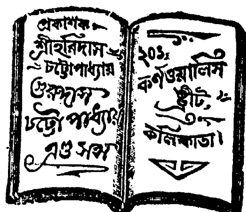
ঘরের ডাক

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১ ও ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩২৮ সাল

মূল্য ২৲ টাকা



প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
৭৭ নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট, সিদ্ধেশ্বর প্রেস
কলিকাতা।

অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকে কিছু লিখিবেন
না, ছবি থাকিলে ছিঁড়িবেন না।

উপহার

সচিত্র বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী

দুর্গেশনন্দিনী।—ছয়খানি একবর্ণের ও তিনখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। বিংশ (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ২৲ টাকা।

কপালকুণ্ডলা।—সাতখানি একবর্ণের ও একখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। ত্রয়োদশ (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ১।০ টাকা

দেবীচৌধুরাণী।—একখানি বহুবর্ণের অপূর্ব্ব চিত্রভূষিত। একাদশ (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ২৲ টাকা।

চন্দ্রশেখর।—একখানি বহুবর্ণের চিত্রালঙ্কৃত। অষ্টম (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

রজনী।—একখানি ত্রিবর্ণের চিত্রভূষিত। ষষ্ঠ (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ১।০ টাকা।

আনন্দমঠ।—একখানি বহুবর্ণের সুন্দর চিত্র আছে। দশম (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

ইন্দিরা।—একখানি বহুবর্ণের চিত্রালঙ্কৃত। অষ্টম (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

কৃষ্ণকান্তের উইল।—একখানি একবর্ণের ও তিনখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। অষ্টম (রাজ) সংস্করণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

বিষবৃক্ষ।—একখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। রাজ-সংস্করণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

মৃণালিনী।—একখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। রাজ-সংস্করণ। মূল্য ১৸০ টাকা।

ঘরের ডাক



১

ক্ষীরী গয়লানীর মেয়ে লক্ষ্মীর চেহারাখানা এতই সুন্দর ছিল যে, সে যদি গয়লার ঘরে না জন্মাইয়া কোন রাজা-রাজ্‌ড়ার ঘরে জন্মাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় নেহাত্‌ বেমানান দেখাইত না। কপালটা কিন্তু তার আদবেই ভাল ছিল না। বয়স যখন তার ১১ কি ১২ বছর, সেই সময় তাদের গ্রামে এক পাদ্রী-সাহেবের শুভাগমন হয় এবং তারই ফলে তার বাপ গোকুলচন্দ্র হঠাৎ একদিন অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার জন্য অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া উঠে। গোকুলের ছিল অনেক টাকা দেনা, এত টাকা যে, ঘরবাড়ী বিক্রী করিয়াও সব শোধ হয় না, উপরন্তু জেলের ভয়ও থাকিয়া যায়। এমনি সময় পাদ্রী-সাহেব তাঁর পরমার্থের ঝুলিটি কাঁধে করিয়া হঠাৎ তাদের গ্রামে আসিয়া দেখা দিলেন।

পাদ্রী-সাহেবকে নির্জ্জনে পাইয়া গোকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ধর্ম্ম কি দেয় সাহেব।"

সাহেব চোখ বুজিয়া, বুকে হাত দিয়া উত্তর দিলেন, "পরমার্থ।"

গোকুল গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব নামাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, আমরা সামান্য লোক, পরম লোভ আমাদের শোভা পায় না। পরমটাকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা কি তোমার ধর্ম্ম দেয় না সাহেব?"

পাদ্রী-সাহেব একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দরকার হলে তাও দেয় বৈকি।"

তার পর হঠাৎ একদিন জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সুদূর মাদ্রাজে পলায়ন, সেখানের একটা গির্জ্জায় দীক্ষা-গ্রহণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাদ্রাজে আসিয়া গোকুল তার স্ত্রী-কন্যা লইয়া যে জায়গায় আস্তানা গড়িয়াছিল, সেটা খৃষ্টান-পল্লী। ষ্টেশনের ধারেই একটা ছোট চার্চ্চ আছে, তারই আশে-পাশে বিশ-পঁচিশটি ছোট ছোট একতালা বাড়ী, অধিকাংশই বিলিতি টালিতে ছাওয়া; এ ছাড়া একটা লম্বা ব্যারাকের মতও আছে। এই ব্যারাকের দু-তিনটি করিয়া ঘর লইয়া এক-একটি ফিরিঙ্গী-পরিবার বাস করিত। গোকুলরা এই ব্যারাকেরই দুটি ঘর

লইয়াছিল। ব্যারাকের মধ্যে আর যারা থাকিত, তাদের মধ্যে গার্ড, ইঞ্জিন-ড্রাইভার, টিকিট্‌-চেকার এবং ঐ শ্রেণীর লোকই বেশী। তা ছাড়া নীচ-জাতীয় যে-সব হিন্দু বা মুসলমান পাদ্রী-সাহেবদের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া দূর-দেশ হইতে ভিটা মাটি ছাড়িয়া নিরাশ্রয় হইয়া আসিত, তারাও ব্যারাকের মধ্যে স্থান পাইত।

পাদ্রী-সাহেবের দল টালি-ছাওয়া আশপাশের বাড়ী-গুলিতেই থাকিতেন এবং সময় সময় সৎশিক্ষা দিবার জন্য ব্যারাকের মধ্যে উদয় হইতেন। এখানে এঁদের একটি সমিতির মত ছিল এবং প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য একটি করিয়া পত্রিকা প্রকাশিত হইত; তার মধ্যে থাকিত নিজ ধর্ম্মের অযথা প্রশংসা এবং পরধর্ম্মের উপর অযথা কটাক্ষ-পাত।

গোকুলচন্দ্র নিকটস্থ একটা চট-কলে ৩০ টাকা মাইনের একটা চাকুরী পাইয়াছিল। তার ঘরভাড়া বাদে যা বাঁচিত, তা থেকে সংসার-চালান তার পক্ষে দিন দিন অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন পাদ্রী-সাহেবকে গিয়া সে বলিল, "সাহেব, যে দেনার দায়ে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করলুম, সেই দেনাই যে আবার ঘাড়ের উপর এসে পড়্‌ল বোলে। এখন উপায়?"

সাহেব চক্ষু বুজিয়া উত্তর দিলেন, "উপায় সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান, তিনি ছাড়া মানুষের, ইত্যাদি।" কাজেই গোকুলকে অন্য উপায় দেখিতে হইল। সে নিজের চাকরী বজায় রাখিয়া সন্ধ্যার পর হইতে অন্য আর-এক জায়গায় উপরি কাজ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই ফলে তার সংসারটি এক-প্রকারে টিকিয়া গেলেও সে নিজে বেশীদিন টিকিতে পারিল না।

এ যখনকার কথা বলিতেছি, লক্ষ্মীর বয়স তখন ১৫ কি ১৬ হইবে। তাকে কাছের একটা মেয়ে-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সে এমনি অখণ্ড মনোযোগের সহিত লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছিল যে, জাত-ফিরিঙ্গীর মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংসার যখন একেবারেই অচল হইয়া উঠিল, তখন লক্ষ্মীর-মা পাদ্রী-সাহেবের পায়ে গিয়া পড়িল, "আমাদের বাঁচান্ আপনি।" পাদ্রীসাহেব কিন্তু এবারও ভগবানের উপর বরাত দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু ক্রীশ্চান-পাড়ার সকলে লক্ষ্মীর মার দুরবস্থার কথা টের পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাদেরই চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া এই দুটি প্রাণী সে যাত্রা কোন রকমে টিকিয়া গেল।

লক্ষ্মীর-মা লক্ষ্মীকে বলিল, "এমনি ধারাটি যদি হিন্দু-সমাজে ঘট্‌তো, তা হ'লে উপোস্ করে মর্‌লেও কেউ চেয়ে দেখ্‌তো না।"

স্কুলের কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে লক্ষ্মী উত্তর দিল, "বাজে বোকো না মা।"

"কেন, এদের সমাজ কি ভাল নয়?"

"কে তা বল্‌ছে?"

"তবে?"

"তবে আবার কি? তুমি নিজেই গড়্‌ছ, নিজেই ভাঙ্‌চো, আমি ত কোন কথাই বলিনি।"

"তা ত জানি, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তোর কি এদের ভাল লাগে না।"

লক্ষ্মীর-মার এই একটা মস্ত ভয় হইয়াছিল, তার মেয়ের জীবনটি না তারই মতন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তাই সে নিজেকে ক্রমাগত সাবধান করিয়া রাখিত, কোনদিন যেন লক্ষ্মী না টের পায়, তার দেহটা যখন সেমিজ এবং গাউনের একটা অচল পুঁটুলির মত একপাশে নিসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ঠিক সেই সময়টিতে তার মনটা প্রেতের মত সুদূর বাংলাদেশের কোন্ একটি পল্লীগ্রামের আশেপাশে তারই সুখ-দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘুরিয়া

মরিতেছে। যে বিড়ম্বনাটা সে নিজে ভোগ করিতেছে, সেটা যে কতবড় কদাকার, তা সে হাড়ে হাড়ে মালুম পাইয়াছিল বলিয়াই বাংলাদেশ সম্বন্ধে মেয়ের একটু মমতা দেখিলেই মনে মনে সে শিহরিয়া উঠিত। তবে তার মনে ভরসা ছিল এই একটা যে, তার পক্ষে সেটাকে মন থেকে ত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব না হইলেও না হইতে পারে; কেন না, সে শৈশব থেকেই এই সমাজে মানুষ হইয়া আসিতেছে;—সে-সমাজের ও দেখিলই বা কতটুকু আর ভোগ করিলই বা কতটুকু। কেবল এইটুকু সাবধান হইতে হইবে, ওর ছেলেবেলাকার ক্ষীণস্মৃতির যে রেখাগুলো দিন দিন ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর কেহ যেন আসিয়া দাগা বুলাইয়া না যায়।

লক্ষ্মীর অবস্থা হইয়াছিল কিন্তু আসলে অন্য রকম। যে সমাজ, যে আবহাওয়া ছাড়িয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, তারই চৌকাঠের ধারে দাঁড়াইয়া সে তার ভিতরের জিনিষগুলোকে এমনি অস্পষ্টভাবে দেখিয়া লইয়াছে, যাহা দিয়া তার সম্বন্ধে সে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণায় আসিয়া পৌছাইতে পারে না—কল্পনার তুলি না বুলাইয়া। কাজেই সত্যকার চেয়ে সেটা তার কাছে অনেক বেশি সুন্দর হইয়া দেখা দিয়াছিল এবং ঐ একই কারণে তার মনটা

তার সেই অসমাপ্ত-জীবনের অবশিষ্টাংশটুকুর দিবা-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বর্ত্তমান জীবনের বাতায়নের ধারে দ্বিপ্রহরের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকিত। তারপর কিন্তু হঠাৎ সে একদিন এমনি সজাগ হইয়া উঠিল এবং যে সমাজের সদররাস্তায় সে এতদিন পথ-ভোলা পথিকের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল, তারই ঘরকন্নার মধ্যে হঠাৎ একদিন এমনি কোল-ঠেসা হইয়া ঢুকিয়া পড়িল যে, দেখিয়া শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

আজ কয়েক মাস হইল লক্ষ্মী লেখাপড়া শেষ করিয়া খুব উৎসাহের সহিত মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারী করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে এবং পাদ্রী-সাহেবদের পত্রিকায় হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে সে যে-সব কড়া প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিয়াছে, তার ঝাঁঝ পাদ্রী-সাহেবদের লেখাকেও হার মানাইয়া দেয়। সম্প্রতি সে আবার পাদ্রী-সাহেবদের সমিতিতে গিয়া এই বলিয়া নাম লেখাইয়া আসিয়াছে যে, সে সারাজীবন কুমারী থাকিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিবে এবং এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তাও সে মনে আসিতে দিবে না। সমিতির যিনি মাথা, তিনি মাথা নাড়িয়া যাহা বলিলেন, তার সারধর্ম্ম এই যে, ঈশ্বরের মাতা কুমারী মেরীর বিশেষ কৃপা যাদের উপরে পড়ে, তাদের মুখে যে স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠে, লক্ষ্মীর মুখে তিনি

তারই আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন এবং ইহার মধ্যে একটি কথাও অতিরঞ্জন নয়। যিনি পৃষ্ঠ তিনি এই বাক্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, আর যিনি গোকুলচন্দ্রকে প্রথম আবিষ্কার করেন, তিনি যাহা বলিলেন, তাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে, অন্য সবাই যাহা টের পাইয়া আজ বাহাদুরী কিনিতেছেন, সাত বছর আগেই তিনি তাহা টের পাইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি শুধু ধার্ম্মিক নন, ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষও বটে। আশেপাশের ফিরিঙ্গীর দল, যারা এই খাঁটি বিলিতী সাহেবদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার অধিকারটুকুও পাইত না, তাহারা কিন্তু নানান্ কথা রটাইতে সুরু করিয়া দিল এবং তাদের রটনার সমস্ত ঝাঁঝটা আসিয়া পড়িতে লাগিল লক্ষ্মীর চেহারাখানার উপর।

লক্ষ্মী যেমনটি হইলে লক্ষ্মীর মা নিশ্চিন্ত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, লক্ষ্মী যেদিন ঠিক তেমনিটি, এমন কি, তার চেয়ে অনেকটা বেশিও হইয়া উঠিল, সেদিন লক্ষ্মীর মা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ঠিক ছোট মেয়ের মত করিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ জিনিষটাকে সে যে একদিনের তরেও চায় নাই একথা তার মন তখনি কেবল জানিতে পারিল যখন জিনিষটা নিজে হইতে আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি এসেছি!"

২

কেবল অচেনা বলিয়াই যে জীবন এবং সমাজটা তার কাছে স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জীবন এবং সমাজটার মোহ যে স্বপ্নের মতই অলীক এবং অনর্থক, অনেক তর্কের পর এই সত্যটাকে মনের মধ্যে এক জায়গায় অতি কষ্টে খাড়া করিয়া তুলিয়া লক্ষ্মী যে মুহূর্ত্তে চোখ কচ্‌লাইয়া উঠিয়া বসিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে খুব সাবধান হইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিল, আবার কোন-এক-সময় সে যেন ভুলিয়া ঘুমাইয়া না পড়ে।

লক্ষ্মীর সহিত সেদিন তার কলেজ-জীবনের এক অধ্যাপকের সহিত পথে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। ইনি লক্ষ্মীকে খুব স্নেহ করিতেন। একথা সে-কথার পর তিনি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ইংরেজ-কবিদের মধ্যে তোমার সবচেয়ে কাকে ভাল লাগে, লুসী ?"

সে উত্তর দিল, "কাউকেই না।"

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তুমি ত কোনদিন কবিদের উপর এমন নিষ্ঠুর ছিলে না, আজ তবে —"

"তার কারণ আজ টের পেয়েছি। কবিরা বড্ড বাজে বকেন এবং শুধু শুধু একটা ব্যাপারকে বাড়িয়ে এতখানি করে তোলেন। তবুও ওঁদের ভালবাসতে আমার বিশেষ আপত্তি থাক্‌তো না মিঃ জোন্স, যদি ওঁদের ও-রোগটা এত সংক্রামক না হোতো।"

"অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও তোমার মনটা দিন দিন কবিভাবাপন্ন হয়ে আস্‌ছিল—?"

"ঠিক্ তাই।"

"তাতে ক্ষতি কি, লুসী ?"

"সামান্যকে বড় করে দেখ্‌তে পাওয়াটা সুখের তাদেরি মিঃ জোন্স, যাদের সামান্যটা হচ্ছে লাভ, তা সে এক পয়সাই হোক্ আর আধ পয়সাই হোক্ ; কিন্তু সামান্যটা যাদের কাছে নিছক্ লোক্‌সান, তারা কি উল্টো পথটাকেই ধর্‌বে না ?"

"কিন্তু তুমি যে গোড়াতেই গলদ্ করে বসেছ লুসী ; কবিদের কাছে লোক্‌সান বলে যে কোন কথাই নেই, আর সেইজন্যই তারা অত সাহস করে সব জিনিষকে যখন-তখন বাড়িয়ে দেখ্‌তে পারে।"

লক্ষ্মী নিজেও ঠিক এই কথাটাই একদিন বলিত, আজ কিন্তু সে এ-কথায় ঠিক মনের সহিত সায় দিয়া উঠিতে

পারিল না। লোক্‌সান বলিয়া কোন কথাই নাই, একথা বুকে হাত দিয়া যে কেউ বলিতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করিতে তার মন কিছুতেই রাজি হইতে চাহিল না।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে তার মাকে ডাকিয়া বলিল, "হিন্দুসমাজের জন্যে এখনও তোমার মাঝে মাঝে মন কেমন করে, নয় মা ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "তা তো হতেই পারে, কিন্তু হয় বলেই তো আর সেটা সত্য নয়। তুমি বল্‌বে, মন যেটাকে চায় সেইটেই সত্য; কিন্তু মন নিজেই যে ভয়ানক মিথ্যা কথা বলে। আজ তাকে অভ্যাস করাও একটা জিনিষ, সে বল্‌বে, এইটেই ভালো; কাল তাকে অভ্যাস করাও আর-একটা জিনিষ, সে বল্‌বে সেইটেই ভালো; তবুও মানুষ মনকে যে এত বড় বলে স্বীকার করে, তার কারণ এ নয়, যে, সে এই সব অভ্যাস এবং সংস্কারের সঙ্গে বেশ সহজে খাপ খাইয়ে চল্‌তে পারে, তার কারণ এই যে, সে সময় সময় উল্টো পথও ধর্‌তে জানে,—যাক্‌ তুমি এ সব কথা বুঝ্‌বে না মা।" কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্মী অন্যমনস্কভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তর্ক জিনিষটাকে লক্ষ্মী খুব ভালবাসিত, তার কারণ, এটা সে বার বার লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, যে, না ভাবিয়া-

চিন্তিয়া যা-তা একটা তর্ক করিতে করিতেও এমন-সব কথা অনেক সময় তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহা সে বলিবার সময় অন্তরের সহিত বলে নাই, কিন্তু পরে যাহাকে অন্তরের জিনিষ করিয়া লইতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতেও হয় নাই। আজ এই যে এতগুলো কথা সে বলিল, ইহার মধ্যে একটা কথাও সে অনুভব করিয়া বলে নাই, কিন্তু যখন বলা হইয়া গেল, তখন সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল সেই গুলোকে অন্তরের জিনিষ করিয়া লইতে।

কিছুদিন হইল যে ডোম-পরিবারটি জনৈক পাদ্রী-সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদূর বাংলা দেশ হইতে এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাদেরই করোগেটের ছাউনিটার মধ্যে সেদিন সন্ধ্যার সময় পা দিয়াই লক্ষ্মী হঠাৎ সাত হাত পিছাইয়া আসিল। ঘরের এক কোণে মিট্ মিট্ করিয়া একটা মেটে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়করান কি একখানা ছবির কাছে এমনি নির্ম্মমভাবে মাথা ঠুকিতেছে, যে, তাহার ভরে ঘরে টিনের ছাদটা পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মী তাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেই

সে হঠাৎ ছিট্‌কাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পাশের ঘরে গিয়া ঝনাৎ করিয়া খিল আঁটিয়া দিল।

বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মী তাহাকে কিছু না বলিয়া নীরবে আপনার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

তার মা আসিয়া ডাকিল, "এর মধ্যেই শুলি যে বড় ?—মাথা ধরেছে বুঝি ?"

সে বালিশের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, "হুঁ।"

"তা এইবেলা দুটি খেয়ে নে না—পরে বাড়্‌লে ত আর খেতে পার্‌বিনি।"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

"শুন্‌ছিস্‌, নিয়ে আস্‌বো তা হলে ?"

লক্ষ্মী এবার বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "একদিন না খেলে মানুষ কিছু মরে যায় না মা—তুমি মিথ্যে মিথ্যে বিরক্ত কোরো না বল্‌ছি।"

লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে বিলক্ষণ চিনিত, কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী ডাইরী লিখিতে বসিল, "যাদের মন চিন্তাশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে শুধু কেবল অভ্যাস এবং সংস্কারের পিছনে পিছনে ছায়ার মত চল্‌তে

থাকে, তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্দ্দশা হচ্ছে এই যে, ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা যখন তাদের ভিন্ন-পথে নিয়ে যায়, তখন তারা মনে করে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তারই জন্যে প্রাণপণ-বলে আর্ত্তনাদ করে ওঠে; সে আর্ত্তনাদ শুনে যাদের মন গলে যায়, তারা নিতান্তই দুর্ব্বল, ভগবানের পতাকা বইবার শক্তি তাদের নেই।"

ইহার কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলা বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কাপড় জামা ছাড়িতে ছাড়িতে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আমি যে কাল বাংলাদেশে যাচ্ছি মা।"

পাশের ঘর হইতে তার মা উত্তর দিল, "কি রকম?"

হাসিতে হাসিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তোমার বাংলাদেশ ত আর রাক্ষসের দেশ নয় গো, যে, অত আঁৎকে উঠ্‌ছো।"

তার মা তাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া যাহাতে যাওয়া না হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল—লক্ষ্মী কিন্তু জিদ্ ধরিয়া বসিল, সে যাইবেই।

"তা কতদিনে ফির্‌ছিস্?"

"বড়-জোর এক সপ্তাহ,—তার বেশি নয়, রেভারেণ্ড্ হোয়াইট্ ছ-দিনের কড়ারে যাচ্ছেন। মন্দ কি মা, সঙ্গী

পাওয়া গেছে, একবার দেখেই আসি না; অন্ততঃ দেশ-ভ্রমণটা ত হবে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মীরা বাংলার একটি ছোট পল্লী-ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়াছে। ষ্টেশনটির ডান-দিকে ইংরেজ-কর্ম্মচারীদের গুটিকতক ছোট ছোট কোয়ার্টার্স, কয়লা-ফেলা রাস্তা ক্রোটোনের কেয়ারী দিয়া ঘেরা, আর বাঁদিকে ছোট একটি পল্লী তার বধূদের মতই গাছপালার ঘন আবরণের মধ্যেও সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ভাবুকের দৃষ্টির মত কিছু না-চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটুকু মাত্র লইয়া এই নীরব পল্লীখানির মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া যে পথটি বাঁশঝাড় আর বেড়ার আড়ালে আড়ালে বাঁকিয়া-চূরিয়া গ্রামখানির ভিতর চলিয়া গিয়াছে, তাহারই পানে চাহিয়া লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, সে যদি এক-ছুটে ঐ পথটা ধরিয়া সিধে চলিয়া যায়, তাহা হইলে—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়?—তা ত সে জানে না। তার পা-দুটো তার নিজের অজ্ঞাতসারে কখন এক সময় ঐ দিকেই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় পাদ্রীসাহেব তার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল, "ওদিকে নয় লুসী, আমাদের যেতে হবে ডান-দিকে।"

কেন, ওদিকে কি তার স্থান নাই?—আছে বৈ কি;

তাহা না হইলে ঘন ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে ঐ যে ছোট ছোট কুটীরগুলি মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ওদের দৃষ্টি এমন করুণ এবং সজল হইল কেন!

রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মীর কান্না আসিতে লাগিল, কিন্তু এই যে কান্না, ইহার মধ্যে সে আজ এমনি একটি খাঁটি সুর খুঁজিয়া পাইতেছিল যাকে নিছক্ কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে তার একটুও প্রবৃত্তি হইতেছিল না; তার মনে হইতেছিল, এই ত সে স্থান পাইয়াছে—তবে কে বলে ওদিকে তার স্থান নাই?

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মী কাউকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ এক সময় সেই গ্রামের পথটাকে ধরিয়া চলিতে সুরু করিয়া দিল। পথখানি নীরব নির্জ্জন—জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, কেবল পথের ধারে ধারে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে যে দু-একটি কুটীর মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছিল, তাদেরই ভিতর হইতে দৈবাৎ কোন ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ স্বপ্নের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। পথটা যেখানে আসিয়া তিনমুখো হইয়া তিন দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই মোড়ের মাথায় একটা অনেক কালের প্রকাণ্ড দীঘীর জীর্ণ বাঁধা ঘাটের উপর আসিয়া লক্ষ্মী নীরবে বসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়া ঘনাইয়া আসিয়াছে; দীঘীর পরপারের

জীর্ণ সংস্কারবিহীন জোড়া-মন্দিরে কে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহারি ক্ষীণ শিখাটি চঞ্চলভাবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া দীঘীর কাল জলে অনেকখানি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া এই-সব দেখিতে লাগিল। ইহারাই ত একদিন তার বুকের আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, সেই ত নিজে তাদের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়াছিল, আজ একটু ফাঁক পাইয়া কখন তাহারা হুড়দাড় শব্দে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, একটু সঙ্কোচ নাই—অভিমান নাই, ঠিক ঘরের ছেলের মত। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে লক্ষ্মী চম্‌কাইয়া উঠিল; চাহিয়া দেখে, কলসী-কাঁখে একটি বধূ পুকুরঘাটে জল লইতে আসিতেছে। বধূটি দূর হইতে অন্ধকারে লক্ষ্মীকে ভাল করিয়া বোধ হয় দেখিতে পায় নাই অথবা দেখিতে পাইলেও পাড়ার মেয়ে বলিয়া দূর হইতে হয়ত ভুল করিয়াছিল, কিন্তু কাছে আসিয়া লক্ষ্মীর সেই অপরূপ পোষাক দেখিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল। লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভয় নেই, আমি তোমাদেরই।" তার স্বর কাঁপিতেছিল।

বাসায় ফিরিতেই পাদ্রী-সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রামের দিকে গেছ্‌লে বুঝি?—"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে উত্তর দিল—"হুঁ।"

"তা কেমন দেখ্‌লে বল।"

লক্ষ্মী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "যা দেখ্‌লুম তা অনুভব কর্‌বার, বল্‌বার নয়, কাজেই আমাকে মাপ কর্‌বেন, রেভারেণ্ড হোয়াইট্‌।"

রেভারেণ্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মুখে বলে বেড়াও বটে কাব্য জিনিষটাকে তুমি মোটেই পছন্দ কর না, আসলে কিন্তু তোমার প্রাণটা দস্তুর-মত কাব্যময় এবং আমার মনে হয়, এত বেশি যে অতটা না হলেও চল্‌তো।"

লক্ষ্মী কোন উত্তর না দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা শয্যা হইতে উঠিয়া লক্ষ্মী মনে মনে স্থির করিল অমন করিয়া সে আর মনকে যা-তা করিতে দিবে না; ঐ যে বধূটি কাল তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল, সে কি এই কথাই জানাইয়া গেল না, যে, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই—তুমি দূর হয়ে যাও এখান থেকে?—তবে! না, না, মনকে অমন করিয়া শুধু কেবল বাতাসে বাতাসে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে সে আর দিবে না—কথনই না। তারপর সকাল কাটিয়া গেল—দুপুর আসিল; দুপুর কাটিয়া গেল, বিকাল আসিল; তারপর

আসিল সন্ধ্যা, দিবসের সমস্ত তর্কবিতর্কের উপর বিশ্বাসের আশীর্ব্বাদটির মত। লক্ষ্মী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িল। আবার সেই পথ, যে পথের শেষ হইয়াছে সেইখানে যেখানে পল্লীবধূ পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া তাকে হাত নাড়িয়া বলিতেছে—"ফিরে যাও, ফিরে যাও!" আবার সেই পুকুর-ঘাট; ঐ ত দেখা যায় তার ভাঙ্গা-ঘাটের পাড়গুলো বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। লক্ষ্মীর বুক দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল। কাছে গিয়া সে দেখে, কে একজন জলের দিকে মুখ করিয়া গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; আরো কাছে গিয়া দেখে, যে ব্যক্তি বসিয়া আছে, সে পুরুষ-মানুষ এবং সম্ভবতঃ তরুণ যুবা। মানুষের পিছন-দিকটা যে মানুষের সম্বন্ধে এত কথা বলিতে পারে, লক্ষ্মী তাহা আগে কখন জানিত না। লোকটি গালে হাত দিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে বসিয়া ছিল; মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশ—এলোমেলো ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, গৌরবর্ণ পিঠখানি তার অনাবৃত, কিন্তু মুখখানি তার?—কেমন তা কে জানে! জানে বৈকি সে! না দেখিয়াই সে যে অনেকক্ষণ তাহা দেখিয়া লইয়াছে—আর সেইটাই যে তার প্রকৃত রূপ। সে মুখখানি সুন্দর কি না—কে জানে, কিন্তু সে যে নিতান্তই করুণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সমুখের কাল জলে

মৌন সন্ধ্যার ছায়াখানি যেমন করুণ, ঠিক তেমনি করুণ। তার'পর? অপরিচিত যুবক কখন এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইল, লক্ষ্মীর দিকে একবার মাত্র তাকাইল এবং কোন কথা না বলিয়াই অন্ধকার-পথে চলিতে সুরু করিয়া দিল।

লক্ষ্মী সেই অস্পষ্ট-দেখা অচেনা লোকটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কোথায় থাকে, না জানি এই গাঁয়ের বুকটির মাঝখানে? কে জানে এর ঠিক-ঠিকানা? পথের ধারের একটা প্রকাণ্ড বাঁশ-ঝাড়ের শুক্‌নো পাতাগুলোকে নাড়া দিয়া যে উদাস হাওয়াটা বহিয়া গেল, সে বলিল, "আমিও কি জানি কোথায় আমার ঠিক-ঠিকানা?"

৩

মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিয়াই লক্ষ্মী তার মাকে বলিল, "দেখ মা, এতদিন মনে করেছিলুম বিয়ে কর্‌ব না, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি মেয়েমানুষের পক্ষে ওটা নেহাতই দরকার।"

মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া লক্ষ্মীর-মা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কেন বল্ দেখি?"

উত্তর দিল, "তা না হলে কাজের বড় ব্যাঘাত হয়। মানুষের প্রাণ যেটাকে চায়, সেটাকে ভোগ না ক'রে তফাতে সরে দাঁড়ানো মানেই তার দর বাড়িয়ে দেওয়া। আমার মনে হয়, তার চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে তাকে ভোগ করা; তাহলে তার মোহটা কেটে যায়, মনটা রাতদিন কেবল গুলিখোরের মতন বাজে স্বপ্ন দেখ্‌তে থাকে না।"

লক্ষ্মীর মা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এ খেয়াল তোর কেন এলো বল্ দেখি?"

খুব টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "কেন আস্‌তে কি নেই?"

রাত্রে অন্ধকারে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী ভাবিতে লাগিল, কে ঐ যুবক, কেনই বা তার মনটা এমন করিয়া এই

অজানা লোকটার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে ? এতদিন সে কত কল্পনাকেই না বাস্তব দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেছে, কিন্তু এ কল্পনাটাকে ত কোন বাস্তব দিয়াই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, তবে কি এটা কল্পনা নয়—এটা সত্য ? না, তা হতেই পারে না, এটা কল্পনাই—একবারে নিছক্ কল্পনা। ইহার মধ্যে বাস্তব হচ্ছে এই যে, চোখ কান বুজিয়া এক-জনকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেই এ ছেলেমানুষীটা এক নিমেষে কোথায় চলিয়া যাইবে। এ সকল জিনিষ নাটক-নভেলের মধ্যে খুব বড় জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু আসল-জীবনে ইহার দাম খুব বেশি নয়। কিন্তু মনের তলায়, অনেক দূরে যে লোকটি ভারি আস্তে কথা কয়, সে আপনার মনে বিড়বিড় করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, "না, এইটাই সত্য, আর ঐ যে যাকে হোক্ একজনকে চোক কান বুজিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিবার কথা বলিতেছ, ঐটাই হচ্ছে কল্পনা।" তারপর গলার স্বরটাকে আরো ক্ষীণ করিয়া লইয়া সেই অন্তরবাসী লোকটি বলিয়া যাইতে লাগিল, "এতদিন যে-সব সত্যকে কাছে আসিতে দাও নাই, দেখিতে পাইতেছ না, তাহারাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে ঐ অপরিচিত যুবকটার আড়াল হইতে, আর বলিতেছে, আমাদের এতদিন চিনিতে পার নাই, তাই ত আজ তোমার যৌবনের মাঝখানটিতে

যুবকের বেশে আসিয়াছি। তুমি হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছ, এতদিন ত অনেক সত্যকেই তর্কের মুখোস্ মুখে পরিয়া ছোট ছেলের মত করিয়া ভয় দেখাইয়া আসিয়াছ—তবে আজ কেন তাহা পারিতেছ না? তার কারণ, তাহারা যে কখন এক সময় টের পাইয়া গিয়াছে ওটা মুখোস্, আর ত তাহাদের ভয় দেখাইতে পারিবে না। আজ যে মুখোসের দুই পাশ দিয়া তোমার নিজের কানের ডগা দুটো কখন এক সময় উঁকি মারিয়া ফেলিয়াছে—আর ত উপায় নাই। তার পর এই যে যুবক, এ ত আর একদিনেই এতবড়টি হইয়া উঠে নাই, ইহারও ত শৈশব ছিল, বাল্য ছিল, কৈশোর ছিল, তখন তুমি ইহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলে, বলিয়াছিলে, "তোকে চাহি না, তুই চলে যা"; আজ হঠাৎ এতদিন পর সে যখন তার পরিপূর্ণ যৌবনটি তোমার চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল, তখন তুমি ভাবিলে, এমনটি ত কখন দেখি নাই! ইহাই ত সত্য, একদিনের নয়, দুদিনের নয়, সারা জীবনের একটু একটু করিয়া জমান সত্য; ইহাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবে আজ কোন্ অছিলায়?

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী ডাইরী লিখিতে বসিল, "অতীত চিরকালই অতীত এবং তা ফেরে না বলেই এত সুন্দর। কিন্তু বর্ত্তমানের মধ্যে যে সুন্দরকে দেখ্‌তে পায়,

তার সে দেখা শুধু দেখা নয়, পাওয়াও বটে। আজ থেকে সুন্দরকে শুধু দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাক্‌বো না, তাকে দুই হাতে করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধর্‌বো।"

৪

সত্যদীক্ষিত যে ডোম-পরিবারটির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাদেরই একটি ১১।১২ বৎসরের কালো মোটা-সোটা মেয়ের সহিত লক্ষ্মীর ভারী ভাব হইয়া গিয়াছিল। মেয়েটি ভারি গায়পড়া। আজ দুপুর বেলা তাকে নিজের ঘরে একলা পাইয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ফেলী, বল্ ত, আমি যদি বিয়ে করি ত কাকে করব।"

ফেলী একখানা রংচংএ ছবির বই লইয়া ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল, কথাটা সে শুনিয়াও শুনিল না।

লক্ষ্মী তার হাত হইতে ছবির বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "আগে জবাব দে, তবে দেখ্‌তে দেবো।"

সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি বল্‌ছ বলো না।"

"বল্‌ছিলুম আমি যদি বিয়ে করি ত কাকে করব বল্ দেখি?"

ফেলী প্রথমটা ভাবিয়াছিল, লক্ষ্মী তাহার সহিত ঠাট্টা করিতেছে, তাই সে কেবল হাসিতেই লাগিল। কিন্তু লক্ষ্মী

যখন তাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল যে, না সত্যই সে ঠাট্টা করিতেছে না এবং পাত্র-নির্ব্বাচনের ভারটা সত্যই তার উপর দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তখন ফেলী হঠাৎ এমনি গম্ভীর হইয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর হাসি সাম্‌লান দায় হইয়া উঠিল। সে ভারি মুরব্বির মত বলিতে আরম্ভ করিল, "তা যদি বলো ত আমাদের হরিপুরের বলাই দাস,—তুমি হাস্‌ছ লক্ষ্মী-দিদি, মাকে বরং জিজ্ঞেস্ করে দেখো, সে কত লেকা-পড়া শিখেছে—" এই অবধি বলিয়াই ফেলী থামিয়া গেল, তার চোখ দুটো হঠাৎ কোথা হইতে জলে ভরিয়া আসিল।

তাকে বুকের মধ্যে খুব জোরে চাপিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রে ফেলি!"

সে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাড়ীর জন্যে আমার বড্ড মন-কেমন কর্‌ছে লক্ষ্মী-দিদি।"

আজ বিকাল হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়াছিল। পথ ঘাট সব একবারে কাদায় কাদা। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মী নিজের ঘরের জানালাটির ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আজ কে জানে কেন তার ভয়ানক কান্না আসিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, ঐ যে ফেলীর কান্না, ঐটাই আজ বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, তাই আকাশ

কাঁদিতেছে, বাতাস কাঁদিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছে তার মনটাও। হঠাৎ একসময় কি ভাবিয়া সে ডাকিয়া উঠিল, "মা!"

"কেন রে"—বলিয়া পাশের ঘর হইতে তার মা আসিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল।

"আচ্ছা মা, আমরা যদি আবার হিন্দুসমাজে ফিরে যাই, তাহলে কি হয়?"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে লক্ষ্মীর মা বলিয়া উঠিল, "এ আবার কোন্ দেশী খেয়াল তোর বল্ দেখি লক্ষ্মী! একেই বলে সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোনো।"

"আহা, আমি কি সত্যি-সত্যিই যাচ্ছি নাকি—"

বাধা দিয়া তার মা বলিয়া উঠিল, "তবে ও-কথা জেনে তোর লাভ কি শুনি?"

অত্যন্ত জোর করিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার জন্যে বল্‌ছি না গো, বল্‌ছি অপরের জন্যে।"

"অপরের ভাবনা অপরে ভাব্‌বে, সে খোঁজে তোর এত দরকার কি বল্ ত।"

কথাটা যে একেবারেই ফাঁকা,—তার মধ্যে যে আন্তরিকতার ছিটা-ফোঁটা মাত্র নাই, ইহাই জোর করিয়া

প্রমাণ করিবার জন্য লক্ষ্মী হঠাৎ অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভয় নেই মা, তোমাদের তেত্রিশ-কোটি দেবতার একটিও আমার স্কন্ধে ভর করে বসেন নি—আমি কেবল কথার কথা বল্‌ছি মাত্র।"

লক্ষ্মীর মা যেন দম্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল, সে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিতে লাগিল, "মুখে আগুন আর কি,—তারা আবার ফিরিয়ে নেবে!—যে একবার তাদের সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার আর সে-মুখো হবার জো নেই।"

অত্যন্ত জোর করিয়া হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তবে ত বড় বয়েই গেল।"

লক্ষ্মীর মা কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তার চোখ-দুটো সহসা জলে একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে-দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী কি একটা কাজের অছিলা করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মী চলিয়া গেলে পর লক্ষ্মীর মা শয্যার উপর গিয়া শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, "ওগো তেত্রিশ-কোটি দেবতা, তোমরা কেন আমাদের এমন করে তাড়িয়ে দিলে, আমি যে এখনও তোমাদের বই আর কাউকে জানি না।"

৫

চিদম্বরম নামক জনৈক মাদ্রাজী ব্যারিষ্টারের সহিত লক্ষ্মীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভদ্রলোকের বয়স অল্প, কিন্তু ইহারই মধ্যে সে বেশ পশার জমাইয়া লইয়াছিল। চিদম্বরমেরা ছিল দুপুরুষে খ্রীষ্টান্। তার বাপ একজন বড় ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন এবং খৃষ্টান্-মহলে ধার্ম্মিক লোক বলিয়া তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। চিদম্বরমের এক ভগ্নী ছিল লক্ষ্মীর সহপাঠী, সেই সূত্রেই তাহার সহিত লক্ষ্মীর আলাপ হয় এবং এই আলাপ ক্রমে এমনি গাঢ় হইয়া জমিয়া বসিতে আরম্ভ করে যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল, পরিণামে এটা বন্ধুত্বের নীচু ক্লাস হইতে ডবল-প্রমোশন পাইয়া হঠাৎ একদিন দাম্পত্যের উঁচু ক্লাসে গিয়া উঠিবে।

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মী চিদম্বরমদের বাহিরের ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকিয়া পড়িয়া একজন বেহারাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার মাষ্টার বাড়ী আছেন কি?"

সে অভিবাদন করিয়া বলিল, "হাঁ আছেন, বসুন, খবর দিচ্ছি।"

লক্ষ্মী অত্যন্ত অস্থিরভাবে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই সিগারেট্ টানিতে টানিতে চিদম্বরম আসিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য আমার!"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আমার বিশেষ একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে—আপনার হাতে বোধ হয় এখন বিশেষ কোনো কাজ নেই।"

অবাক্ হইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চিদম্বরম বলিল, "আমার আর এখন কাজ কি লুসী, আমি শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়্‌ছিলুম আর তোমার—"

লক্ষ্মী চিদম্বরমের প্রণয়-প্রলাপের মিথ্যা ভাষণ মাঝপথে থামাইয়া দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "তবে বসুন।"

একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া চিদম্বরম বলিল, "কোনো খারাপ সংবাদ নয় ত?"

"তা বল্‌তে পারি না, হয়ত ভাল, আবার হয়ত খারাপও হতে পারে।"

চিদম্বরম কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, সে-কথা কানে না তুলিয়াই লক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি আপনার কাছে এসেছি জান্‌তে—আপনি কি আমাকে বিবাহ কর্‌তে রাজি আছেন?"

চিদম্বরম অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"আমার দেরী করবার একটুও সময় নেই মিঃ চিদম্বরম—হাঁ কি না, একটা কথা কেবল বলে দিন্।"

সেই ভাবেই তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চিদম্বরম বলিল, "তা অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন লুসী,—আমি কি তোমাকে—"

"তা হলে রাজী আছেন?"

"একথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ লুসী!"

"আচ্ছা তা হলে আসি, কাল আবার দেখা হবে," বলিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এখুনি যাবে কোথায় লুসী—একটু ঠাণ্ডা হও, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—হঠাৎ এমন করে—"

"না আজ আর বস্‌ব না, মাথাটা বড্ড ধরেছে, সকাল-সকাল গিয়ে শুয়ে পড়ি," বলিয়া লক্ষ্মী চঞ্চলভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চিদম্বরম তবু ডাকিল—"লুসী!"

সে চলিতে-চলিতেই উত্তর দিল, "কাল আবার দেখা হবে মিঃ চিদম্বরম; আজ আর বস্‌তে পার্‌ছি না।"

বাড়ী ফিরিয়া জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে লক্ষ্মী ডাকিল, "মা!"

পাশের ঘরে বসিয়া লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীর একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করিতেছিল,—উত্তর দিল, "কি বল্‌ছিস্‌!"

"নিজের বিয়ের সব পাকাপাকি করে এলুম যে।"

জামা ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর মা বলিল, "সত্যি বল্‌ছিস্‌, না ঠাট্টা কর্‌ছিল্‌?"

"না মা সত্যি বল্‌ছি, একটুও ঠাট্টা কর্‌ছি না, মিঃ চিদম্বরম রাজী হয়েছেন।"

"তা বেশ," বলিয়া লক্ষ্মীর মা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে লক্ষ্মী বলিল, "তুমি ত কৈ শুনে খুব আহ্লাদ করলে না মা, পাত্তর বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি?"

"না চেঁচালে বুঝি আর আনন্দ করা হয় না, তার পর পাত্তরের কথা যদি বলিস্‌ ত অমন পাত্তর কজনের ভাগ্যে জোটে বল্‌ ত?"

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "না মা, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার একটুও আহ্লাদ হয়নি।"

ঘর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়া লক্ষ্মীর মা বলিল, "না হয়েছে ত নেই নেই,—তুই এখন খাবি আয় দেখি, ভাত যে জুড়িয়ে গেল।" তার গলার আওয়াজ ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

লক্ষ্মীর-মার মনে সত্যই একটুও আনন্দ হয় নাই, যদিও সে অনেকদিন হইতে ঠিক ইহাই চাহিতেছিল। চিদম্বরমকে লক্ষ্মীর মা বিলক্ষণ জানিত এবং ইহাও জানিত যে, এই যুবকটির হাতে পড়িলে লক্ষ্মী ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিবে। তবু কেন যে তার আনন্দ হইল না, তা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মনের অনেক দূরে এক কোণে অত্যন্ত ক্ষীণ একটা আশার শিখা নিব-নিব করিয়া জ্বলিতেছিল, আজ হঠাৎ সেটিও নিভিয়া গেল, এ শোক কি তাহারই ?

পরদিন চারিদিকে রটিয়া গেল, লক্ষ্মীর সহিত চিদম্বরমের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে।

রেভারেণ্ড হোয়াইটের কানেও সে কথা গিয়া উঠিয়াছিল, তিনি লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনে খুব খুসী হলাম লুসী।"

ঘাড় হেঁট করিয়া লক্ষ্মী বলিল, আমি মনে করেছিলুম বিবাহ না ক'রে—"

বাধা দিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "গার্হস্থ্যই সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম লুসী, সেজন্যে দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই।"

বিকালের দিকে নিজের ঘরের জানালার ধারে লক্ষ্মী চুপ করিয়া ব'সয়া ছিল, কাল তার বিবাহ। মনটা তার আদবেই ভাল ছিল না, বুকের ভিতরটা যেন কেব'ল কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়াই সে বলিয়া উঠিল, "ওখানে অমন চোরের মতন চুপটি করে দাঁড়িয়ে কেন রে ফেলী ?"

অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "তুমি যদি বকো ?"

তাকে জোর করিয়া পাশে টানিয়া বসাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "কেন, কি করেছিস্ তুই, যে বক্‌ব ?"

"আমি আবার সেই কথা বল্‌তে এসেছি লক্ষ্মী-দিদি।"

তার চোখ-দুটো ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তা বল্‌না রে পাগ্‌লী, তাতে আর হয়েছে কি !"

"তুমি যে সেদিন বক্‌লে।"

"আচ্ছা, আজ আর বক্‌ব না, কি বল্‌ছিস্ বল্ দিখি।"

লক্ষ্মীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ফেলী সহসা বলিয়া উঠিল, "তুমি ওখানে বিয়ে কোরো না লক্ষ্মী-দিদি!"

"কেন, তাতে কি হয় বল্ ত?"

"না না, ও যে কিরিষ্টান, ওর সঙ্গে বুঝি বিয়ে করতে আছে?"

"খৃষ্টানরাও ত মানুষ ফেলী।"

"তা হোক্‌গে, ওরা যে কিরিষ্টান।"

"আমরাও ত কিরিষ্টান।"

ফেলী মাথার চুলগুলা ঝাঁক্‌ড়াইয়া মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আমরা ওদের মতন কিরিষ্টান নই কথ্‌খনো!"

"তুই ছেলেমানুষ, সব কথা বোঝ্‌বার তোর এখন শক্তি হয়নি ফেলী—তুই চুপ করে থাক্।"

লাফাইয়া উঠিয়া ফেলী বলিল, "আচ্ছা, তুমি মা-কালীর দিব্যি করে বলো দেখি, এদের তোমার একটুও ভাল লাগে?"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ফেলী হাত মুখ নাড়িয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, "বল না বল! তা আর বল্‌তে হয় না লক্ষ্মী-দিদি, আমি সে অনেকদিন টের পেয়েছি—মুখে তুমি যাই বল না কেন।"

অত্যন্ত করুণভাবে তার মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তুই কেমন করে জান্‌লি রে ফেলী?"

"তা না হলে সেদিন আমাদের দেশের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চোখ দিয়ে—।"

তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, "আমি কি করি—বল্ দেখি ফেলী—তুই আমাকে বলে দে!—আমি যে এমন করে আর পারি না।"

ফেলী অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী মনের সহিত অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া অবশেষে স্থির করিল, "কোনো দুর্ব্বলতাকে সে আর কাছে আসিতে দিবে না। কেন, ইহারাও ত মানুষ; হইলই বা খৃষ্টান্, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! মানুষের পরিচয় এ নয় যে সে খ্রীষ্টান্ কি হিন্দু, মানুষের পরিচয় কেবল-মাত্র এই যে, সে মানুষ এবং একই ভগবানের সন্তান। (জাত্যাভিমান মানুষকে যে কদর্য্য এবং বিশ্রী সঙ্কীর্ণতার বুলি পড়া-পাখীর মত করিয়া মুখস্থ করাইয়া দেয়, অন্ধ-মানুষ মনে করে উহাই সত্যের বাণী—কিন্তু সে যে কতবড় মিথ্যা, তা মানুষ একবারও ভাবিয়া দেখে না এবং এই অসত্য দাম্ভিকতাকে মানুষ যে এত জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে,

ইহাই আশ্চর্য্য। এই অসত্যের বন্ধন হইতে আজ সে মুক্ত হইবেই। হয়ত জীবনে সে সুখী হইতে পারিবে না, হয়ত জীবনটা তার একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কিন্তু জীবনের সার্থকতাকে কি ওজন করিতে হইবে সুখ-দুঃখের দাঁড়ি-বাট্‌খারায়? সত্যকে পাইবার জন্য এই যে দুঃখকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহারই মধ্যে কি জীবনের প্রকৃত সার্থকতা আপনার অচল আসনখানির উপর বসিয়া নাই? ফেলী আজ যে কথা বলিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সত্যই সে ইহাদিগকে মনের সঙ্গে আজও ভালবাসিতে পারে নাই, কিন্তু কোনো জিনিষ ভাল কি মন্দ তার বিচার ত আর মানুষের ভাল লাগা না-লাগার উপর নির্ভর করে না। পারে নাই বলিয়াই ত আজ তাকে জোর করিয়া পারিতে হইবে। প্রতিকূল অবস্থার সহিত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই ত মানুষের প্রকৃত জীবন উৎসারিত হইয়া উঠে, আর সেইখানেই ত মানুষ মানুষ।

লক্ষ্মী সহসা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া মাথার শিয়রের জানালাটার ধারে গিয়া নীরবে বসিয়া পড়িল। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, কোথাও একটু-মাত্র জাগরণের সাড়া নাই, এত নিস্তব্ধ যে তার নিজের বক্ষের স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত সে শুনিতে পাইতেছিল। মাথার উপরকার দিগন্তবিস্তৃত ঐ

কালো আকাশটা তার কোটি কোটি চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মীর মনের ভিতরকার সমস্ত কথাগুলোকে যেন পড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক-সময় সে ঝনাৎ করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং পাঁচ বৎসরের ছোট বালিকার মত করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৬

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া—লক্ষ্মী চিদম্বরমদের বাড়ীতে গিয়া সুমুখে একজন ভৃত্যকে পাইয়া বলিল, "তোমার মাষ্টার উঠেছেন কি ?"

সে বলিল, "না, ওঠেন নি, এখুনি উঠ্‌বেন ; বাইরের ঘর খুলে দিচ্ছি—একটু বসুন।"

সে বলিল, "না, এখুনি ডেকে দাও ; বল—বিশেষ দরকার আছে।"

অল্পক্ষণ পরে চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে নামিয়া আসিয়া চিদম্বরম বলিল, "কি খবর লুসী ?" তার পর ভাল করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "তোমার অসুখ করেছে নাকি !—কাল কি সারারাত ঘুমোওনি !"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চিদম্বরম আবার কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া হঠাৎ লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আমাকে মাপ কর্‌বেন মিঃ চিদম্বরম—আমি কথা রাখ্‌তে

পার্‌লুম না।”—তার স্বর উত্তেজনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

আশ্চর্য্য হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া চিদম্বরম বলিল, “তুমি কি যে বল্‌ছ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে লুসী!”

মাটীর দিকে চোখ রাখিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমি এখন বিবাহ কর্‌ব না মিঃ চিদম্বরম,—আমাকে মাপ করুন আপনি।”

কাহারও মুখে একটি কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে চিদম্বরম বলিল, “তুমি কি আর কাউকে বিবাহ কর্‌তে চাও লুসী?”

কম্পিত-কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, “বিবাহ যদি কর্‌তুম তা হলে আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই কর্‌তুম না—আমি একেবারে বিবাহ কর্‌ব না, ঠিক্ করেছি।”

“এ কথা ত অনেক দিন আগেই বলেছিলে লুসী, আমিও তোমার আশা ত্যাগ করেই বসেছিলুম—তার পর হঠাৎ কেন যে—”

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন আপনি—আমি আপনার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছি—কিন্তু নিতান্তই দায়ে পড়ে।”

এই সময় হঠাৎ চিদম্বরমের ভগ্নী আসিয়া সেই কক্ষে

প্রবেশ করিল,—এবং ঠাট্টার সুরে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমরা অবাক্ করলে দেখ্ছি,—আর কটা ঘণ্টা বুঝি আর সবুর সইছে না—" সে আরো অনেক কথা বলিত, কিন্তু হঠাৎ দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চিদম্বরমের মত একজন ধনী এবং সম্ভ্রান্ত যুবক যে লক্ষ্মীকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে, এই চিন্তাটাই অনেক ফিরিঙ্গী-যুবতীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; আজ তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং কথাটাকে লইয়া খুব খানিকটা ঘোলাইয়া তুলিতে লাগিল—বলিল, "আমরা আগে থেকেই জানি ও-বিয়ে হতে পারে না, নেহাৎ হাতে পায়ে ধরে রাজি করেছিল, তা সে টিক্‌বে কেন, মানুষের মন ত," ইত্যাদি ইত্যাদি—। তাহারা ঠিক করিয়াছিল, চিদম্বরমই নিজে হইতে বিবাহ ভাঙিয়া দিয়াছে।

রেভারেণ্ড্ হোয়াইটের কানেও এ সংবাদ গিয়া পৌছিয়াছিল, তিনি লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হঠাৎ এ আবার কি খেয়াল লুসী?"

ঘাড় হেঁট্ করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার খুবই অন্যায় হয়েছে রেভারেণ্ড্, কিন্তু কি কর্‌ব—আমি নাচার।"

"কেন ?"

"কেন, তা ঠিক্ বল্‌তে পারি না রেভারেণ্ড্—আমার বিবাহ কর্‌তে এখন আদৌ ইচ্ছে হচ্ছে না।"

"বিবাহ কর্‌তেই ইচ্ছে হচ্ছে না, না কেবল এইস্থানে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না, সেটা বল্‌তে পার লুসী ?"

"তাও বল্‌তে পারি না রেভারেণ্ড্—আমার মনে হয়, আমার মন বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে।"

"মন দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে !—কোন্ বিষয়ে লুসী ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, "খৃষ্ট-ধর্ম্মে আর তেমন আস্থা রাখ্‌তে পার্‌ছি না আমি।"

রেভারেণ্ড্ শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি ! এমন-ধারা হঠাৎ হোলো কেন, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না লুসী !"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রেভারেণ্ড্ হোয়াইট্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এ ভাবটা তোমার আমি একদিন মাত্র লক্ষ্য করেছিলাম,—তুমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌ছ, কোন্ দিনের কথা বল্‌ছি।"

ঘাড় হেঁট্ করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "না, ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"মনে পড়্‌ছে না লুসী, আমরা তখন বাংলা দেশে ;

একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের দিকে বেড়াতে গিছ্‌লে—ফিরে আস্‌তে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'কেমন দেখ্‌লে?' তুমি বল্লে, 'দেখিনি, শুধু অনুভব করেছি।' এইবার মনে পড়্‌ছে লুসী!"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "হুঁ।"

"আমি তখনি বলেছিলুম, কাব্যের দিকটা তোমার মধ্যে বড্ড বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে—তুমি তখন আমার কথায় কানই দাওনি।"

লক্ষ্মী কোনো কথা বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রেভারেণ্ড্‌ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয়, মনে হয় কেন, এটা খুব সত্যি,—যে, তুমি বড্ড বেশী কাল্পনিক। সেদিন তুমি যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলে, সে অভিভূত হবার মধ্যে আর কিছুই ছিল না, ছিল যা, সে কেবল নিছক্‌ কল্পনা। আসল কথা, বাংলা-দেশের পল্লীগ্রাম যে তোমাকে অত মুগ্ধ করেছিল, সে তার ধর্ম্ম দিয়েও নয়, সভ্যতা দিয়েও নয়, কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দিয়ে। তুমি কিন্তু এমনি পাগল যে, মনে করে বস্‌লে, এর মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রেরণাও আছে—বাস্তবিক কিন্তু তা আদবেই নয়; তুমি নিজেই ভেবে দেখ না কেন লুসী।"

জানালার ভিতর দিয়া নীল আঁকাশের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী বলিল, "বোধ হয় তাই হবে।"

"বোধ হয় কেন,—নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে, তাদের সমাজ দেখ্‌লে না, ধর্ম্ম দেখ্‌লে না, তাদের নৈতিক জীবনের সঙ্গে একদিনও পরিচিত হলে না, অথচ হঠাৎ তাদের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লে—এ কি কখনও হয়? অনেক সময় বাইরেটাকে দিয়ে মানুষ ভিতরের বিচার করে থাকে। কিন্তু সেটা ভয়ানক ভুল। বাংলার পল্লীগ্রামের বাইরের দৃশ্য যেমন সুন্দর এবং প্রশান্ত, তার ভিতরের দৃশ্য ঠিক তেমনি বিকট এবং সঙ্কীর্ণ। তুমি তার বাইরেটাই দেখেছ, ভিতরটা ত আর দেখনি লুসী! তোমার উচিত দিন-কতক ওদের সমাজের ভিতরটাও দেখে আসা—তা হলে বুঝ্‌তে পার্‌বে আমার কথা সত্যি কি না। চুপ করে থেক না লুসী, উত্তর দাও; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তোমার অনুতাপ এসেছে, কিন্তু মানুষের ভুল ত হতেই পারে, তার জন্যে অত দুঃখিত হবার বিশেষ কারণ নেই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী বলিল, "বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক্—আমি বড্ড বেশী কল্পনাপ্রবণ। এবার থেকে চেষ্টা করব একটু একটু করে বাস্তবের মধ্যে ফিরে আস্‌তে। অমন করে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে কোনো

লাভ নেই।” কথাটা শেষ করিয়াই সে বলিল, “আজ তবে আসি মিঃ হোয়াইট্।”

“তা, এস, কিন্তু আমি যে-সব কথা বল্লুম, সেগুলো একটু ভেবে দেখ্তে চেষ্টা কোরো।”

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়া লক্ষ্মী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৭

সেদিন সকাল-বেলা লক্ষ্মী বাজারের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ফেলী তার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে বলিল, "আমাদের বাড়ী চল না লক্ষ্মী-দিদি !"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে লক্ষ্মী বলিল, "তুই এখন যা, আমার অনেক কাজ আছে।" তার গলার স্বরে এতটুকু রস ছিল না।

সহসা লক্ষ্মীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ফেলী অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া লক্ষ্মী পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল, ফেলী সেই ভাবেই অবাক্ হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যের সময় তোদের বাড়ীতে যাব এখন ফেলী, এখন বড্ড কাজ আছে কিনা।"

ফেলী কোন কথা বলিল না। রুদ্ধ অভিমান বুকের মধ্যে নীরবে পূরিয়া সে পাথরের মূর্ত্তির মত খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফেলী আজ কদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, তার লক্ষ্মী-দিদি আজকাল আর তাকে কাছে ঘেঁসিতে দিতে চায় না; কিন্তু এমন-ধারাটা সে যে কেন করে, তা ফেলী কোন-মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, কেন, কি অপরাধ করিয়াছে সে! কিন্তু ফেলী না বুঝিলেও ইহার মধ্যে একটা নিগূঢ় কারণ ছিল; সে কারণটা হইতেছে এই যে, লক্ষ্মী ফেলীকে মনে মনে ভয় করিত। শত শত যুক্তি তর্ক যখন তাসের বাড়ীর মত ক্রমেই উঁচু হইয়া উঠিতেছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া এই আহাম্মক মেয়েটি একটি মাত্র ফুঁ দিয়া সমস্ত ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া যাইত; এমনি অদ্ভুত তার ক্ষমতা। সে যুক্তি-তর্ক গড়িতে জানিত না, কিন্তু ভাঙ্গিতে জানিত অসাধারণ-ভাবে। তার কথার মধ্যে যুক্তি খুব বেশী থাকিত না, কিন্তু যাকে পাইবার জন্য যুক্তি, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত। এইজন্য লক্ষ্মী তাকে ভয়ানক ভয় করিত। এই মেয়েটির সম্মুখে কোন যুক্তিই যে টেকে না, অথচ এই যুক্তি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র যে তার হাতে নাই। আসুক্ না রাজ্যশুদ্ধ

তার্কিকের দল, তাদের জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং বইপড়া-বিদ্যা লইয়া, সে তাল ঠুকিয়া আসরে গিয়া নামিবে ; কিন্তু এই মহারথীর হাতে যে আছে নাগপাশ, সে যে আসিয়াই হাত পা সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয়, যুদ্ধ করিবার সামর্থ্যই যে থাকে না, সেই ত মুস্কিল।

লক্ষ্মী যে ফেলীকে আমল দিত না, তার জন্য সে নিজের মনের কাছে এই বলিয়া জবাবদিহি করিত যে, সে নিছক্ কল্পনাকে লইয়া আর ঝিমাইবে না, সত্যের অরুণালোকে ভয়ানক-ভাবে সজাগ হইয়া উঠিবে এবং যে-সকল পদার্থ তাকে সত্যের কাছ হইতে ক্রমেই মায়া এবং কুসংস্কারের দিকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ফেলী তাহাদেরই একজন। তার কথায় কুসংস্কার, তার অঙ্গভঙ্গীতে কুসংস্কার তার দৃষ্টিতে—এমন কি তার নিশ্বাসেও—কুসংস্কার। নিজেকে বাঁচাইতে হইলে তার কাছ হইতে সর্ব্বদা তফাতে থাকিতে হইবে। এই যে সে ছেলেমানুষী করিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিল, ইহার মধ্যে যা আছে, সে কেবল কুসংস্কার আর সংকীর্ণতা। ছি ছি, কি ভয়ানক অন্যায়টাই না সে করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহ করা তার খুব উচিত ছিল, কিন্তু এখন ত আর উপায় নাই, লোকে তাহা হইলে কি বলিবে?

সে-দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মী জামা কাপড়

ছাড়িতেছিল, এমন সময় তার মা আসিয়া বলিল, "হোয়াইট্‌ সায়েবের চাপরাশি তোকে ডাক্‌তে এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি, এলেই পাঠিয়ে দেবো।"

লক্ষ্মীর আর জামা কাপড় ছাড়া হইল না, সে সেই ভাবেই বাহির হইয়া পড়িল।

রেভারেণ্ড্‌ টেবিলের ধারে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী গিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

চিঠি লিখিতে লিখিতেই রেভারেণ্ড বলিলেন, "এই যে এসেছ, আজ একটা খুব সুসংবাদ আছে লুসী! বোসো, বল্‌ছি।"

লক্ষ্মী একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "দেখ লুসী, আমাদের ধর্ম্মে বলে মানুষ যেটা অন্তরের সঙ্গে চায়, সেটা পেতে তার একটুও বিলম্ব হয় না। এই সেদিন তোমাকে বল্লুম না, বাংলাদেশের ভিতরটা যে কি ভয়ানক কদর্য্য, তা তুমি না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না? আমি সেদিন ভগবানের কাছে অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলুম, তিনি যেন তোমাকে শীঘ্রই সে অবসর দেন। আমার প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন, তাই আজ হঠাৎ টেলিগ্রাম এসে হাজির, কালই আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের দিকে রওনা হ'তে হবে। সেখানে

নমঃশূদ্র বলে অবনত-শ্রেণীর যে হিন্দুরা বাস করে, তাদের উপর হিন্দুসমাজ এমনি ভয়ানক অত্যাচার সুরু করে দিয়েছে যে, তারা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। এই সময় আমরা গিয়ে যদি আমাদের এই পবিত্র এবং উদার খৃষ্টধর্ম্ম তাদের মধ্যে প্রচার করতে পারি, তা হলে বিশেষ ফললাভের আশা আছে। আমার ইচ্ছা, তুমিও আমার সঙ্গে চল, তাতে করে ফল হবে এই যে, বাংলাদেশের ভিতরটা স্বচক্ষে দেখে আসতে পারবে। কি বল লুসী—তোমার কি যেতে কিছু আপত্তি আছে?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আপত্তি? না, আপত্তি আর কি?"

"এবার কিন্তু অনেকদিন থাকতে হবে লুসী, বোধ হয় ৩।৪ মাসের এদিকে আর ফেরা হচ্ছে না।"

"তা হলে মাকেও সঙ্গে নিতে হয়।"

"নিশ্চয়ই।—তা না হলে তিনি থাকবেন কোথায়। সেবারকার মত ত আর ২।৪ দিনের জন্যে যাচ্ছ না যে, কটা দিন যেখানে হোক্ এক জায়গায় কাটিয়ে দেবেন।"

"আপনারা কি কালই যাচ্ছেন?"

"হাঁ, কালই, সন্ধ্যার ট্রেনে। কেন, তোমার কি অসুবিধা হবে? তা হলে না হয় একদিন পেছিয়ে দিই।"

"না, অসুবিধা আর কি।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মী তার মাকে ডাকিয়া বলিল, "কাল আমাদের এখান থেকে যেতে হচ্ছে যে মা।"

"কি রকম!"

"কি রকম কি আবার।—পূর্ব্ববঙ্গে যেতে হবে।"

"এ আবার কোন্ দেশী খেয়াল শুনি!"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "খেয়াল নয় মা, এটা আমার পক্ষে খুব দরকারী; এবার এই যে বাংলা দেশে যাচ্ছি, ফের্‌বার সময় সেখানকার আম্‌দানি সমস্ত কুসংস্কার সেখানেই ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে দিয়ে আস্‌বো,—ঠাট্টা নয় মা, সত্যি সত্যি বল্‌ছি।"

"কি পাগলের মতন বক্‌ছিস্ বল্ দেখি।"

"পাগলের মতন আদবেই বক্‌ছি না মা,—আসল কথা, কাল আমরা রেভারেণ্ড হোয়াইটের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে রওনা হচ্ছি।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তার মা বলিল, "কেন শুনি!"

"ধর্ম্মপ্রচারের জন্যে।"

লক্ষ্মীর মা কি বলিতে যাইতেছিল, সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাবো যখন বলেছি, তখন যাবই মা; তোমার ইচ্ছে

হয় তুমি এইখানে থেকে যেতে পার, কিন্তু এ কথাও বলে রাখ্‌ছি, ৩।৪ মাসের এদিকে আর ফির্‌ছি না।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মীর মা বলিল, "তবে কি করে থাক্‌ব শুনি!"

"তাই ত বল্‌ছি আমার সঙ্গে চল।"

লক্ষ্মীর মা কোন কথা বলিল না,—মুখখানা ভার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পাশের ঘর হইতে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "মরণও হয় না ছাই!"

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সেই যে সেদিন পথের মধ্যে ফেলীর সহিত তার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তার পর হইতে সে একটিবারের জন্যও তার সহিত দেখা করিতে আসে নাই—সম্ভবতঃ সে অভিমান করিয়াছে।

তাদের এই বিদেশে যাওয়ার কথাটা ফেলী এখন পর্য্যন্ত জানে না, তাহা না হইলে সে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না—সমস্ত অভিমান এক মুহূর্ত্তে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিত। লক্ষ্মীর বুকখানা স্নেহ-মমতায় ভরিয়া উঠিল। ফেলীকে যে সে কত ভালবাসে, তা আজ সে প্রথম বুঝিতে পারিল;—না না, যাইবার পূর্ব্বে তার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইতেই হইবে, অভিমানের ভারি পাথরটা তার ছোট

বুকখানির উপর চাপাইয়া রাখিয়া সে কখনই যাইতে পারিবে না—যাইবার সময় সেটাকে তুলিয়া দিয়া যাইবে। মাত্র তিন কি চার মাসের জন্য সে বিদেশ—বিদেশ? হাঁ বিদেশই বৈ কি—যাইতেছে, কিন্তু তবুও ফেলীর জন্য তার মনটা আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—মনে হইতেছিল, সে ছাড়া ফেলী বোধ হয় একদণ্ডও টিকিতে পারিবে না, যেন তার জন্যই ভগবান ফেলীকে গড়িয়াছেন।

ফেলীদের বাড়ীর দরজার কাছ হইতে লক্ষ্মী ডাকিল, "ফেলী!"

শতছিন্ন একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া অত্যন্ত শুষ্কমুখে ফেলী আসিয়া তার সমুখে দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

"তুই আমাদের বাড়ী আর যাস্ না কেন রে?" বলিয়া লক্ষ্মী তার হাত ধরিল।

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া সে বলিল, "এমনি।"

"এখন ত তোর কাজ নেই, চ না বাজারের দিকে একটু ঘুরে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই লক্ষ্মী তাকে টানিয়া লইয়া চলিল, সেও দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তুই আমার ওপর রাগ করেছিস্, নয় রে ?"

সে বলিল, "কৈ না !" তার গলার স্বর ভার।

"তবে এ কদিন দেখা করিস্‌নি কেন ?"

"এমনি !"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমরা কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি যে ফেলী,—তোর মন কেমন কর্‌বে ?"

এক নিমিষে অভিমানের সমস্ত বুচ্‌কি-বাচ্‌কা ঘাড় হইতে নামাইয়া দিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে ফেলী বলিয়া উঠিল, "কোথায় যাবে লক্ষ্মী-দিদি ?"

"সে অনেক দূরে ফেলী"—

"কেন ?"

"দরকার আছে।"

লক্ষ্মীর হাতটাকে অত্যন্ত জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফেলী বলিয়া উঠিল, "না না, যেও না—আমি যেতে দেবো না।"

পথের মাঝখানেই নিজের কোলের মধ্যে ফেলীকে টানিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "কেন রে ?"

অত্যন্ত করুণস্বরে ফেলী বলিল, "আমি তা হলে কি করে থাক্‌বো ?"

তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে লক্ষ্মী বলিল, "তিন চার মাস পরেই ত আবার ফিরে আস্‌ছি ফেলী!"

ফেলী কোন কথা শুনিল না, বলিল, "আমি কিছুতেই যেতে দেবো না।"

"বড্ড দর্‌কারী কাজ যে ফেলী, না গেলেই যে নয়।"

সে বলিল, "তবে আমাকেও নিয়ে চল।"

লক্ষ্মী ভয়ানক মুস্কিলে পড়িয়া গেল—বলিল, "সে কি হয় রে পাগলী, তোর মা বাপই বা ছাড়্‌বে কেন আর আমিই বা নিয়ে যাই কি বলে—সে হয় না ফেলী—সে হয় না!"

"বাবা-মাকে আমি যদি রাজি কর্‌তে পারি, তা হলে নিয়ে যাবে?"

"আচ্ছা, তুই ত রাজি করেই আগে আয়, তারপর দেখ্‌ যাবে অখন।"

লক্ষ্মীর হাত ছাড়াইয়া সহসা ফেলী উল্টাদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

শশব্যস্ত হইয়া লক্ষ্মী চেঁচাইয়া উঠিল, "কোথায় যাচ্ছিস্‌ তুই?"

ছুটিতে ছুটিতেই সে উত্তর দিল, "বাবা-মাকে বল্‌তে।"

লক্ষ্মী ডাকিল, "শোন্‌ শোন্‌।"

সে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও, আমি এখুনি যাচ্ছি লক্ষ্মী-দিদি।"

লক্ষ্মী অবাক্ হইয়া পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। একি মোহ! কোথাকার একটা নীচ-জাতের মেয়ে আসিয়া কেমন করিয়া যে তার হৃদয়টা অধিকার করিয়া বসিল, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এখানে এত লোক ত আছে, কিন্তু এমন করিয়া কেহ ত তার বুকের মাঝখানে বাসা বাঁধিতে পারে নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে নিজের মনে বলিল, "না নিয়ে গিয়েই বা থাকি কি করে।" তার পর আস্তে আস্তে সে বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ট্রেনে উঠিবার সময় রেভারেণ্ড হোয়াইট্ ফেলীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ ভূতটাকেও সঙ্গে নিচ্ছ নাকি লুসী?"

ফেলীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া লক্ষ্মী বলিল, "ওকে ছাড়া আমার একদণ্ডও যে টেক্‌বার যো নাই মিঃ হোয়াইট্।"

"তোমার সব কাজেই একটু বাড়াবাড়ী চাই, নয় লুসী।" বলিয়া রেভারেণ্ড প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর পাচারি করিতে লাগিলেন।

৯

ফরিদপুর জেলার একটা ছোট গ্রামে আসিয়া লক্ষ্মীরা উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে অনেক-কেলে একটা গির্জ্জা ছিল—তাহারই সংলগ্ন একটা একতালা ছোট বাড়ীতে তাহারা আস্তানা গাড়িয়াছিল। এই গির্জ্জার সমস্ত ভার একজন দেশী পাদ্রী-সাহেবের হাতে ন্যস্ত ছিল, এঁর নাম রেভারেণ্ড গুঁই। গুঁই-সাহেবের সংসারটি নেহাৎ ছোট ছিল না—তা মাথা গুণিলে এক ডজনেরও কিছু বেশী হইয়া দাঁড়ায়। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জগদম্বা না ঐরকম ভারী -বিটকেল গোছের কি একটা, তিনি কিন্তু সেটাকে বদলাইয়া নাম রাখিয়াছিলেন হাল্কা কোমল লিলি। লিলি! লিলির চেহারাখানা ছিল একটা বুনো মোষের মত; ঠিক তেমনি কালো এবং ঠিক তেমনি বা ততোধিক মোটা। ইহার উপর আবার মার অনুগ্রহে তাঁর সর্ব্বশরীর ঠিক মৌচাকের আকার ধারণ করিয়াছিল। পাড়ার বকাটে ছোঁড়ারা আদর করিয়া তাঁর নাম রাখিয়াছিল টোপফেলা গদি।

রেভারেণ্ড গুঁইয়ের কন্যা ছিল সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি এবং পুত্র ছিল পাঁচটি।

বড় মেয়েটির নাম ডোরা। এই গত পৌষ মাসে তার দ্বাবিংশ জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে এমনি স্থূলকায় হইয়া পড়িয়াছিল যে তার বয়স অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। তাহাকে বালিকা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইত, আবার প্রৌঢ়া বলিলেও কেহ সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিত না। তার কিন্তু ধারণা ছিল তার মত সুন্দরী ভূভারতে নাই—অন্ততঃ গড়নটা তার একেবারেই নিখুঁৎ। তার পরের মেয়েটি মার মত না হইয়া বাপের ধাতটাই পাইয়াছিল, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ হইতে সত্তপ্রত্যাগত নরনারীর সহিত তার দেহের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখা যাইত। সে কিন্তু বলিয়া বেড়াইত, চেহারাখানা তার একেবারেই মেমেদের মত, কেবল যা রংএর তফাৎ। বড় বোন্‌কে সে ভেতো বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া ঠাট্টা করিত এবং মনে করিত তার গড়নটাই আসল বিলাতী।

তার চেয়ে ছোটটির বয়স মোটে দশ বৎসর; সে কিন্তু এখন হইতেই নিজের চেহারা সম্বন্ধে একটা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল এবং ঠিক করিয়া লইয়াছিল তার

চেহারার মধ্যে মেমত্ব যে পরিমাণে আছে, অন্য কোন বোনের মধ্যে তা নাই।

বাকি তিনটি বোন্ নিতান্তই শিশু।

ছেলেদের মধ্যে বড়টির বয়স ১৬; বাদ বাকি ৪টি দুএক বৎসরের ব্যবধান রাখিয়া চলিতেছিল।

রেভারেণ্ড হোয়াইট্‌কে এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। মিঃ গুঁই এবং তাঁর বড় মেয়ে ডোরা তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তাঁহাদের সহিত একদল দেশী-খৃষ্টানের ছেলেও আসিয়াছিল। ইহারা সকলেই বাঙ্গালী এবং অল্পদিন হইল স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।

রেভারেণ্ড হোয়াইট্ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি প্লাট্‌ফর্ম্মে নামিতেই ডোরা একটা ফুলের মালা তাঁর গলায় পরাইয়া দিল এবং বালকের দল সারি দিয়া দাঁড়াইয়া এই উপলক্ষে রচিত একটা বাঙ্গলা গান গদগদভাবে গাহিতে সুরু করিয়া দিল।

রেভারেণ্ড প্রথমেই গুঁই-সাহেবের সহিত লক্ষ্মীর পরিচয় করাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এ-রকম উচ্চশিক্ষিতা এবং ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা আমি এদেশে আর একটিও দেখিনি।"

উত্তরে মিঃ গুঁই ঘাড় নাড়িলেন মাত্র, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ডোরার সহিত রেভারেণ্ডের পরিচয় নাই বলিয়াই একথা বলিতে পারিলেন।

তার পর ডোরার বাপ ডোরার সহিত রেভারেণ্ডের পরিচয় করাইয়া দিলেন—বলিলেন, "এটি আমার বড় মেয়ে। এর গুণের পরিচয় আমি নিজে দিতে চাই না—আলাপ হলে নিজেই জান্‌তে পার্‌বেন।"

রেভারেণ্ড মনে মনে হাসিলেন; মুখে কিন্তু বলিলেন, "হাজার হোক আপনারই মেয়ে ত।"

তার পর লক্ষ্মী এবং ডোরার পালা। লক্ষ্মীই প্রথমে কথা কহিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুসী হলুম মিস্ গুঁই!"

সে জোর করিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিল, "আমিও কম খুসী হইনি মিস্ ঘোষ!" তার কথার মধ্যে এতটুকুও আন্তরিকতা ছিল না।

সত্যই লক্ষ্মীকে দেখিয়া ডোরা এতটুকুও খুসী হয় নাই, বরং কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল। এই অপরিচিতা মেয়েটি এমনই সুন্দর যে, তার মনে হইতে লাগিল হয় ত বা সে তার চেয়েও দেখিতে ভাল।

লক্ষ্মীর-মা এবং ফেলীর দিকে প্রথমটা কেহ ফিরিয়াও তাকায় নাই, ভাবিয়াছিল, উহারা ঝি বা ঐ শ্রেণীর একটা কিছু হইবে; কিন্তু এ ভাবটা লক্ষ্মী বেশীক্ষণ থাকিতে দিল না। হতভম্ব ফেলীকে সহসা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া সে বলিল, "নতুন জায়গা তোর কেমন লাগ্‌ছে রে ফেলী?"

সে অত্যন্ত ক্ষীণ-স্বরে উত্তর দিল, "বেশ।"

মিঃ গুঁই জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে মিস্ ঘোষ?"

লক্ষ্মী নিঃসঙ্কোচে বলিল, "আমারই ছোট বোন্, আর উনি হচ্ছেন আমার মা।"

১০

গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভবতোষ রায়-চৌধুরীর সমাজের উপর খুব বেশী জোর খাটিত না, কিন্তু তাঁর উপর সমাজ যে জোর খাটাইত, তাহা নির্ব্বিবাদে মাথা পাতিয়া লইবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। সমাজের অন্ধ সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলেই তিনি বলিতেন, "বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর, অতএব বাপু হে তর্ক কোরো না, সব জিনিষকে বিশ্বাস কর্‌তে শেখ, তা না হলে কিছুই হবে না।" ইহার পর কেউ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন, "এর ওপর আর কথা কোয়ো না বাপু, এ হচ্ছে শাস্ত্রের বচন, ঋষি মুনিদের মুখের কথা।" বস্তুতঃ ভবতোষ বিশ্বাস করিতেন না এমন জিনিষ বোধ হয় মেয়েরাও খুঁজিয়া পাইত না।

ভবতোষের দুইবার বিবাহ হয়। প্রথমা স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া স্বর্গগতা হন, তারপর ভবতোষ

আবার বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের চৌকাঠ পার হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁর প্রথম-পক্ষের সন্তান নলিনী-কান্ত তখন প্রায় সাবালক হইয়া উঠিয়াছে।

ভবতোষের দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীর বয়স আজও ২২ পার হয় নাই, সে নলিনীর চেয়েও ৩ বৎসরের ছোট, কিন্তু নলিনীর সহিত সে এমনি ভাবে ব্যবহার করিত, যেন ঠিক সময়ে সন্তান প্রসব করিলে তারও আজ অতবড় একটি ছেলে হইত। নন্দরাণীর উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত কোন বয়সেই যখন সন্তান-সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন পাড়ার সকলেই তাহাকে সমবেদনা জানাইতে আরম্ভ করিল; সে কিন্তু একটুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই বলিত,"নলিনী আমার বেঁচে থাক্, আমার ছেলের অভাব কি—ও একাই আমার একশ!" পাড়ার সকলে আড়ালে বলিত, হাজার হোক্ কল্‌কাতার মেয়ে কিনা; থিয়েটার দেখেছে অনেক, একটু একৃট করবে না?"

নলিনীকান্ত ছিল ঠিক তার বাপের উল্টা। ভবতোষ ছিল যেমন নিষ্ঠাবান্ সে ছিল ঠিক সেই পরিমাণেই ম্লেচ্ছ। তার এই ম্লেচ্ছপনাটা ক্রমে এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সে ও-পাড়ার গয়লা-গিন্নীর রান্নাঘরে পাত পাতিয়া পৌষপার্ব্বণের দিন বেশ করিয়া একপেট পিঠা খাইয়া আসিতে পর্য্যন্ত

এতটুকু দ্বিধা করে নাই। পাড়ার সকলে একবারে ছিছিতে বাতাস ছাইয়া ফেলিল।

ভবতোষ ডাকিয়া বলিলেন, "তোর কি পরকালেরও ভয় নেই ছাই!"

সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

নলিনী বাড়ীর ভিতর যাইতেই নন্দরাণী বলিল, "উনি খুব রাগ কর্‌লেন?"

হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "তা কর্‌লেন বৈকি!"

"কি বল্‌লেন?"

"বল্‌লেন, 'তোর কি পরকালেরও ভয় নেই ছাই?'"

"তুমি কি বল্‌লে?"

"বল্‌লুম 'আছে বলেই ত গয়লা-মাসীর হাতের রান্না সাত-তাড়াতাড়ি খেতে গেলুম'।"

"ইস, অত সাহসে আর কাজ নেই।"—বলিয়া নন্দরাণী আপনার কাজে চলিয়া গেল।

নলিনী গতবৎসর বি-এ পাশ দিয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। তার ইচ্ছা ছিল, ওকালতীটা পাশ দেয়; কিন্তু এই সময় হঠাৎ তার মাথার মধ্যে পল্লীসংস্কারের খেয়ালটা এমনি ভয়ানকভাবে ঢুকিয়া যায় যে, তিন বৎসর ধরিয়া আইন পড়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাদেশের শিরায় শিরায় তখন স্বদেশী আন্দোলনের গরম রক্তটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং নলিনীর মাথার মধ্যে তারি ঝাঁঝটা রীতিমতভাবে কাজ করিতেছিল।

গ্রাম হইতে মাইলটাক্ দূরে নমঃশূদ্রদের লম্বা বস্তি। দেখিতে দেখিতে তাহারাও মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—কেন আমরা এমন ভাবে সমাজের অবজ্ঞা আর ঘৃণা কুড়াইয়া পশুর মত জীবন কাটাইতে থাকিব—আমরাও মানুষ, তোমরাও মানুষ। ব্রাহ্মণেরা হাঁই হাঁই করিয়া গিয়া পড়িল, "অমন কথা মুখে আন্‌লেও পাপ হয়।" তারা বলিল, "তবে কাজে দেখাতে চেষ্টা করব।"

ব্রাহ্মণেরা এবার সত্যই ভয় পাইল। আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ প্রহারকে, কেননা নমঃশূদ্ররা সংখ্যায় এবং দৈহিক-বলে তাদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী, এবং সবচেয়ে ভয়ের কথা—তারা ব্রহ্মতেজকে ভয় করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

এই পতিত অস্পৃশ্য জাতিটার সহিত নলিনীকান্তের পূর্ব্ব হইতেই একটু দহরম-মহরম ছিল। এই সেদিন ইহাদের পল্লীতে যখন হঠাৎ ভয়ানক রকম মহামারী এবং বিসূচিকা দেখা দেয়, সে সময় সে ইহাদের জন্য অনেক করিয়াছিল, যথা, জল ফুটাইয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা,

বিনামূল্যে ক্লোরোডাইন বিতরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া ইহাদের জন্য সে একটা ছোটখাট স্কুল খুলিয়া দিবারও চেষ্টা করিয়াছিল; অবশ্য এখন পর্য্যন্ত সেটা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আজ তাহারা যখন সমাজের কঠোর শাসন পায়ে দলিয়া একজোট্‌ হইয়া মারমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন পাড়াসুদ্ধ লোক একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ইহার মধ্যে নলিনীর নিশ্চয়ই হাত আছে এবং তাহারই কুপরামর্শে এই পরম নিরীহ জাতটা হঠাৎ এমন ভাবে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু ইহার জন্য সে খুব বেশী দায়ী ছিল না।

নমঃশূদ্রদের সর্দ্দার নিধিরামকে গিয়া নলিনী বলিল, "তোদের ব্যাপারখানা কি বল্‌ ত রে?"

সে হাত জোড় করিয়া বলিল, "আপনিও ও-কথা যদি বলেন, তাহলে আমরা দাঁড়াই কোথায় বলুন দাদাঠাকুর!"

একটু হাসিয়া নলিনী বলিল, "তোদের হঠাৎ এমন মাথা গরম হয়ে উঠ্‌লো কেন বল্‌ দেখি?"

সে বলিল, "হবে না দাদাঠাকুর! একটু ভেবে দেখেন খ। ব্রাহ্মণেরা না হয় দেবতার জাত—তাঁরা মাথায় রইলেন, কিন্তু ধোপা নাপ্‌তে এরাও কি দেব্‌তা? তারা আমাদের কাপড় কাচ্‌বে না, বল্‌বে, 'ওরা ছোট-লোক'; নাপিতরা আমাদের খেউরি কর্‌বে না, বল্‌বে, 'ওদের ছুঁলে

নাইতে হয়' ; তবে আমরা যাই কম্‌নে বলেন ত! বলেন আমাদের অন্যায়টা কি হয়েছে ?"

মৃদুভাবে তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া নলিনী বলিল, "তা ত বুঝ্‌লুম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—"

আজন্মকাল থেকেই ত এই ভাবে চলে আস্‌ছে, এ ত আর কিছু নূতন নয়—তবে হঠাৎ এমন কি হোলো যে,—জিব কাটিয়া, ঘাড় নাড়িয়া এবং অন্য নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া সে বলিল, "আপনার মুখে ওকথা সাজে কি দেবতা ? আপনিই না দুদিন আগে আমাদের কাছে লেক্‌চার দিয়ে গেছেন, "তোরা জেগে ওঠ্‌, ঘুমিয়ে থাকিস্‌ নে—মানুষ হ' !"

নলিনী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিধিরাম বকিয়া যাইতে লাগিল, "সেদিন গদাধরের ছোট ছেলেটা রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে না-দেখে শিরোমণি-ঠাকুরকে ছুঁয়ে ফেলেছিল, শিরোমণি-ঠাকুর তাকে হাতের লাঠির বাড়ি কি মারটাই না মার্‌লে ! আর এদিকে ঐ শিরোমণি-ঠাকুরই একদিন সন্ধ্যের সময় পুকুরঘাটে বনমালীর বড় মেয়েটাকে একলা পেয়ে অপমান কর্‌তে গিয়েছিল—ভাগ্যিস্‌ আমরা গিয়ে পড়েছিলুম, তা না হলে কি হোতো বলেন ত ? কেন, বনমালীর মেয়েও ত আমাদেরই জাত,—তাকে ছুঁলে জাত

যায় না?—চুপ করে থাক্‌বেন না দেব্‌তা—বলেন, হক্‌ বল্‌ছি, কি মিছে বল্‌ছি।"

নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নলিনী বলিল, "এক-শবার হক্‌ বল্‌ছিস্‌ নিধে।—তোরা শুনিস্‌ নে ওদের কথা—তোরা চেষ্টা কর্‌ মানুষ হতে।"

নিধিরাম তখন জোড়-হস্ত হইয়া বলিল, "আপনাকে কিন্তু একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে দেব্‌তা—আমরা ত লেখা-পড়া জানি না—"

বাধা দিয়া নলিনী বলিল, "সেজন্যে কিচ্ছু ভাবিস্‌ নে তোরা—মাথার ওপর—ওপরওয়ালা আছেন।"

রেভারেণ্ড হোয়াইট্ আসিয়া খুব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আজ কয়দিন হইতে নমঃশূদ্রেরা দলে দলে আসিয়া খ্রীষ্টান্ হইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ;— অধিকাংশই অবশ্য চাকুরি এবং পয়সার লোভে। সাময়িক উত্তেজনাও কতকটা কাজ করিয়াছিল।

রেভারেণ্ড হোয়াইটের প্রথম দিনের বক্তৃতাতেই প্রায় ২০ ঘর খ্রীষ্টান্ হইয়া যায় এবং ১৬ ঘর ভাবিয়া পরে বলিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। সেদিনকার বক্তৃতায় হোয়াইট্ সাহেব তাঁর অপূর্ব্ব বাংলাভাষায় যাহা বুঝাইয়া বলেন, তার সারমর্ম্মটা হচ্ছে এই যে, তাহারা যদি খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করে—তাহা হইলে তাহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য তিনি দায়ী—এবং তাহারা যাহাতে ভবিষ্যতে উচ্চ উচ্চ রাজপদ পাইতে পারে, তাহার জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন, হিন্দুসমাজের মত করিয়া তাহাদের দূরে ঠেলিয়া দিবেন না। তাহারা নির্ব্বিশেষে উচ্চ-পদস্থ বিলাতী সাহেবদের সহিত মিশিতে পারিবে এবং তাহাদের জন্য স্বাধীনতার সমস্ত দ্বারই মুক্ত থাকিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আপনার পাঠাগারে বসিয়া নলিনী খবর পাইল, প্রায় ৩০ ঘর নমঃশূদ্র এক কথায় খ্রীষ্টান্ হইয়া গিয়াছে।

ঠাকুর-ঘরে বসিয়া নন্দরাণী পঞ্চপ্রদীপ সাজাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে নলিনী ডাকিল, "ছোট-মা।"

"কেন নলিন্!"

"শুনেছ, আজ ক'ঘর নমঃশূদ্র খ্রীষ্টান্ হয়ে গেছে?"

"কৈ, না!"

"প্রায় ৩০ ঘর!—এর জন্যে কে দায়ী বল ত ছোট মা!"

"দায়ী?—দায়ী তারাই।—কে তাদের মাথার দিব্যি দিয়েছিল খ্রীষ্টান্ হতে?"

"দায়ী তারা?—আমরা তাদের ওপর অত্যাচার কর্‌ব, তাদের ছায়া মাড়ালে ঘেন্নায় মরে যাব, তাদের ছুঁয়ে ফেল্‌লে সাতবার করে চান করে আস্‌ব, তারা তবুও আমাদের পায়ের তলায় পড়ে পড়ে আমাদের এই অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য কর্‌তে থাক্‌বে?"

একটু হাসিয়া নন্দরাণী বলিল, "তা আমার ওপর রাগ কর্‌লে কি হবে নলিন্! আমি ত আর বিধান দিইনি।"

স্বরটাকে একটু নরম করিয়া লইয়া নলিনী বলিল, "তোমাকে বল্‌ছি না ছোট মা, আমি বল্‌ছি আমাদের

নিজেদেরকেই; তোমাদের কোন কথা বল্‌বার মুখ আমাদের আছে কৈ যে বল্‌ব? বরং তোমাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কথা অনেক অভিযোগ শোন্‌বার আছে এবং তোমরা যে বল না, এইটেই আমাদের সবচেয়ে আক্ষেপের কথা।"

কথাটাকে মাঝখানে হঠাৎ চাপা দিয়া নন্দরাণী বলিয়া উঠিল, "হচ্ছিল ওদের কথা, ওদের কথাই হোক্ না নলিন্।"

নন্দরাণী নলিনীর সকল কথারই সমর্থন করিত। সে খুব বেশী বুঝুক্ না বুঝুক্, এটা সে বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিল যে, প্রত্যেক মানুষ ভগবানের সন্তান এবং তাদের মধ্যে উচ্চনীচের বিচার করাটা মানুষের পক্ষে আদপেই ভাল কাজ নয়। এ শিক্ষা সে তার বাপের কাছ হইতে পাইয়াছিল। তার বাপ কলিকাতায় কোন ইংরেজি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং পড়াশুনা ছিল তাঁর খুব বেশী। তিনি ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ভার মাইনে-করা মাষ্টারের হাতে না দিয়া নিজেই লইয়াছিলেন এবং ছেলে-মেয়েদের যতদূর সম্ভব লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; কাজেই নলিনীর এই-সকল বড় বড় কথা সে অতি সহজেই বুঝিতে পারিত। কেবল, স্ত্রীলোকদের উপর সমাজ যে আদপেই ন্যায়-বিচার করিতেছে না, একথাটা সে বুঝিত না নয়— প্রাণপণে বুঝিতে চাহিত না। কেবল এই একটি-মাত্র

জায়গায় আসিয়া সে হঠাৎ ফাঁকি দিয়া পাশ কাটাইয়া পলাইতে চাহিত। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। যে সময় বৃদ্ধ ভবতোষের সহিত তাহার বিবাহ হয়, তখন তার পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এটা সে খুব জানিত যে, তার পিতা জীবিত থাকিলে এ বিবাহে কখনই মত দিতেন না, কেননা, তার নিজেরই এ বিবাহে একটুও মত ছিল না। কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর মামারা হইয়াছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা এবং তার বিবাহের সমস্ত বরাত পড়িয়াছিল তাঁহাদেরই হাতে। এই ভাবে তার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত সে নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই,—ক্রমাগতই মনে হইত, এ বিবাহ বিবাহই নয়, এ কেবল মন্ত্র-উচ্চারণের একটা ভেল্কীবাজী মাত্র। তার পর কিরূপে কে জানে হঠাৎ একদিন সে নিজেকে এমনি ভয়ানক ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বদ্‌লাইয়া ফেলিল যে, নিজের দিকে চাহিয়া সে নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। পিতার সমস্ত শিক্ষা সে দুনিয়ার আর-সমস্ত বস্তুতেই সমানভাবে চালাইয়া আসিতে লাগিল, অচল করিয়া ফেলিল কেবল স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে। স্ত্রীলোকদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে, তাহাদেরও যে মানুষ হইবার অধিকার আছে এবং স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন প্রবৃত্তি আছে, এ কথাটা সে খুব ভাল

মতেই জানিত ; কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পর হইতেই এ শিক্ষাটাকে সে প্রাণপণ-বলে দোমড়াইয়া মোচ্‌ড়াইয়া একবারে ভোঁতা করিয়া ফেলিতে লাগিয়া গেল। এ সম্বন্ধে চিন্তা করাই সে বন্ধ করিয়া দিল এবং অন্য কেউ এ সম্বন্ধে কিছু বলিলে শুনিতে চাহিত না,—ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। তার মনে হইত, তার এই অনেক কষ্টে অর্জ্জিত পাতিব্রত্য-টুকু ঐখান দিয়া কবে একদিন রাতারাতি তাকে জানিতে না দিয়া হঠাৎ এক সময় পলাইয়া যাইবে—তাকে ধরিয়া রাখা তার দায় হইয়া উঠিবে। ইহাতে করিয়া ফল হইয়াছিল এই যে, যে সমাজকে সে এতদিন ঘোর অত্যাচারী এবং স্বার্থপর বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করিত, তাহাকে আজ আর সে সাহস করিয়া যখন-তখন অমন ভাবে মনে মনে গাল পাড়িতে পারে না, কেন না তাহা হইলে সে গাল যে সর্ব্বপ্রথমেই তারই গায়ে আসিয়া পড়িবে।

নলিনী বলিল, "ওরা যে এতদিন এমন করে মুখটি টিপে সমস্ত সহ্য করে আস্‌ছে—এই না ওদের বাহাদুরী।"

"তাই বলে খ্রীষ্টান্ হয়ে যেতে হবে?"

"না হয়ে করে কি শুনি! তুমি ত সব খবর রাখ না ছোট-মা; নাপিত ধোপা, কেউ ওদের কাজ কর্‌তে চায় না, বলে ওরা ছোট-জাত। অথচ তাহারাই যখন আবার

খ্রীষ্টান্ হয়ে যায়, তখন সেই-সব নাপিত আর ধোপারাই গিয়ে তাদের কাজ করে দিয়ে আস্‌তে এতটুকুও এদিক ওদিক করে না। বল্‌লে বলে, 'ওরা যে এখন রাজার জাত।' এর মানে কি এই দাঁড়ায় না ছোট মা, যে, নমঃ-শূদ্রের চেয়ে রাজার জাত আমাদের ঢের বেশী আপনার লোক?"

"তা ত হয় নলিন্, কিন্তু খ্রীষ্টান্ না হয়ে—"

বাধা দিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল, "বল্‌ছ, খৃষ্টান্ না হয়ে অন্য কোন উপায় করে না কেন—এই ত?—কি কর্‌বে শুনি?"

"সেটা অবশ্য ভেবে দেখ্‌তে হয়

"ঢের ভেবে দেখেছি ছোট মা, এক উপায়, ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ওদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা—তাছাড়া উপায় নেই, কিন্তু সে আমাদের সমাজ কিছুতেই কর্‌বে না। চক্রবর্ত্তী-খুড়াকে সে কথা বল্‌লুম—তিনি বল্‌লেন, 'তাই বলে কি জাতধর্ম্ম সব খোয়াতে যাব?—চুলোয় যাক্ ওরা।'—এর ওপর আর কোন কথা আছে?"

একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া নন্দরাণী বলিল, "অন্যায় বটে।"

"অন্যায় বটে ?—ঘোর অত্যাচার ! তুমি সব বোঝ ছোট-মা—তবু কেন যে অমন কথা বল বুঝ্‌তে পারি না—বল না, অত্যাচার নয় ?"

একটু হাসিয়া নন্দরাণী বলিল, "আমরা মেয়েমানুষ, অতশত বুঝি না বাপু।"

"খুব বোঝ তুমি ছোট-মা ; আমার মনে হয় খুব কম পুরুষ-মানুষই তোমার মতন বোঝে ; তুমি ইচ্ছে করে ফাঁকি দাও।" বলিয়া বিমর্ষভাবে নলিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নন্দরাণী ঠাকুর-ঘরের খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে নিজেকে জোর করিয়া হারাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লগিল।

১২

বৈকালের দিকে মিঃ গুঁইয়ের বাহিরের ঘরে বসিয়া লক্ষ্মী, রেভারেণ্ড হোয়াইট্ এবং ডোরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

"আমার মনে হয় আর কিছুদিন এই ভাবে চল্‌তে পার্‌লে পূ্রোপূ্রি একশ জনকে দীক্ষিত কর্‌তে পার্‌ব—কি বল লুসী ?"—কথাটা শেষ করিয়া রেভারেণ্ড পার্শ্বে উপবিষ্ট লুসীর মুখের দিকে চাহিল।

"তা হতে পারে" বলিয়া লুসী অন্যমনস্কভাবে ইংরেজী মাসিকের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।—তার কথার মধ্যে এতটুকুও উৎসাহ ছিল না।

ডোরা বলিয়া উঠিল—"ভগবান করুন্, একশ কেন এক হাজারও হতে পারে রেভারেণ্ড।"

তার কথায় কান না দিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তোমার শরীরটা কি আজ ভাল নেই লুসী ?—মাথা ধরেছে বুঝি ?"

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তেমন বিশেষ কিছু নয়—রগ্‌টা একটু টিপ্‌টিপ্ কর্‌ছে।"

একটা কৃত্রিম হাসি হাসিয়া ডোরা বলিয়া উঠিল, "এখন আমাদের মধ্যে যে-সব আশা এবং উৎসাহের কথা হচ্ছে, তা শুনে তোমার মাথা-ধরা সেরে যাওয়া উচিত ছিল মিস্ লুসী!"

উত্তরে লক্ষ্মী একটু হাসিল মাত্র—কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

রেভারেণ্ড বলিলেন, "আমার মনে হয় মানসিক পরিশ্রমটা তোমার কিছু বেশী হয় লুসী।"

লক্ষ্মী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ডোরা বলিয়া উঠিল, "আমাকেও ডাক্তারে ঐ কথা বলে রেভারেণ্ড; বাবা সেই-জন্যে আমার পড়াশুনো আজকাল একরকম প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন।"

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডোরার মেজো বোন্ বিলি কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘরে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আজ আমাদের কি সৌভাগ্যের দিন রেভারেণ্ড!—এই মাত্র আরো দশ জন এসে নাম লিখিয়ে গেছে—কাল তারা দীক্ষা নিতে আসবে,—ওঃ আমার যা আনন্দ হচ্ছে!"

"খুব সুখের কথা মিস্ বিলি," বলিয়া রেভারেণ্ড চোখ হইতে চশ্‌মাটা খুলিয়া লইয়া রুমাল দিয়া মুছিতে লাগিলেন।

বিলি আবার বলিতে লাগিল,—"কি বিশ্রী জাত এই
া,—এদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে সভ্যতা, না আছে কিছু—একটা অসভ্য বর্ব্বর জাত বল্‌লেই হয়; আমাদের ধর্ম্মে এলে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কি অন্ধকারেই এতদিন ছিল।—ওঃ, সেই কথা ভেবে আমার আজ যা আনন্দ হচ্ছে মিঃ হোয়াইট্‌!—মনে হচ্ছে আজ এই মুহূর্ত্তে আমার মাথার উপর যদি একটা বাজ এসে পড়ে, তা হলেও বোধ হয় একটু কষ্ট হবে না।"—কথাটা শেষ করিয়া সে সম্মুখস্থ টেবিলটার উপর খুব জোরে একটা কিল মারিল।

তার কথা শেষ হইতে না হইতেই ডোরা দাঁড়াইয়া উঠিয়া অত্যন্ত জোরে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে সুরু করিয়া দিল, "আমার মনে হয়, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতটাকে মানুষ কর্‌তে গিয়ে প্রভু যীশুর মত করে যদি ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয় ত তাতেও রাজি আছি।"

কথাটা ঠিক শেষ হইয়াছে এমন সময় বাহির হইতে একটি বাঙ্গালী যুবক বলিয়া উঠিল, "ঘরে ঢুক্‌তে পারি কি?"—গায়ে তার আধময়লা একটা টুইলের সার্ট—পরণে তথৈবচ একটা মোটা ধুতি।—মুখখানি কিন্তু অতি সুন্দর।

সেদিকে মুখ ফিরাইয়া ডোরা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া হোয়াইট্‌ বলিলেন, "কি বল্‌বার আছে ঘরে এসে বলুন!"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া যুবক বলিল, "আপনার নামই বোধ হয় রেভারেণ্ড হোয়াইট্ !"

"হাঁ, আপনার কি দরকার আমার সঙ্গে ?"

"আমি জান্‌তে এসেছি, আপনারা যে এ-রকম জোর করে সবাইকে ধরে ধরে খ্রীষ্টান্ কর্‌ছেন, এটা কি ভাল কর্‌ছেন ?"

ঘর-সুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "আপনার কাছে সে-জন্যে জবাবদিহী কর্‌তে আমি বাধ্য নই বোধ হয় !"

এতটুকু মাত্র উত্তেজিত না হইয়া অত্যন্ত ধীরভাবে যুবক বলিল, "আমি ত সে ধরণের কোন কথা আপনাকে বলিনি মিঃ হোয়াইট্ ; আমি কেবল জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি মাত্র—উত্তর দেওয়া না-দেওয়া সে আপনার ইচ্ছাধীন !"

রেভারেণ্ড কি বলিতে যাইতেছিলেন,—তাঁর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ডোরা বলিয়া উঠিল, "আমরা একজন অসভ্য দেশী লোকের সঙ্গে কথা কইতে রাজী নই—আপনি সটান্ চলে যেতে পারেন।

কি বলিতে গিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ থামিয়া গেল।

. ডোরাকে থামাইয়া দিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তা যদি বলেন ত আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, জোর করে যে আমরা এদের খ্রীষ্টান্ করছি—একথা আপনি কোত্থেকে শুনলেন ?"

"যারা খ্রীষ্টান্ হয়েছে—তাদেরি মুখে !"

"তাদের মুখে ?—কি রকম ! তারা নিজে হতে যেচে এসে নাম লিখিয়ে গেছে !"

বিলি কি বলিতে যাইতেছিল, তার কথা চাপা দিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "দৈহিক বল প্রয়োগ করলেই কেবল জোর করা হয় না মিঃ হোয়াইট্—তা ছাড়াও অন্য রকমে মানুষে মানুষের উপর জোর খাটাতে পারে !—লোভ দেখিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া—এটা কি কম জবরদস্তি বলতে চান ?"

"না, তা বলছি না আমি, কিন্তু আমরা যে লোভ দেখিয়ে তাদের দলে টেনে আনছি, একথা আপনাকে কে বললে ?"

"লোভ দেখান্নি আপনারা ? আপনারা তাদের বলেননি যে, আপনাদের ধর্ম্মে এলে তাদের ভাল ভাল চাকরি দেবেন,—তারা যাতে সুখে থাকতে পারে তার জন্যে চেষ্টা করবেন ?"

"হাঁ, বলেছিই ত—কিন্তু দোষ কি তাতে ?—আপনাদের সমাজে থেকে যে ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে, তাতে করে ওরা কোনকালেও মাথা-চাড়া দিয়ে যে উঠ্‌বে, সে সম্ভাবনা একটুও নেই।—তাই আমরা—"

বাধা দিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "বেশ ত আপনারা ওদের ওঠান্ না, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সত্যই কি আপনারা সেই-জন্যে ওদের খ্রীষ্টান্ কর্‌ছেন ?—তা যদি হয়, তা হলে আমার একটুও দুঃখ নেই মিঃ হোয়াইট্!—আর তা হলে আমি আস্‌তুমও না আপনার কাছে।"

"তবে কিসের জন্যে মনে হয় !"

"আমার মনে হয় শুধু কেবল নিজেদের বাহাদুরীর সংখ্যা বাড়াবার জন্যে।"

"শুধু এই-জন্যে ?"

"আশ্চর্য্য হবেন না মিঃ হোয়াইট্; পৃথিবীর ইতিহাসে শত শত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের কাহিনী আজও বল্‌ছে যার কারণ্ আর কিছুই না, শুধু কেবল বীরত্বের স্বার্থের সংখ্যা বাড়ানো।"

চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া হোয়াইট্ বলিলেন,—"চুলোয় যাক্ আপনার পৃথিবীর ইতিহাস; আমরা যা কর্‌ছি তার মধ্যে শুধু যে কেবল ঐ ক্ষুদ্র এবং নীচ

স্বার্থটুকুই রয়েছে—এ কথা আপনি জোর করে বল্‌তে পারেন না।"

একটু হাসিয়া যুবক বলিল, "না, তা পারি না বটে—কিন্তু আপনি ত পারেন,—আপনিই বলুন দেখি, তা-ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আপনার আছে কি ?"

টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া হোয়াইট্ বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে—এবং সেইটেই হচ্ছে প্রবল।"

পাশ হইতে বিলি বলিয়া উঠিল, "ওরা তার কি বুঝ্‌বে মিঃ হোয়াইট্ ;—যাদের না আছে সভ্যতা, না আছে—"

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "অসভ্যতা কোরো না বিলি !"

হঠাৎ কি ভাবিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, আজ পর্য্যন্ত যাদের আপনারা খ্রীষ্টান্-ধর্ম্মে দীক্ষিত করে নিয়েছেন, বল্‌তে পারেন, তাদের ক'জনকে আপনারা বড় চাক্‌রি দিয়েছেন—ক'জনের সঙ্গে আপনারা ঠিক সমানভাবে মেশেন—ক'জনের সুখদুঃখের জন্যে আপনারা দায়ী হয়েছেন ?"

"কেন,—সকলের জন্যেই।"

"সকলের জন্যেই !"—কথাটা শেষ করিয়াই যুবক সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে মাপ করবেন মিঃ হোয়াইট্,—মানুষ যে মিথ্যা কথাকেও এত

জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারে, আমি তা কখন স্বপ্নেও ভাবুতে পারিনি;—আমাকে মাপ কর্‌বেন আপনারা,—অনেকক্ষণ কষ্ট দিলুম।”—বলিয়া যুবক সহসা বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।—সকলে স্তম্ভিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবক চলিয়া গেলে পর মিঃ হোয়াইট্‌ ইজি-চেয়ারের উপর গা এলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন—একটি কথাও বলিলেন না।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডোরা প্রথমে কথা কহিল,—“কি অসভ্য লোক!—না জানে মানুষের সঙ্গে কথা কইতে, না জানে কিছু।”

কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না।

এই সময় হঠাৎ ঝড়ের বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ গুঁই বলিয়া উঠিলেন, “কোন বাঙ্গালী কি আপনার সঙ্গে এইমাত্র দেখা কর্‌তে এসেছিল মিঃ হোয়াইট্‌?”

সেইভাবে ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকিয়াই হোয়াইট্‌ বলিলেন, “হাঁ, এসেছিলেন।”

“খুব খানিকটা লম্বাই-চওড়াই করে গেল বুঝি?”

“না, একটুও না।”—বলিয়া হোয়াইট্‌ চুপ করিলেন

“ওকে ঘেঁস্‌তে দেবেন না মিঃ হোয়াইট্‌—ও লোক বড় সুবিধের নয়”

অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ডোরা বলিয়া উঠিল, "আমরাও এতক্ষণ সেই কথাই বল্‌ছিলুম বাবা,—উনি বিশ্বাস কর্‌তে চান না।"

রেভারেণ্ড কোন কথা বলিলেন না,—চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন!

মিঃ গুঁই আবার আরম্ভ করিলেন, "তা ছাড়া ওর দ্বারা আমাদের যথেষ্ট কাজের ব্যাঘাত ঘট্‌তে পারে;—ও হচ্ছে এখানকার জমিদারের ছেলে—ইচ্ছে কর্‌লে চাই-কি দু-পয়সা—"

চেয়ারের উপর খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "জমিদারের ছেলে!—আমি মনে করেছিলুম কোন গরিব লোক হবে।"

"না, আদপেই গরিব লোক নয়—বেশ দস্তুর-মত বড়-লোক,—কিন্তু এমনি অসভ্য যে, একটা ভাল জামাকাপড় পর্‌তেও শেখেনি।"

এ কথার কেহ কোন উত্তর দিল না।

লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া রেভারেণ্ড দেখিলেন—তার মুখখানা একবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

১৩

দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শয়নকক্ষের সমুখের বারান্দায় বসিয়া নন্দরাণী চুল শুখাইতেছিল, এমন সময় ভবতোষ আসিয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "এমন করে কি মানুষে পারে ?"

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নন্দরাণী বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

"হবে আর কি ছাই—আমার মাথা আর মুণ্ডু !"

"কি হয়েছে বল না !"

"নলেটা যত রাজ্যের ছোটলোকের সঙ্গে মিশে একেবারে কেলেঙ্কারী আরম্ভ করেছে—ভদ্রসমাজে আমার মুখ দেখান ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

একটু হাসিয়া নন্দরাণী বলিল, "কেন দোষ কি হয়েছে তাতে ?"

"দোষ হয়নি ?—ব্যাটারা সমাজদ্রোহী—তাদের সঙ্গে কথা কওয়াও পাপ—আর ও কিনা স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে আমাদেরই নিন্দে করে বেড়াচ্ছে।"

"তা করবে না?—দোষ ত তোমাদেরই—ওরা যে সমাজদ্রোহী হয়ে উঠেছে, সে ত তোমাদেরই অত্যাচারে।"

"আমাদের অত্যাচারটা তুমি কোন্‌খানটায় দেখ্‌লে শুনি?"

"অত্যাচার নয়? ধোপা-নাপিতেরা পর্য্যন্ত ওদের কাজ কর্‌তে চায় না, অথচ তারাই যখন খৃষ্টান্‌ হয়ে যাচ্ছে, তখন ধোপা-নাপিতেরা অনায়াসে তাদের বাড়ীতে গিয়ে কাজ করে আস্‌ছে,—একি কম—"

বাধা দিয়া ভবতোষ বলিয়া উঠিল, "সব বুঝ্‌লুম্‌, মেনে নিলুম ধোপা নাপিত ওদের কাজ করে না ব'লে ওদের নিজেদেরই সে কাজগুলো করে নিতে হয় এবং তাতে করে ওদের খাটুনিও কিছু বাড়ে; কিন্তু সামান্য একটু খাটুনী বাঁচাবার জন্যে ধর্ম্মত্যাগ করাটা কি উচিত?"

একটু হাসিয়া নন্দরাণী বলিল, "ভুল বুঝেছ তুমি,—এখানে কি শুধু পরিশ্রমটাই হয়েছে ওদের যত কিছু বিরক্তির মূল?—ঐ পরিশ্রমের আকার ধরে—"

মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া গিয়া নন্দরাণী বলিল, "এই ধরনা কেন, তোমার প্রজাদের কেউ যদি,—কিছু না—শুধু তোমার পিঠে আস্তে আস্তে একটা চড় মেরে যায়—তা হলে তুমি কি কর?"

লাফাইয়া উঠিয়া ভবতোষ বলিল, "তা হলে ব্যাটাকে ধরে সেইখানেই বুকে বাঁশ ডলে ছেড়ে দেবো না! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার গায়ে হাত!"—সে এমনি ভাব-ভঙ্গী করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, যেন সত্যই কেউ তার গায়ে হাত দিয়াছে এবং সত্যই তার বুকে বাঁশ ডলিবার ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে।

অতি কষ্টে হাসি সাম্‌লাইয়া নন্দরাণী বলিল, "কেন, সে বেচারা করেছে কি?—তোমার পিঠে শুধু আস্তে আস্তে একটা চড় মেরেছে বই ত নয়।"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভবতোষ চেঁচাইয়া উঠিল, "কি!—আমার মান তাতে করে কতখানি খাট হয়েছে সেটা ভেবে দেখ দেখি;—গরিবের ঘরের মেয়ে তুমি—মানের কি বুঝ্‌বে?"

প্রাণপণ-শক্তিতে হাসি চাপিয়া নন্দরাণী বলিল, "তা হলে বুঝ্‌লে,—ঐ যে চড় মারা ওটা শুধু চড় মারা নয়—ওর মধ্যে রয়েছে আর-একটা জিনিষ—সেটা হচ্ছে আত্মসম্মান—সেখানে ঘা পড়্‌লে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে।"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ভবতোষ বলিয়া উঠিল, "বাজে বোকো না তুমি,—ওদের আবার মান অপমান?"

"ওদের মান নেই?"

"না, ওদের মান নেই,—যা জান না, তা নিয়ে তর্ক করতে এসো না, কখন বেদান্ত-দর্শনের নাম শুনেছ?"

স্বামীর মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, "শুনেছি।"

হাত মুখ নাড়িয়া ভবতোষ বলিল, "সেই বেদান্ত-দর্শনে কি লিখ্ছে জান?"

"কি লিখ্ছে শুনি?"

"লিখ্ছে যে, নমঃশূদ্র জাতির মান অপমান বলে কোন পদার্থই নেই—ও জিনিষটা ভগবান্ ওদের মধ্যে একেবারেই দেন নি।"

নন্দরাণীর দম্ ফাটিয়া হাসি আসিতেছিল—অতি কষ্টে নিজেকে সাম্লাইয়া লইয়া সে বলিল, "তা হবে।"

"তা হবে নয়—একবারে ঠিক্ এই কথাই লেখা আছে তাতে; শ্লোকটা আমার ঠিক্ মনে পড়্ছে না এখন, ঐ যে কি বলে—"

ভবতোষ চলিয়া গেলে পর নন্দরাণী নিজের কক্ষে আসিয়া পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল। নিজের উপর তার ভয়ানক রাগ হইতেছিল। কেন সে সচরাচর মেয়েদের মত শুধু কেবল রাঁধাবাড়ার ছোট্ট শিক্ষাটুকুর মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া রাখে নাই; মার কথা না শুনিয়া কেন সে তার পিতার

কথামত কাজ করিতে গেল ;—কেন সে তার মার কথা ঠেলিয়া, যার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন সম্পর্ক নাই এমন সব বই পড়িতে গেল ? আজ এই যে স্বামীর মূর্খতা দেখিয়া অশ্রদ্ধায় তার বুকটা ভরিয়া উঠিল, এর জন্য দায়ী কে ? না, না, সে আর কখন উঁচু চিন্তা করিবে না,—ছেলেবেলাকার সমস্ত শিক্ষা সে ভুলিয়া যাইবে ;—সে জ্ঞানী হইতে চায় না—সে তার মার মত সতী হইতে চায়।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নলিনী আসিয়া বলিল, "তুমি এখনও শুয়ে আছ যে ছোট-মা ?"

বালিস হইতে মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, "এম্নি।"

ঘরের মধ্যে পাচারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নলিনী বলিল, "আমাদের সমাজটা এমনি বিশ্রী হয়ে গেছে যে—"

কথাটাকে সমাপ্ত হইতে না দিয়াই নন্দরাণী বলিয়া উঠিল, "তা আমি কি করব শুনে !—আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতন থাক্‌ব—ও-সব বড় বড় কথায় আমাদের কাজ কি শুনি !" তার গলার স্বর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

অবাক্ হইয়া নলিনী তার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুপুর-বেলায় নিজের ঘরে বসিয়া লক্ষ্মী কি একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ফেলী বলিল, "সে দিন যে লোকটা এসেছিল না? সেই যে ফর্সা মতন! সে জমিদারের ছেলে নয় লক্ষ্মী-দিদি, সে পাঠশালার গুরুমশায়।"

পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মী বলিল, "দুর্ পাগ্‌লী!"

"মাইরি বল্‌ছি লক্ষ্মী-দিদি,—আমি নিজের চক্ষে দেখেছি —বড় রাস্তার মোড়ে একটা পাঠশালা আছে না?—তারি মধ্যে বসে বসে সে গুরুমশাইগিরি কর্‌ছে।"

"বলিস্ কি রে!"

"হাঁ লক্ষ্মী-দিদি;—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম, ডেকে জিজ্ঞেসা কর্‌লে, 'তুমি বুঝি হোয়াইট্ সায়েবদের সঙ্গে এসেছ?'—আমি বল্লুম, 'হুঁ।'"

"তা শুনে তিনি কি বল্লেন?"

"বল্লে, 'দেশের জন্যে তোমার মন কেমন করে না?'"

"তুই কি বল্লি?"

"বল্লুম, 'খুব করে।'"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া লক্ষ্মী বলিল, "বল্‌লিনি কেন, মন কেমন কর্‌লেই বা কর্‌ব কি, তারা ত আর আমাদের জাতে ফিরিয়ে নেবে না—কাছে গেলে দূর দূর্ করে তাড়িয়ে দেবে।"

অত্যন্ত করুণকণ্ঠে ফেলী বলিল, "তারা সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেবে না কি লক্ষ্মী-দিদি?"

"দেবে না?—নিশ্চয়ই দেবে!—সাধে ওদের দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না ফেলী!"

ইহার কিছুদিন পর, একদিন বিকালের দিকে ফেলীকে লইয়া লক্ষ্মী গ্রামের পাশ দিয়া যে ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছে, তাহারই তীরে গিয়া বসিয়া ছিল।

ফেলী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মেয়ে নয়—সে অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—লক্ষ্মী মাঝে মাঝে কেবল হুঁ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া ফেলী বলিয়া উঠিল; "আমাদের দেশে ঠিক্ এমনি নদী আছে লক্ষ্মী-দিদি, তার নাম ঝুড়ো-নদী।"

লক্ষ্মী বলিল, "হুঁ।"

ফেলী আবার বকিতে সুরু করিল, "ওঃ, তাতে যা মাছ লক্ষ্মী-দিদি! নাইতে গিয়ে আমরা গামছা দিয়ে কত ধর্‌তুম,—

কেউ দু'গণ্ডা, কেউ তিন গণ্ডা—ছোট ছোট পুঁটিমাছ—তা বলে কি আর রুই-কাত্‌লা।"

লক্ষ্মী সায় দিল, "হুঁ।"

"তুমি সাঁতার দিতে পার লক্ষ্মী-দিদি?"

লক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না।

তাকে একটা ঠেলা দিয়া ফেলী বলিয়া উঠিল, "বল না।"

কি বল্‌ছিস্‌ তুই?"

"বল্‌ছি, তুমি সাঁতার জান?"

"না।"

"আমি খুব সাঁতার জানি লক্ষ্মী-দিদি;—আমাদের বাড়ীর কাছে সেওড়া-দীঘি বলে একটা ভারী দীঘি আছে, আমি মাঝখান-বরাবর যেতে পারি—তাতে একবার একটা কুমীর এসেছিল লক্ষ্মী-দিদি;—তুমি শুন্‌ছ না বুঝি?"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "খুব শুন্‌ছি—তুই বল্‌ না।"

"সেই কুমীরটা ছিদামের ছোট ভাই বলাইকে জলের ভিতর টেনে নিয়ে গেছ্‌লো—সে মরে গেল লক্ষ্মী-দিদি!"

এই অবধি বলিয়াই ফেলী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,

"ও দিকে চেয়ে দেখ লক্ষ্মী-দিদি, পাঠশালার সেই গুরুমশাইটা পান্‌সী বেয়ে আস্‌ছে।"

হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী দেখিল, সত্যই তীর হইতে বিশ হাতটাক্ দূরে একটা পান্‌সী ভাসিয়া আসিতেছে এবং তাহারই উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সেদিনকার সেই অপরিচিত যুবকটি; অস্ত-রবির শেষ রশ্মিটুকু তার মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়া তার সেই সুন্দর মুখখানিকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

তাহারা যেখানে বসিয়া ছিল, ঠিক্ তাহারই পাশে আসিয়া পান্‌সী ভিড়িল।

পান্‌সী হইতে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়াই ফেলীকে দেখিয়া যুবক একটু হাসিল; তার পর লক্ষ্মীর দিকে চোখ পড়িতেই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনাকে সেদিন হোয়াইট্ সাহেবের ঘরে দেখ্‌লুম না?"

প্রতিনমস্কার করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "হাঁ, আমি তাঁর সঙ্গেই মান্দ্রাজ থেকে এসেছি।" একটু হাসিয়া যুবক বলিল, সেদিন আমার ব্যবহারে আপনারা বোধ হয় ক্ষুন্ন হয়েছেন—হঠাৎ রাগারাগি করে চলে আসাটা বোধ হয় ভাল হয়নি।"

শশব্যস্তে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আপনি তা হলে আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছেন দেখ্‌ছি। আমরা একটুও ক্ষুণ্ণ হইনি—বরং আপনার সত্যপ্রিয়তার জন্যে মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করেছি।"

একটু ভাবিয়া যুবক বলিল, "সত্যপ্রিয়তা খুব ভাল জিনিষ সন্দেহ নেই; কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় এমনি কর্কশ হয়ে পড়ে যে, সেটা শ্রোতার মধ্যে সত্যপ্রিয়তার জন্যে ভালবাসা জন্মাতে ত পারেই না, উপরন্তু তার মনের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে দেয়। এই জন্যে মানুষকে কোন কারণেই কর্কশ হতে নেই। যে কর্কশ, তার দ্বারা জগতের কোন কাজই হয় না—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল, "কিন্তু আপনি ত সেদিন বিশেষ কর্কশ হননি।"

"না হলেই অবশ্য ভাল।"—তার পর হঠাৎ কথাটাকে ঘুরাইয়া লইয়া সে বলিল, "এ-জায়গাটা আপনাদের লাগ্‌ছে কেমন?"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার ত খুব ভালই লাগ্‌ছে, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক সহরে আটক থেকে হাঁফিয়ে উঠেছিলুম—এখানে এসে তবু যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।"

"আপনার তা হলে সহরের চেয়ে পল্লীগ্রামই ভাল লাগে দেখ্‌ছি; অনেকে কিন্তু আছেন যাঁরা সহর ছাড়া একদণ্ডও টিক্‌তে পারেন না।"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ; তিনি আমাকে তাঁদের দলে ফেলেন নি।"

"ঠিক্ বলেছেন আপনি।—" কথাটা শেষ করিয়াই হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়া যুবক বলিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসী হলুম—আজ একটু কাজ আছে—বেশীক্ষণ আলাপ কর্‌তে পার্‌লুম না, কিছু মনে কর্‌বেন না—আর একদিন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব এখন।"

কথাটা শেষ করিয়াই যুবক হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

যুবক চলিয়া গেলে পর লক্ষ্মী আবার নদীর তীরে আসিয়া বসিল—তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে এবং পরপারের গাছপালা সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে।

লক্ষ্মীর মনের মধ্যে তখন একটা কথা ক্রমাগতই ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতেছিল,—এই অপরিচিত যুবকটি, ডোরা এবং বিলির দলে তাকে মনে মনে ফেলিয়া দেয় নাই ত? সেদিন এই অসভ্য মেয়ে দুটো যে অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল তাহারই কষ্টিপাথরে তার ভদ্রতা এবং শিক্ষাকে যাচাই করিয়া এই

যুবকটি তার সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ধারণায় উপনীত হয় নাই ত?—লক্ষ্মীর ভয়ানক আপ্‌শোষ হইতে লাগিল, কেন সে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল না যে, সে ওদের মনে মনে ঘৃণা করে এবং ওদের শিক্ষা ভদ্রতা হইতে তার শিক্ষা এবং ভদ্রতা অনেক উচ্চাঙ্গের।

হঠাৎ তাকে একটা ঠেলা মারিয়া ফেলী বলিয়া উঠিল, "বাড়ী যাবে না লক্ষ্মী-দিদি?"

ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী বলিল, "যাবো বৈ কি!"

পথে চলিতে চলিতে ফেলী বলিল, "গুরুমশাইটি বেশ লোক, নয় লক্ষ্মী-দিদি?—কেমন সোন্দর দেখ্‌তে—তোমার চেয়েও ফর্‌সা।"

লক্ষ্মী কেবল বলিল, "হুঁ।"

১৫

বেলা প্রায় ১২টার সময় ভবতোষ আহারে বসিয়াছিল এবং সমুখে বসিয়া নন্দরাণী দেখাশুনা করিতেছিল।

দুধের বাটিটার মধ্যে একমুঠা ভাত ফেলিয়া দিয়া ভবতোষ বলিল, "যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার ত মনে হয় নলেটাকে কোন্ দিন সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

শশব্যস্তে নন্দরাণী বলিয়া উঠিল, "কেন, কেউ কিছু বল্ছে নাকি ?"

"বল্ছে বৈকি! সেদিন স্মৃতিরত্ন বল্ছিল, ও নাকি নিধের ছোঁয়া জল খেয়েছে—"

বাধা দিয়া নন্দরাণী বলিল, "জল খেয়েছে বই ত নয়।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভবতোষ বলিল, "ওদের ছায়া মাড়ান পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ—সে খবর রাখ ?"

নিজেকে সাম্লাইয়া লইয়া নন্দরাণী বলিল, "তা বটে।"

গলাকে যথাসম্ভব খাদে নামাইয়া লইয়া ভবতোষ বলিল, "সব জিনিষ একটু তলিয়ে বুঝ্তে হয় রাণী—যা মুখে আসে বল্লেই ত আর চলে না।"

নন্দরাণী কোন কথা বলিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে প্রাণপণ-শক্তিতে চেষ্টা করিতেছিল, মুখে ত স্বামীর কোন কথায় প্রতিবাদ করিবেই না—এমন কি, মনে-মনেও না।

নন্দরাণীর এই একটা মস্ত ভয় ছিল, বৃদ্ধ বলিয়া সে তার স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেছে না ত? স্বামী যদি তার যুবক হইত, রূপ যৌবন যদি তাঁর অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে অনায়াসে কথায় কথায় সে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত; কেন না, সেখানে আর অন্য কোন গলদ থাকিত না। কিন্তু ভবতোষের বিরুদ্ধে সে কিছু বলিলেই পরমুহূর্ত্তেই তার মনের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিত,—"এ শুধু কথার প্রতিবাদ নয়; ইহার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে বার্দ্ধক্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং নিজের অসম্পূর্ণ এবং অতৃপ্ত যৌবনের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি অযথা কটাক্ষপাত।" সে যখন স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত, তা সে মুখেই হোক্ আর মনে-মনেই হোক্, তার মধ্যে যে সুরটি বাজিতে থাকিত, সে ত অবিমিশ্র নয়, তার মধ্যে মিশ্র হইয়া রহিয়াছে যে, আরো অনেক সুর, যা সে আদবেই চায় না। তাই সে স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা মুখেও বলিতে চাহিত না, মনেমনেও না।

স্বামী খাইয়া উঠিয়া গেলে পর নন্দরাণী সেই পাতেই বসিয়া গেল এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আহার শেষ করিয়া নিজের ঘরে পালঙ্কের উপর গিয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, "না না, এতদিনকার সমস্ত শিক্ষা সে ভুলিয়া যাইবে—এবার নূতন করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার পালা। সংস্কার সংস্কার বলিয়া সে আর যখন-তখন চেঁচাইয়া মরিবে না। সংস্কারই ত সব; ঐখানেই ত জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য, যত কিছু রস, যত কিছু কাব্য। যুক্তি-তর্ক বলিবে, যে স্বামীকে আমি নিজে হতে চাহি নাই, মন্ত্র এবং সমাজ কেমন করিয়া তাকে আমার মধ্যে আনিয়া দিবে? কিন্তু ও ত নিছক্ তর্কের কথা;—ও ছাড়া আর-একটা জিনিষও মানুষের মধ্যে আছে যেটা তর্কের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ—সেটা হচ্ছে কাব্য। এই কাব্যই ত মানুষকে ক্রমাগত সাবধান করিয়া দিতেছে—তারা যেন শুধু কেবল শুষ্ক যুক্তি-তর্কের মধ্যে সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া না মরে। সংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হওয়াই যদি সব-চেয়ে বড় শিক্ষা হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা ত পশুদের মধ্যে স্বভাবতই রহিয়া গিয়াছে। এই যে স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারিতেছে না, ইহার মধ্যে রহিয়াছে কেবল কাব্যের অভাব। তা না হইলে বিবাহ নিজেই ত একটা

কুসংস্কার। কেন মানুষ একজনকে লইয়াই সুখে থাকিবে;—আজ তার একজনকে ভাল লাগিতেছে, কাল আর-একজনকে ভাল লাগিয়া যাইতে পারে ত!—তবু যে মানুষ একজনকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, ইহাই ত কাব্য; ঐখানেই ত মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষ যতই সভ্য হইয়া উঠিতেছে, তাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা ততই কমিয়া আসিতেছে, এর কারণ আর কিছুই না—কেবল এই যে, মানুষের সভ্যতা যুক্তি-তর্ক অপেক্ষা কাব্যের উপরেই নির্ভর করে বেশী। এই যে তার বৃদ্ধ স্বামী, এঁকে সে তর্ক কিম্বা যুক্তি দিয়া হয় ত কোন কালেও পাইবে না, কিন্তু কাব্যের ভিতর দিয়া এখনই সে তার স্বামীকে পাইতে পারে। ভগবান্‌কেও ত মানুষ ঠিক্ এই ভাবেই পাইয়াছে। তারা যদি শুধু কেবল যুক্তি-তর্ক খাটাইয়া তাঁকে পাইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে কোন কালেও হয়ত পাওয়া যাইত না; কিন্তু কাব্য আসিয়া হাসিয়া বলিল, "এই ত তিনি!"—না, না, সে আর কখন যুক্তি-তর্ক খাটাইবে না। যুক্তি-তর্ক কিছুই নয়—একবারে ভুয়ো।

বাহিরের ঘরে বসিয়া নলিনী কি একখানা বই পড়িতেছিল, নন্দরাণী হঠাৎ গিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ নলিন, আমার মনে হয় যুক্তি-তর্কটা কিছুই নয়, আসল জিনিষ হচ্ছে বিশ্বাস।"

একটু হাসিয়া নলিনী বলিল, "কিন্তু বিশ্বাসটা যে তর্কের চেয়ে বড় জিনিষ এ কথাও যে মানুষ যুক্তি-তর্ক করে তবে বলে ছোট-মা!"

নন্দরাণী হতাশ হইয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

বইটাকে মুড়িয়া ফেলিয়া নলিনী বলিল, "আসল কথা বিশ্বাস এবং তর্ক, এ দুটো বড় বেশী পৃথক্ জিনিষ নয়, ছোট-মা। যুক্তি না করে মানুষ এক কণাও বিশ্বাস করতে পারে না, আবার কিছু না কিছু বিশ্বাস না করে মানুষ একটুও যুক্তি করতে পারে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নন্দরাণী হঠাৎ এক সময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নলিনী ডাকিল, "ছোট-মা!"

কোন উত্তর আসিল না।

১৪

আজ বিকালে লক্ষ্মী বেড়াইতে বাহির হয় নাই,—নিজের ঘরের জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শরীরটা তার তত ভাল ছিল না; আগের দিন রাত্রে অল্প অল্প জ্বর হইয়াছিল; এখন আর জ্বর নাই বটে, তবে শরীরটা বড় দুর্ব্বল।

জানালার সমুখেই গির্জ্জার প্রকাণ্ড উদ্যান, তাহাতে বড় বড় দেবদারু এবং শিশুগাছ সারিবন্দিভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের আড়াল দিয়া অদূর গ্রামের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কুটীরগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। জানালার ধারে বসিয়া লক্ষ্মী ভাবিতেছিল, রেভারেণ্ড তাহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন তা খুব ঠিক। এই বাংলা দেশটার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমনই একটা মাদকতা আছে, যা মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এর বাহিরটা যেন বিশ্ব-দুনিয়াকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আয় আয়"। কিন্তু এর ভিতরটা কি ভয়ানক বিশ্রী। সেখানে আহ্বানের বাঁশী ধুলায় পড়িয়া লুটাইতেছে—বাজিতেছে কেবল বিদায়ের

করুণ সুর—কেবল বিদায় আর বিদায়। কিন্তু এই যে সঙ্কীর্ণতা, এই যে কেবলি বিসর্জ্জন আর বিসর্জ্জন, ইহার সুরটি এত করুণ হইয়া তার কানের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া পশিতেছে কেন? এই যে খাপছাড়া কুসংস্কারগুলো, এই যে জাতিভেদের বেসুরা বেতালা চীৎকারগুলো, ইহাদের ভিতর হইতে সে এত করুণ সুর খুঁজিয়া পাইল কোথা হইতে? সে সুর এত করুণ যে, তার কান্না পায়। হিন্দুসমাজের এই-সব সঙ্কীর্ণতা, এই-সব কুসংস্কার লইয়া সে প্রবন্ধের মধ্যে কত ঠাট্টা বিদ্রূপই না করিয়াছে, কিন্তু সেটা কি তার প্রাণের জিনিষ? না, না, তা হইতেই পারে না! সে আজ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এই এত বড় একটা করুণ এবং বিষাদময় ব্যাপার লইয়া সে কি করিয়া এত ছেলেমানুষী করিতে পারিয়াছিল। না, না, এসব হাসি-ঠাট্টার জিনিষ নয়; এর মধ্যে যা আছে, সে কেবলি কান্না আর কান্না। এই যে সেদিন সেই অপরিচিত যুবকটির সঙ্গে নদীতীরে তার দেখা হইল, সে ত ধনীর সন্তান, ইচ্ছা করিলেই সে ত যথেষ্ট বিলাসিতা করিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে তা করে নাই। যে দেশের অন্তঃকরণ শুধুই কেবল কাঁদিতেছে আর কাঁদিতেছে, সে দেশের লোক হাসিবে কিরূপে? তাই যুবকের মুখে

বিষাদের ছায়া, তাই উদাস হাওয়ার মতই তার উত্তরীয় উড়িতেছে। লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, এই অপরিচিত ধনী-সন্তানটির এই যে বৈরাগ্য, এই যে সকল থাকিতেও রিক্ততা, এ কেবল তাদেরই জন্য—সমাজকে ছাড়িয়া যারা চলিয়া গিয়াছে এবং ফিরিবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে অথচ ফিরিতে পারিতেছে না। তাই ত নমঃশূদ্রদের সে মার মত করিয়া আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে, পাছে তারা পালাইয়া যায়।

রেভারেণ্ড বলিতে চান, বাংলা দেশের বাহিরটার সহিত তার ভিতরের একটুও মিল নাই;—আছে বৈকি! তার বাহিরটাও কাঁদিতেছে—তার অন্তরটাও কাঁদিতেছে, সে কান্না অত্যন্ত করুণ!

হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ফেলী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল, "আজ কোথায় গেছ্‌লুম বল দেখি, লক্ষ্মী-দিদি!"

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ্মী বলিল, "কি জানি।"

"তবু বল দেখি।"

"কি করে জান্‌ব বল্!"

"আন্দাজ কর দেখি—কখনই বল্‌তে পার্‌বে না।"

জানালার ধার হইতে উঠিয়া আসিয়া কেরোসিনের ল্যাম্পটা জ্বালিতে জ্বালিতে লক্ষ্মী বলিল, "কোথায় গেছ্‌লি বল্‌ না !"

"পার্‌বে না বল্‌তে ?—হেরে গেছ ?"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আচ্ছা, হেরেই গেছি। কোথায় গেছ্‌লি বল্‌ না।"

একগাল হাসিয়া ফেলী বলিল, "গুরুমশাইদের বাড়ী।" তারপর মুখখানাকে সহসা গম্ভীর করিয়া সে বলিতে লাগিল, "ওঃ, কত বড় দালান লক্ষ্মী-দিদি, তিন-চার মহল বাড়ী।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "তুই একলা গেছ্‌লি নাকি ?"

"একলা যাবো কেন? গুরুমশাই, না না ঐ" হঠাৎ মাঝখানে কথাটাকে চাপা দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "গুরু-মশায়ের আসল নাম নলিনী-বাবু, তা ত জান না লক্ষ্মী-দিদি!"

বাধা দিয়ে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "তার পর কি হোলো বল্‌ না!"

"তার পর আর কি হবে!—নলিনী-বাবু আমাকে তার মার কাছে নিয়ে গেল,—ওঃ, নলিনী-বাবুর মা যা সুন্দরী

লক্ষ্মী-দিদি ;—সে নলিনী-বাবুর আসল মা নয় লক্ষ্মী-দিদি, সৎ-মা।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্মী বলিল, "তিনি তোকে দেখে কি বল্লেন ?"

"বল্লে, এস মা এস।"

"তুই কি কর্‌লি ?"

"আমি গলায় কাপড় দিয়ে পেন্নাম কর্‌লুম।"

"তার পর ?"

হঠাৎ কি ভাবিয়া ফেলী বলিয়া উঠিল, "সেই কথাটা—জিজ্ঞাসা করেছি লক্ষ্মী-দিদি।"

"কোন্ কথাটা রে ?"

"সেই যে আমরা দেশে থেকে গেলে দেশের লোকে আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কি না।"

লক্ষ্মী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি বল্লেন ?"

অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে ফেলী বলিয়া উঠিল, "কিছুই বল্লে না লক্ষ্মী-দিদি—কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।"

"কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো ?"

"হাঁ লক্ষ্মী-দিদি।"

লক্ষ্মী আবার জানালার ধারে গিয়া বসিল। চারিদিকে তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। তার মনে

হইতে লাগিল, ঐ যে নলিনী-বাবুর মার কান্না, ঐখানেই বাংলা দেশের প্রকৃত অন্তঃকরণটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে তাদের জন্য ঘৃণা অবজ্ঞা এতটুকুও সঞ্চিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে আছে কেবল তাদের বুকে করিয়া লইতে না পারার জন্য আকুল মর্ম্মবেদনা। তাই বাংলাদেশ অমন উদাস-নয়নে তার মুখের পানে রাতদিন চাহিয়া থাকে। ভক্তি স্নেহ মমতায় লক্ষ্মীর বুকখানা ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

... মুখখানাকে ভার করিয়া ফেলী বলিল, "আমাদের তাহলে দেশের লোকে ফিরিয়ে নেবে না লক্ষ্মী-দিদি ?"

তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী বলিল, "নেবে বৈকী ফেলী—আমাদের বাংলাদেশ কি এমনিই পাষাণ রে !"

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, গতরাত্রে সে যেন একটা আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখিয়াছিল—এবং তারি ঘোরটা যেন এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কাটে নাই। কাল সন্ধ্যার সময় সে যে-জানালাটার ধারে গিয়া বসিয়াছিল,—সেই দিকে চাহিয়া তার মনে হইতে লাগিল, ঐখানে বসিয়া গতকল্য সে একটা অত্যন্ত অলীক দিবাস্বপ্ন দেখিয়াছিল। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও তার ঘোরটা যেমন বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে, লক্ষ্মীর

বুকের উপর গতকল্যকার করুণ স্বপ্নটার বিষাদময় ভাবটি ঠিক তেমনি করিয়া তখন পর্য্যন্ত চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফেলীকে লইয়া লক্ষ্মী নদীর দিকে যাইতেছিল—পথে হঠাৎ নলিনীর সহিত দেখা।

দূর হইতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল, "ভাল আছেন আপনি ?"

প্রতিনমস্কার করিয়া সে বলিল, "অমনি কেটে যাচ্ছে। আপনার খবর ভাল ?"

"মন্দ কি !" বলিয়া নলিনী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

কি ভাবিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে,—এখন কি আপনার শোন্‌বার সময় হবে ?"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমাকে অত কাজের লোক ঠাওরাবেন না।" বলিয়া নলিনী হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসি শিশুর হাসির মতই সরল এবং সুন্দর !

সে হাসিতে যোগদান না করিয়াই লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আমার প্রথম কথা, আপনি পায়ে জুতো দেন না কেন ?"

একটু হাসিয়া নলিনী বলিল, "দরকার হয় না ব'লে।"

"সকলের দরকার হয়, আর আপনারই বা দরকার হয় না কেন ?"

রাস্তার ধারের বাঁশঝাড় হইতে একটা সরু কঞ্চি ভাঙ্গিয়া লইয়া নলিনী উত্তর দিল, "সকলের দরকার ত আর সমান নয়। আপনার কাছে যেটা দরকারী আমার কাছে সেটা হয়ত কিছুই না—একেবারেই বাজে। আবার আমার কাছে যেটা নেহাতই বাজে, আপনার কাছে হয়ত সেইটেই সবচেয়ে দরকারী।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সেদিন আপনি রেভারেণ্ড হোয়াইটের কাছে অভিযোগ করতে গেছ্লেন, তাঁরা কেন দেশী লোকেদের জোর ক'রে ধ'রে খৃষ্টান্ করেন। আপনি বল্তে চান—তাদের লোভ দেখিয়ে প্রথমটা দলে টেনে আনা হয়, তারপর তাদের দিকে আর কেউ ফিরেও তাকায় না, এই ত?"

"তাই; আপনিই বলুন না, তাই করা হয় কি না।"

"আমার বক্তব্য আমি পরে বল্বো;—এখন আপনার কথাটাই তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নেওয়া গেল।"

"বেশ, এইবার আপনার কি বল্বার আছে বলুন।"

"আমি বল্ছিলুম কি, যাদের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান্ করা হয়, তারা যখন ধর্ম্মত্যাগ ক'রে দেখে যে, যে-সব সুবিধা পাবার জন্যে তারা ধর্ম্মত্যাগ করেছে, তার একটাও পাবার

আশা নেই, তখন তাদের যে আপ্‌শোষ রাখ্‌বার আর জায়গা থাকে না—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনারা যদি সেই সময় গিয়ে তাদের আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে আনেন, তা হলে ত সব গোলমালই চুকে যায়। পরের দোষটা দেখ্‌বার পূর্ব্বে নিজেদের দোষগুলো শুধ্‌রে নিলেই কি ভাল হয় না ?”

“আপনি ঠিক কথাই বলেছেন—এবং সেজন্যে প্রাণপণে চেষ্টাও কর্‌ছি—কিন্তু পেরে উঠ্‌ছি না।”

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “চেষ্টা কর্‌ছেন না কি ?”

“হাঁ, চেষ্টা কর্‌ছি ; কালও নমঃশূদ্রদের একটা সভা ক’রে প্রস্তাব করেছি, যে-সব নমঃশূদ্র ফিরে আস্‌তে চায়—তাদের যেন সমাজে তুলে নেওয়া হয়।”

“তাতে তারা কি বলে ?”

“তারা এখন পর্য্যন্ত কিছু ঠিক ক’রে উঠ্‌তে পারে নি, বলেছে, ভেবে পরে বল্‌বে।” কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “কিন্তু এর জন্যে আপনার এত আগ্রহ কেন বল্‌তে পারেন ?”

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমার নিজের সমাজ নয় বলেই কি তাদের সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ থাক্‌তে নেই ?”



কি ভাবিয়া নলিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মাপ করবেন, আমার কিন্তু মনে হয়, আপনি ঠিক সত্যি কথা বলছেন না।"

অত্যন্ত জোর করিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "হঠাৎ এ-সন্দেহ হবার কারণ?"

একটু ইতস্তত করিয়া নলিনী বলিল, "আমার মনে হয়, ঠিক এই জায়গাটাতেই আপনার ব্যথা।"

লক্ষ্মীর মুখ শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল; সে অতি কষ্টে টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ঠিক বুঝতে পারলুম না আপনার কথা।"

খুব বুঝতে পেরেছেন আপনি!" বলিয়া সে লক্ষ্মীর মুখের পানে আর-একবার চাহিল। সে দৃষ্টি সহ্য করা লক্ষ্মীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল—সে চুপ করিয়া গেল, একটি কথাও বলিল না।

কিছু দূর গিয়া নলিনী বলিল, "আপনি কি আমাদের সমাজে আবার ফিরে আসতে চান?"

তেমনি ভাবেই মাটির দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী উত্তর দিল, "বোধ হয় চাই—কিন্তু সেটা হয়ত দুর্ব্বলতা,—হয়ত না চাওয়াই উচিত, হয়ত—"

বাধা দিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল, "অমন ক'রে সত্যকে যুক্তির জাল দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করবেন না।"

সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "গল্প কর্‌তে কর্‌তে অনেক দূর এসে পড়েছি—বেশী দূর আর যাবো না—আজ এইখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।—নমস্কার নলিনী-বাবু!"

হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া শশব্যস্তে নলিনী বলিয়া উঠিল, "ঠিক বটে, আমারও অত খেয়াল ছিল না।" তার পর কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "কিছুই কিছু না, বুঝ্‌লেন কিনা; আপনারও ভুল হতে পারে—আমারও ভুল হতে পারে।—নমস্কার—নমস্কার।"

রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, কি দুর্ব্বলতাটাই না সে আজ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তার মন হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই যে ফিরিয়া যাইতে হইবে এমন ত আর কোন্ কথা নাই।—লক্ষ্মীর মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল, কেন সে এ কথাটা বুঝাইয়া দিয়া আসিতে পারিল না—কেন সে নীরবে পরাভব স্বীকার করিয়া ফিরিয়া আসিল!

ঠিক সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া নলিনী তার ছোট-মাকে গিয়া বলিল, "দেখ ছোট-মা, মনটা আজ বড় খারাপ হয়ে গেল।"

মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া নন্দরাণী কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেছিল—বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

"একটি খৃষ্টান্-মেয়ের সঙ্গে পথে দেখা হোলো, তার ভারি ইচ্ছে আবার আমাদের সমাজে ফিরে আসে—কিন্তু—"

বাধা দিয়া নন্দরাণী বলিয়া উঠিল, "তবে মর্‌তে সমাজ ছেড়েছিল কেন ?"

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে নলিনী বলিল, "অমন নিষ্ঠুর হোয়ো না, ছোট-মা !"

বইটাকে মুড়িয়া উঠিয়া-বসিয়া নন্দরাণী বলিল, "তা কি কর্‌বো শুনি !"

"করবে না কিছু, তা জানি—তবু তাদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবার অধিকারটুকুও ত ভগবান আমাদের দিয়েছেন,—সে সৌভাগ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে রেখে ফল কি ছোট-মা !"

অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে নন্দরাণী বলিল, "আমাকে আর জ্বালিও না নলিন্ ! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—মেয়েমানুষের মতনই থাক্‌তে দাও ; ওসব বড় বড় কথা শুনিয়ে মাথা খারাপ ক'রে দিও না ।"

কথাটা শেষ করিয়াই হঠাৎ কাজের অছিলা করিয়া নন্দরাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নলিনী নির্জ্জন

কক্ষে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে দুটি নারী, এরা দুজনেই অপূর্ব ; একজন তর্ক-যুক্তির দ্বারা সত্যকে হারাইবার চেষ্টা করিতেছে, কেননা সত্য তার কাছে হাসিমুখে আসে নাই—আসিয়াছে তার রুদ্র-মূর্ত্তি লইয়া। আর-একজন অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা সত্যকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে, কেননা সত্য তার কাছেও হাসি-মুখে আসে নাই,—আসিয়াছে তার রুদ্রমূর্ত্তি লইয়া। কিন্তু এরা জানে না যে, সত্য যখন আসে, তা সে হাসিমুখেই আসুক আর রুদ্রমূর্ত্তি লইয়াই আসুক,—তাকে বরণ করিয়া লওয়াই মঙ্গল,—কেননা, সে যে সত্য—তাকে যে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

দুপুর-বেলায় আরাম-কেদারায় শুইয়া লক্ষ্মী ভাবিতেছিল, নলিনীকান্ত নিশ্চয়ই তাকে অশিক্ষিতা এবং আহাম্মক ভাবিয়াছে। সেদিন কেন সে অমনভাবে নিজেকে ধরা দিয়া ফেলিল? সে যদি শুধু কেবল বলিত, হাঁ, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যাইতে তার ইচ্ছা আছে, অথবা জোর করিয়া বলিত, না উক্ত সমাজে ফিরিয়া যাইতে তার একটুও ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে তার এই দৌর্ব্বল্যটা এমন ভাবে ধরা পড়িয়া যাইত না। কেন সে একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া আবার সেটাকে জোড়াতাড়া দিয়া মেরামত করিয়া লইবার চেষ্টা

করিল; লজ্জায় তার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, একবার যদি সে বাগে পায়, তাহা হইলে এই যুবকটিকে তর্কে হারাইয়া বেশ করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়া লয়। কিন্তু এই যুবকটি এমনি চালাক এবং সতর্ক যে তর্কের দিক দিয়া যখন আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তখন ধাঁ করিয়া তর্ক ছাড়িয়া মানুষের ব্যক্তিগত দোষগুণের কথা পাড়িয়া বসে। প্রথম যেদিন সে রেভারেণ্ড হোয়াইট্‌কে তর্কযুদ্ধে একেবারে কোণঠেসা করিয়া ধরিয়াছিল, সেদিনও তার হস্তে ছিল ঐ একই অস্ত্র।

তর্কযুদ্ধের মাঝখানে হঠাৎ মানুষকে বুকে হাত দিয়া শপথ করিতে বলাটা একেবারেই শিষ্টাচার নয়। কিন্তু এই যুবকটি ঐরূপ অন্যায় যুদ্ধই বরাবর করিয়া আসিতেছে। সেদিন সে যে তাহাকে অমন ভাবে ফস্ করিয়া অপ্রস্তুতে ফেলিয়া দিল, সেও ত ঐ একই অন্যায় অস্ত্র ব্যবহার করিয়া। এতে আর বাহাদুরীর কি আছে? কাল যদি সে কোনও উপায়ে এই যুবকটির সম্বন্ধে কোন একটা দুর্ব্বলতার কথা শুনিতে পায় আর তর্কের মাঝখানে হঠাৎ সেইখানটিকে ঘা দিয়া বসে, তাহা হইলে সেও কি ঠিক তাহারই মত অপ্রস্তুতে পড়িয়া যাইবে না? এ ভাবে সকলেই ত জিতিতে পারে। হঠাৎ কি ভাবিয়া লক্ষ্মী ডাকিয়া উঠিল, "ফেলী!"

ঘরের কোণের বারান্দায় বসিয়া ফেলী একটা কুকুরছানার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছিল—উত্তর দিল "কেন লক্ষ্মী-দিদি !"

"শুনে যা একবার !"

সে আসিতেই লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের সমাজে ফিরিয়ে নেবার কথা তুই বুঝি নলিনী-বাবুর কাছে কোন দিন পেড়েছিলি ?"

অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িয়া ফেলী স্থরু করিল, "হাঁ, পেড়েছিলুম লক্ষ্মী-দিদি ; নলিন-বাবু বল্লে, "তুই অত ভাবিস্‌নে ফেলী, আমি তোদের জন্যে—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "তুই বুঝি আমার নাম করেছিলি ?"

লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে-ভয়ে ফেলী বলিল, "হাঁ, বলেছিলুম।"

"কি বলেছিলি শুনি ?"

"আমি কি নিজে হতে বলেছি ; তিনি যে জিজ্ঞাসা করলেন।"

"কি জিজ্ঞাসা করলেন ?"

অত্যন্ত জড়সড় হইয়া ফেলী বলিল, "জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, কে তোকে ও-কথা বল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে ?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মী বলিল, "তুই বুঝি তাই আমার নাম ক'রে দিলি ?"

"হুঁ।"

লক্ষ্মীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। সে কোন কথা না বলিয়া অস্থিরভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া নলিনীকে বলিয়া আসে, "সমাজ এবং ধর্ম্ম-সংস্কারে না নামিয়া পুলিসের গোয়েন্দাগিরি করিলেন না কেন—তাহা হইলে নাম কিনিতে পারিতেন।" ছিঃ ছিঃ কি নীচতা! লক্ষ্মীর নিজের উপর রাগ হইতে লাগিল ; প্রথম দিন এই যুবক যখন রেভারেণ্ড হোয়াইট্‌কে অযথা আক্রমণ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে এই লোকটির উপর একটুও বিরক্ত হয় নাই। তার এই অন্যায় যুদ্ধটাকে সেদিন সে সত্যপ্রিয়তা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল ;—ওঃ কি ভয়ানক ভাবেই সেদিন সে এই চতুর লোকটির দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিল! আজও সে কথা মনে হইলে লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে থাকে।

সমস্ত দিনের পর রাত্রে শয্যায় শুইয়াও লক্ষ্মী এই অসহ্য চিন্তাটার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিল না। ক্রমা-গতই তার মনে হইতে লাগিল, একদিন না একদিন সে এই যুবকটিকে নিশ্চয়ই জানাইয়া দিবে যে, তার দ্বারা সে

একটুও অভিভূত হয় নাই এবং শিক্ষা ও জ্ঞানে সে তার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। তার মনে হইতে লাগিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নলিনীও তার নিভৃত শয়নকক্ষে শয্যায় শুইয়া শুইয়া নিশ্চয়ই তাহারই কথা ভাবিতেছে এবং মনে মনে তাকে বেচারী বলিয়া দয়া প্রকাশ করিতেছে। হয়ত তার সেই যুবতী বিমাতাটিকে ডাকিয়া তাহারই কথা নানান্ ছাঁদে বলিতেছে। সেই অশিক্ষিতা, সঙ্কীর্ণচিত্ত স্ত্রীলোকটি হয়ত তাহারই সঙ্গে যোগ দিয়া কতই না সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। সে আজ তাহাদের দয়ার পাত্র—আর কিছুর না। কেননা, সে যে বেচারা, সে যে নির্ব্বোধ,—সে যে—দয়াপ্রার্থী। তার মনে হইতে লাগিল, এই যুবকটিকে যেদিন সে দেখাইতে পারিবে যে, সে আদপেই দয়াপ্রার্থী নয়,—সে সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অনেক বড় এবং যে-সকল দেশী খৃষ্টানদের দলে ফেলিয়া তাহাকে সে তাহাদেরই এক-জন ভাবিয়া অনধিকার দয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের সহিত তার তুলনাই হয় না, এই সত্যটা যেদিন সে কোন উপায়ে জানাইয়া দিতে পারিবে, সেই দিন—কেবল সেই দিনই সে সুস্থির হইতে পারিবে—তার পূর্ব্বে নয়।

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী চা খাইতেছিল, এমন সময়

রেভারেণ্ড হোয়াইট্ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন—হাতে তাঁর একখানি ইংরেজী দৈনিক-পত্র।

একটু হাসিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তুমি বোধ হয় নলিনীকান্ত রায়চৌধুরীকে চেন।" রেভারেণ্ডের হাসির মধ্যে বেশ একটু শ্লেষ ছিল।

বিরক্তভাবে লক্ষ্মী বলিল, "হাঁ চিনি, কেন তাতে কি হয়েছে!"

"হয় নি কিছু"—বলিয়া রেভারেণ্ড লাল পেন্সিলের দাগ-কাটা খবরের কাগজের একটা অংশ তার চোখের সমুখে টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিলেন।

অবাক্ হইয়া সেই অংশটার দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে?"

"এই প্রবন্ধটা তাঁরই লেখা কিনা, তাই তোমাকে পড়্‌তে দিলুম; সমস্তটা পড়্‌তে হবে না, কেবল দাগ-দেওয়া অংশটা পড়্‌লেই হবে।"

লক্ষ্মী একনিশ্বাসে পড়িয়া যাইতে লাগিল—"নিজেদের সমাজের দিকে চাহিলে চোখের জল ধরিয়া রাখা দায় হইয়া উঠে। এই সেদিন জনৈক দেশী খৃষ্টান্-মহিলার সহিত আলাপ হইল। ইনি শুধু যে খৃষ্টান্-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নয়, নিজে একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিলেও অত্যুক্তি হয়

না। নাম করিব না ; তাঁর সহিত একদিনের আলাপেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সমাজ যদি তাঁকে ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে এখুনি তিনি ফিরিয়া আসিতে রাজী আছেন,—কিন্তু হায়রে, এমনি আমাদের সমাজ !”

খবরের কাগজটা ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “আমাকে পড়্‌তে দেবার অর্থ ?”

পোড়া সিগারেট্‌টাকে জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, “অর্থ তুমি নিজেই খুঁজে নাও না লুসী !”

লক্ষ্মীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, “খবরের কাগজে মিথ্যে মিথ্যে মানুষকে অপদস্থ কর্‌বার ক্ষমতা শুধু পুরুষদেরই নেই মিঃ হোয়াইট্—মেয়েদেরও আছে। আমিও সহজে ছাড়্‌ছি না।”

একটু হাসিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, “এ যে তোমার অন্যায় কথা লুসী। তুমি বল্‌তে পার, আর তিনি লিখ্‌তে পারেন না। তুমি হয়ত বল্‌বে, আমি বলেছি তাঁর কাছে চুপিচুপি, তিনি সে কথা সংবাদপত্রে ছাপাতে গেলেন কি কর্‌তে। কিন্তু সে কথাও বল্‌বার জো নেই,—তিনি তোমার নাম প্রকাশ করেন নি।”

অত্যন্ত বিরক্তভাবে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আমি তাঁর কানে ধ'রে ওকথা বল্‌তে গেছ্‌লুম, নয় ?" তার গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

একটু থতমত খাইয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "সে অবশ্য আলাদা কথা। তুমি যদি কিছু না ব'লে থাক তাহলে ত কোন কথাই ওঠে না।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়াই লক্ষ্মী ফুলিতে ফুলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুপুর-বেলা তার মা হঠাৎ একমুখ হাসি লইয়া লক্ষ্মীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল, "যা শুন্‌ছি, তা সত্যি নাকি রে লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী কি একখানা বই পড়িতেছিল,—মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কিসের কি শুন্‌ছ ?"

"ঐ যে ওদের ডোরা বল্‌ছিল, এখানের কে একজন জমিদারের ছেলে তোকে নাকি বিয়ে কর্‌বে বলেছে।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে পাগল ক'রে দেবে নাকি মা ?"

অত্যন্ত ত্রস্তভাবে লক্ষ্মীর মা বলিয়া উঠিল, "কেন, কি হয়েছে রে লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী কোন কথা বলিল না—চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী ভাবিতে লাগিল, সে যেরূপে হউক দেখাইবে যে, ঐ সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজটার জন্য সে এতটুকুও লালায়িত নয়,—সে উক্ত সমাজকে মনে মনে যথেষ্ট ঘৃণা করে এবং এই সমাজের প্রত্যেক লোককে সে অপদার্থ বলিয়া জানে।

পরদিন সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, লক্ষ্মী হঠাৎ রেভারেণ্ডের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেখুন, আমার ইচ্ছে, আজকে আপনাদের যে সভা হবে, তাতে আমিও কিছু বলি।"

অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "ঐ নমঃশূদ্রদের মাঝখানে?"

"হাঁ। কেন, তাতে কি হয়েছে?"

"না, হবে না কিছু, তবে কিনা ছোটদের ভিড়ের মাঝখানে তোমার কষ্ট হবে—এইজন্যে বল্ছি।"

"না না, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না রেভারেণ্ড!"

অবাক্ হইয়া রেভারেণ্ড তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া নলিনী নন্দরাণীকে ডাকিয়া বলিল, "সেই যে সেদিন তোমাকে একজন দিশী খৃষ্টান্‌-মেয়ের কথা বলিনি ছোট-মা?—সে আজ এম্‌নি সুন্দর বক্তৃতা দিলে!"

"কি বল্লে?"

"সে যা বল্লে, সবই আমাদের সমাজকে গাল দিয়ে, কিন্তু তার মধ্যে এমনি সব যুক্তি-তর্ক আছে, যা সহজে মানুষের মাথায় আসে না। বলিহারি মাথা ছোট-মা! আমার সঙ্গে তার মতের মিল এক জায়গায়ও নেই, কিন্তু তবু আমার বড় ভাল লাগ্‌লো। সে যা কিছু বল্লে, তার একবিন্দুও তার মনের কথা নয়, কিন্তু নিজের মনকেও যে মানুষ এত সুন্দর ক'রে ঠকাতে পারে, তা আমার ধারণাতেই ছিল না,—ছোট-মা!"

কথাটা নন্দরাণীর আদবেই ভাল লাগিল না। সে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমার ঐ এক কথা নলিন; সে বেচারা হয়ত তার মনের কথাই বলেছে, তোমার মতের সঙ্গে মেলেনি বলেই সেটা আন্তরিক নয়?"

নলিনী বুঝিল, সে না বুঝিয়া হঠাৎ নন্দরাণীর ব্যথার জায়গাটিতে ঘা দিয়া ফেলিয়াছে। নন্দরাণীও যে ঐ খৃষ্টানী মেয়েটির মত করিয়াই আজ পর্য্যন্ত নিজেকে ঠকাইয়াই আসিয়াছে। একটু থতমত খাইয়া নলিনী বলিল, "কে জানে, হয়ত আমার ভুল হয়েছে; কিন্তু সেদিন মেয়েটি আমার সঙ্গে যে-সব কথা কইলে, তা থেকে ত মনে হয়, সে আমাদের সমাজকে যথেষ্ট ভালবাসে।"

নন্দরাণী ফোঁস্ করিয়া উঠিল, "ভালই যদি বাসে, তবে গাল দিতে যাবে কেন শুনি!"

কি বলিতে গিয়া নলিনী হঠাৎ থামিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মানুষের জীবনে কি এমন ঘটনা নতুন, ছোট-মা?"

নলিনী যে কথাটা বলিতে গিয়াও বলিয়া উঠিতে পারিল না, সে কথাটা যে কি, নন্দরাণীর তাহা বুঝিয়া লইতে একটুও দেরী হইল না।

সেদিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া নলিনীর বুকের মধ্যে লক্ষ্মীর কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। আজ এই যে লক্ষ্মী হিন্দুসমাজকে এমন ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করিল, ইহার জন্য সে দুঃখিত হইয়াছিল যথেষ্ট;—হিন্দুসমাজের জন্য নয়—লক্ষ্মীর জন্য। লক্ষ্মীর সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে সে স্পষ্ট

দেখিতে পাইতেছিল, তার অন্তরের ব্যথা-মূর্ত্তিটিকে। এ যেন শুধু কেবল অভিমান আর অভিমান।

লক্ষ্মী মনে করিয়াছিল তার এই বক্তৃতার বিষ নলিনীকে সারারাত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে এবং যতই সে এ কথা ভাবিতেছিল, ততই তার মন আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে জানিত না, এই অদ্ভুত হাড়জ্বালানে লোকটি আরও বেশী করিয়া তাহাকে নিতান্ত বেচারী বলিয়া মনে মনে দয়া প্রকাশ করিতেছে।

অনেক রাত পর্য্যন্ত নলিনী ঘুমাইতে পারিল না। তার মনে হইতে লাগিল, "এই যে মেয়েটি আজ এত সব কড়া কথা বলিল, এ সমস্তই তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। তার মনে হইতে লাগিল, তাহার নিকট হইতে এই মেয়েটি অনেকখানি আশা করে বলিয়াই এত কথা বলিল এবং ইহার দ্বারা এই মেয়েটি তাহাকে জানাইতে চায় যে, সে তার উপর অনেকখানি দাবী রাখে।"

১৩

আজ কদিন হইল করাচি হইতে একটি মিশনারীদের মেয়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বয়স তার তিরিশের ভিতর। চেহারাটি বেশ সুন্দর এবং রক্তটাও বিলাতী। এই মেয়েটির সহিত লক্ষ্মীর খুব আলাপ হইয়া গিয়াছিল।

আজ সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী বেড়াইতে যায় নাই, আপনার কক্ষে বাতি জ্বালিয়া টেবিলের ধারে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। এমন সময়ে মেরী বেড়াইয়া ফিরিল। মাথার টুপি এবং হাতের ঝোলান ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়াই সে বলিল, "আজ সন্ধ্যাটা বড় সুন্দরভাবে কেটেছে লুসী!"

বই হইতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মী বলিল, "অর্থাৎ?"

একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া মেরী বলিল, "একজন ভারী চমৎকার লোকের সঙ্গে আজ আলাপ্ হয়ে গেল।"

কেন কে জানে, লক্ষ্মীর মনে হইল, এই চমৎকার লোকটি নলিনীকান্ত ছাড়া আর কেউ নয়। এই চতুর

লোকটি তাহাকেও অভিভূত করিয়া ফেলিবার জন্য নিশ্চয়ই মোহ-জাল বিস্তার করিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।—মুখে সে বলিল, "কে সে ভাগ্যবান্ পুরুষ শুনি!"

"নামটা আমার ঠিক মনে পড়্ছে না—তিনি এই গ্রামেরই জমিদারের ছেলে। কিন্তু এম্নি সাদাসিধে যে, চোখে দেখে তা আদবেই ধর্‌বার জো নেই।"

কথাটাকে নেহাতই যেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত সাধারণভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "ওঃ—তুমি নলিনীকান্ত-বাবুর কথা বল্‌ছ!"—তার পর একটু থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ, লোক নেহাৎ মন্দ নয়।"

একটু বিরক্ত হইয়া মেরী বলিল, "কেবল 'মন্দ লোক নয়' বল্লেই বোধ হয় তাঁর সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না লুসী!"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তবে কি তাঁকে মহাত্মা বল্‌তে হবে না কি?"

"কি ঠিক বল্‌তে হবে তা আমি এখন পর্য্যন্ত ভেবে দেখিনি। তবে সে রকম লোক যে বড় একটা মানুষের চোখে পড়ে না—এ কথা খুব জোর ক'রেই বল্‌তে পারি।"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমি ত আর তোমার মতন জহুরী নই বোন্, যে, এক মিনিটে রত্ন চিনে ফেল্‌বো।"

একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া মেরী বলিল, "নলিনী-বাবুর সুখ্যাতি তোমার এত খারাপ লাগে কেন লুসী ?"

একটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "খারাপ লাগে ? কেন, তিনি আমার কি করেছেন ?—আমিও ত তাঁকে সুখ্যাতিই কর্‌ছি মেরী ; তা বলে যাকে-তাকে মহাত্মা বল্‌তে ত আর পারি না।" কথাটা শেষ করিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত হাল্কাভাবে জোর করিয়া টানিয়া একটু হাসিল।

একটু বিরক্ত হইয়া মেরী বলিল, "নলিনী-বাবুকে বোধ হয় তোমার ঐ যার-তার মধ্যে না ধরলেই ভাল হয় লুসী !"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার ত মনে হয় সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁর বেশী কিছু পার্থক্য নেই ; তবে কিনা, আগেই ত বলেছি, তোমরা হচ্ছ জহুরী লোক, হয়ত রত্ন এবং কাচের পার্থক্য আমাদের চেয়ে তোমাদের চোখেই পড়ে বেশী।" কথাটা লক্ষ্মী খুব ঠেস্ মারিয়া বলিল।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মেরী বলিল, "জহুরী বা রত্নের কথা হচ্ছে না লুসী ! আসল কথা তুমি তাঁকে ঠিক চিন্‌তে পার নি। অথবা তিনি তোমার কাছে কোনদিন নিজেকে ঠিক ধরা দেন নি।"

ঠিক এই সময় সেই কক্ষে মিসেস্ গুঁই আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রসঙ্গটাও মাঝখানে হঠাৎ চাপা পড়িয়া গিয়া থামিয়া গেল।

মেরীর মুখে নলিনীর এই প্রশংসা লক্ষ্মীর একটুও ভাল লাগে নাই। বিশেষ সে যখন বলিল, নলিনীকে সে ঠিক চিনিতে পারে নাই এবং নলিনীও তার কাছে আপনাকে ঠিক ধরা দেয় নাই, তখন তার সমস্ত মনটা একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কটা-চামড়া মেয়েটি মনে করিয়াছে নলিনীকে সে-ই কেবল যা চিনিয়াছে—আর কেউ চিনিতে পারে নাই। কিন্তু সে যখন এ অঞ্চলেও আসে নাই, তখন এই নলিনীকান্তকে সেই ত প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই ত প্রথম তার সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করিয়াছিল। আজ মেরী যে তার মুখের উপর বলিয়া গেল, নলিনীকে সে চিনিতে পারে নাই, এর বিষটা লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন চন্‌চন্ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে জানে, কেন তার মনে হইতে লাগিল নলিনীর প্রশংসা মেরীর পক্ষে নেহাতই অনধিকার-চর্চ্চা। কিন্তু নলিনী নিজেই যদি তাকে এ অধিকার দিয়া থাকে। এই যে প্রশংসা, এ প্রশংসা যদি দুতরফা হয়! তার মনে হইতে লাগিল, নলিনী নিশ্চয়ই তার ছোট-মার কাছে এই অপরিচিতা মেয়েটির সম্বন্ধে কত কথাই

না বলিতেছে ;—হয়ত বলিতেছে—এমন মেয়ে সে আর কখন জীবনে দেখে নাই, হয়ত বলিতেছে—এর কাছে লুসী দাঁড়াইতেই পারে না, তাকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই বলিতেছে, তাকে দেখিলে দয়া হয়, কেন না সে দয়ার পাত্রী, কেন না অদৃষ্ট তাহাকে অশেষ প্রকার বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত করিয়াছে এবং জীবনটা তার নেহাতই শোচনীয়। কিন্তু এই যে নূতন মেয়েটি—একে দেখিলে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে, মাথা আপনি নত হইয়া যায়। হয়ত এই কথার সহিত সেই অশিক্ষিতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীটিও সায় দিতেছে। লক্ষ্মীর দম্ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পর একদিন বৈকালে লক্ষ্মী গ্রামের মেটে পথ ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেছিল, হঠাৎ একটা মোড় বাঁকিয়াই দেখে, নলিনী এবং মেরী অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে গল্প করিতে করিতে তাহার দিকে আসিতেছে।

দূর হইতে তাকে দেখিতে পাইয়া মেরী বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! ঠিক তোমার কথাই হচ্ছিল আর তুমি সশরীরে এসে হাজির—আচ্ছা মজা ত!"

একটু আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার কথা?"

সমুখের দিকে অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া নলিনী

বলিল, "কেন, আপনার কথা হওয়াটা কি খুব একটা অদ্ভুত ব্যাপার নাকি, মিস্ লুসী?"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "কতকটা অদ্ভুত বৈকি!—আমি মহাত্মাও নই, ক্ষণজন্মাও নই—সাধারণ—একবারে অতি সাধারণ মানুষ।"

অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী বলিল, "এর অর্থ ত কিছুই বুঝ্লুম না মিস্ লুসী! মহাত্মা এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ছাড়া কারুর কথা মানুষ কি বলে না?"

লক্ষ্মী এ কথার কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাধা দিয়া মেরী বলিয়া উঠিল, "নাও, তোমাদের কথা-কাটাকাটি এখন রাখ দেখি।" তারপর লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কত দূর যাচ্ছ বল দেখি আগে?" মেরী বুঝিতে পারিয়াছিল, লক্ষ্মীর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কতখানি টিট্‌কারি লুকাইয়া রহিয়াছে, তাই সে এই সকল কথাবার্ত্তাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিতে সাহস করিল না;—কে জানে, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে কখন হঠাৎ সাপ বাহির হইয়া পড়িবে।

কি বুঝিয়া নলিনীও হঠাৎ কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল—বলিল, "শুন্‌ছিলুম, এখানে এসে অবধি আপনার প্রায়ই জ্বর হয়, অথচ আপনি অনাচার কর্‌তেও

ছাড়েন না, এ ভারী অন্যায় কিন্তু, একটা ওষুধ-টোষুধ ব্যবহার করেন না কেন?”

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আপনি দেখ্‌ছি আমার খোঁজখবরও মাঝে মাঝে রাখেন!” কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লক্ষ্মী মনে মনে হঠাৎ ভয়ানক রকম সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; তার মনে হইতে লাগিল, তার ভিতরের অনেক কথাই ঐ একটি মাত্র কথার ছিদ্র দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

কথাটার মধ্যে যে অভিমানের স্বরটুকু বাজিতেছিল, তাহা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, মেরী এবং নলিনীর কাছে তাহা ধরা পড়িয়া যাইতে একটুও বিলম্ব হইল না। তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল—এই কথার মধ্যে বেশ একটি প্রচ্ছন্ন অভিমান লুকাইয়া রহিয়াছে। কেবল এই অভিমানের কারণটা তাহারা কেউ নিরূপণ করিতে পারিল না।

নলিনী বলিল, “কেন, আপনার খোঁজখবর কি আমি রাখি না মনে করেন,—মিস্ মেরীকে বরং জিজ্ঞাসা করে দেখুন—”

বাধা দিয়া একটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমি ঠাট্টা কর্‌ছিলুম মাত্র; আপনি বুঝি মনে কর্‌লেন আমি সত্যি সত্যি বল্‌ছি।”

কথাটাকে একেবারে শূন্যে উড়াইয়া দিয়া মেরী বলিল, "তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় বল দেখি ?"

"ষ্টেশনের দিকে।"

"কেন, কাজ আছে নাকি ?"

"না, তেমন বিশেষ কিছু না।"

নলিনী বলিল, "তবে আসুন না নদীর দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

হঠাৎ কি ভাবিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "না, আপনারা যান—আমাকে ষ্টেশনের দিকে একবার যেতে হবে।" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ষ্টেশনের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মী ষ্টেশনের দিকে গেল না, এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া একটু পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জন কক্ষে বাতি নিবাইয়া দিয়া চুপ করিয়া একটা ইজি-চেয়ারের উপর পড়িয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত জীবন ধরিয়া সে যাহাকে চাহিতেছিল এবং আর-একটু হইলেই যাহাকে পাইত, হঠাৎ কোথা হইতে কে আসিয়া যেন তার সেই চির-ঈপ্সিত জিনিষটিকে এক নিমিষে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—পড়িয়া রহিয়াছে কেবল তাহারই বুকভাঙ্গা অবসাদ। কিন্তু সে ত কোনদিনই নলিনীকে চায় নাই এবং

তাকে পাইবার জন্য কোন দিনও ত তার মন এতটুকুও লালায়িত হইয়া উঠে নাই,—তবে আজ হারাইবার সম্ভাবনায় তার মন এমন করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছে কেন?

হঠাৎ কি ভাবিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া লক্ষ্মী বাতি জ্বালিল, তার পর কি ভাবিয়া কালিকলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল।—চিঠি যাহাকে লিখিল, সে চিদম্বরম। সে লিখিল—

"এসে অবধি কাজের ঝঞ্ঝাটে আপনাকে একটিও পত্র দিতে পারি নি, সেজন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। আপনারি উপর বারবার যে-সব অত্যাচার করেছি, সেই সব কথা মনে ক'রে আজ এই সুদূর বিদেশে আপনার জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে,—মনে হচ্ছে, ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসি। এবার দেশে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বদ্‌লে ফেল্‌বো। এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনি ছাড়া আমার আপনার বল্‌তে আর দুনিয়ায় কেউ নেই—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর কি ভাবিয়া চিঠিখানাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া পাশের বাগানে ফেলিয়া এবং তার পর বাতিটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিয়া আবার অন্ধকারে ইজিচেয়ারের উপর গিয়া শুইয়া পড়িল।

১৭

ইহার দু-চারদিন পর একদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মী টেবিলের ধারে বসিয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে একরাশ বুনো ফুল লইয়া ফেলী আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "ভোর-বেলা উঠে কোথায় গেছ্‌লি রে ফেলী?—এই বুনো ফুল তুল্‌তে বুঝি?—আচ্ছা পাগ্‌লী ত তুই!"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফেলী বলিল, "শুধু ফুল তুল্‌তে গেছ্‌লুম বুঝি,—কত কাজ ক'রে এলুম তা ত আর জান না?"

ধীরে ধীরে তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া লক্ষ্মী বলিল, "কি রাজ-কার্য্যটা ক'রে এলি শুনি?"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফেলী বলিল, "সে কত কাজ! পরেশ ধোপার ছেলের জন্যে ইষ্টিশানের কাছ থেকে ওষুধ কিনে এনে দিলুম,—ছুতোরদের লাটুর জন্যে—" এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ মধ্য-পথে থামিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মেরী-বিবি খুব ভাল মেয়ে লক্ষ্মী-দিদি! নলিনী-বাবু আর

মেরী-বিবি লাটুকে যে ক'রে বাঁচিয়েছে, সে মা-গঙ্গাই জানেন।"

হঠাৎ যেন চম্‌কাইয়া উঠিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "মেরীর সঙ্গে নলিনী বাবুর খুব ভাব হয়ে গেছে, নয় রে ফেলী ?"

হাত মুখ নাড়িয়া ফেলী বলিতে লাগিল, "ও বাবা,—তা আবার হয় নি,—দুজনে রাতদিন একসঙ্গে থাকে ;—আমাকেও নলিনীবাবু —"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "রাতদিন একসঙ্গে থেকে দুজনে কি করে রে ফেলী ?"

চোখ দুটোকে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া, গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া ফেলী বলিল, "ওমা !—তুমি বুঝি কিছু জান না !—অবাক্ করলে তুমি লক্ষ্মী-দিদি !—নলিনী-বাবু যে একটা ছোট হাস্‌পাতাল খুলেছে ; সেইখানেই ত দুজনে রাতদিন থাকে ;—আমিও ত সেইখানে—"

লক্ষ্মী সহসা ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া বাগানে গিয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে ছায়ার মত, সহকারীর মত, বন্ধুর মত, আত্মীয়ের মত মেরী নলিনীর সুখ-দুঃখের সহিত ক্রমেই নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছে, এ সৌভাগ্যটা একদিন তারই প্রাপ্য

ছিল। সে চেষ্টা করিলেই এ সৌভাগ্যটা অনায়াসে লাভ করিতে পারিত; কিন্তু তখন ইহার জন্য একটুও চেষ্টা করে নাই;—মনে করিয়াছিল, হাতের কাছে যে জিনিষ রহিয়াছে, যেদিন ইচ্ছা হাত বাড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া লইলেই চলিবে, তার জন্য তাড়াতাড়ির কোন দরকার সে বোধ করে নাই। কিন্তু যাহাকে অনায়াসে পাওয়া যায়, হারাইবার সময় যে তাহাকে অনায়াসে হারানও যাইতে পারে, এ সত্যটা তখন তার মাথার মধ্যে আসে নাই।

ফেলীর কথা শুনিয়া আজ তার মনে হইতে লাগিল, অল্প অল্প করিয়া যে জিনিষটিকে সে তৈরি করিয়া তুলিল, একদিন হঠাৎ কোথা হইতে কে আসিয়া তার সেই অনেক-যত্নে-তৈরি-করা জিনিষটিকে নিজের বলিয়া দাবী করিয়া বসিল এবং তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল। কেন সে একবারও চেষ্টা করে নাই, কেন সে পাইয়াও এমন করিয়া স্বেচ্ছায় হারাইল,—এখন যে আর কোন উপায় নাই! একবার মনে হইল, মান-অভিমান দূরে ফেলিয়া রাখিয়া নলিনীর কাছে ছুটিয়া গিয়া বলে, "আমাকেও তোমার ব্রতে দীক্ষিত ক'রে নাও!" কিন্তু না না, তা হইতেই পারে না! নলিনী ফেলীকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইল, কিন্তু তাকে একবার এসম্বন্ধে কোন কথা বলাই প্রয়োজন বোধ করিল না। তার

পর, যেখানে সে জোরের উপর গিয়া একদিন দাঁড়াইতে পারিত, সেখানে আজ মেরীর—।

লক্ষ্মীর কান্না আসিতে লাগিল ; তার মনে হইতে লাগিল, তার এই খাপছাড়া বিড়ম্বনাময় জীবনের একটি জায়গায় সে অতিকষ্টে অতি সন্তর্পণে যে শান্তিময় একটি বাসা বাঁধিয়াছিল, একদিনের একটি মাত্র ঝঞ্ঝাবাতে তার সেই বড় সাধের বাসাটি কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল তাহারই দু-একটা অবশিষ্ট খড়-কুটো।

নলিনী যে লক্ষ্মীকে ভুলিয়া গিয়াছিল, ঠিক্ তা নয়। সে যখন প্রথম এই ছোট হাঁসপাতালখানি খুলিবার সঙ্কল্প করে, তখন হইতেই সে মনে মনে ঠিক্ করিয়াছিল লক্ষ্মীকে ইহার কথা জানাইবে এবং সে যাহাতে এই দেশহিতকর কার্য্যে তার সহায়তা করে, তার জন্য তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে। কেন না, স্ত্রীলোক-রোগীদের জন্য তার সহায়তা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন পর্য্যন্ত মেরী আসে নাই। নলিনী মনে করিয়াছিল, প্রস্তাব করা মাত্রই লক্ষ্মী আগ্রহসহকারে তার সহায়তার জন্য ছুটিয়া আসিবে। ঠিক এমনটি আশা করা নলিনীর পক্ষে খুব অসঙ্গত হয় নাই। কেন না, এটা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, লক্ষ্মী মুখে যাই বলুক্ না কেন, হিন্দুসমাজকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং এই সমাজের দুর্ভেদ্য ব্যূহটার মধ্যে প্রবেশের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়াই সে এতদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া মরিতেছে। তাই সে আশা করিয়াছিল, সমাজ-সেবার জন্য

এই যে আহ্বান, এ আহ্বান শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিবে না—নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিবে। এমনি একটা অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া সে লক্ষ্মীর সহিত তাদের বাড়ীতে একদিন দেখা করিবার জন্য গিয়াছিল। লক্ষ্মী তখন বাড়ীতে ছিল না। সে ফিরিতেছিল, এমন সময় মিঃ গুঁই এবং রেভারেণ্ড হোয়াইট্ তাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এমন ক'রে যখন তখন নির্লজ্জের মত লুসীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌বেন না; জানেন, এর জন্যে বেচারাকে তার মার কাছ থেকে কি ভয়ানক লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য কর্‌তে হয়!"

বলা বাহুল্য, এর এক বিন্দুও সত্য নয়। কিন্তু নলিনীর পক্ষে এ জিনিষটাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে একটুও বাধা ছিল না এবং সেই হইতে সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, আর কখন সে লক্ষ্মীর ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইবে না, এমন কি, তার সম্বন্ধে মনে মনেও কোন দিন চিন্তা করিবে না। সে নিজের মনটাকে তোল্‌পাড় করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কোথাও একটুও গলদ্ জমা হইয়া উঠিয়াছে কি না—না, কোথাও ত কিছু নাই—কিন্তু লক্ষ্মীর মনের মধ্যে কি হইয়াছে তা কে জানে! হয়ত কিছু হইয়াছে, হয়ত কোথাও একটা কিছু গজাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল এবং

তার মার চক্ষে সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাই তিনি চটিয়া গিয়াছেন। না না!—সে তফাতে থাকিবে, এমন করিয়া নিজেকে অপরাধী করিয়া তুলিবে না।

লক্ষ্মী কিন্তু ভাবিয়াছিল অন্যরূপ ;—কেন না, সে এসকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। সে মনে করিয়াছিল, সেদিন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে সে যে বক্তৃতা দিয়াছিল, তাহারই জন্য নলিনী তার উপর চটিয়া গিয়াছে এবং তার আশা ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য এইটাকেই সে আসল কারণ বলিয়া ধরিয়া লয় নাই। কারণ, এটা সে স্পষ্ট জানিত যে, এই অসহ্য প্রত্যাখ্যানের আসল কারণটা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে এই নবাগতা শ্বেতাঙ্গ যুবতীটির রূপযৌবনের মধ্যে। মেরীর রূপ আছে, যৌবন আছে এবং তাহার উপর মানুষের মন অধিকার করিবার অনেক কৌশলই তার জানা আছে। এই যে সে এমন করিয়া উঠিয়া-পড়িয়া সমাজ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছে—ইহা কি আন্তরিক? না না, তা হইতেই পারে না—এ কেবল নলিনীর চিত্ত অধিকার করিবার ছল মাত্র।

সেদিন সকালবেলা রেভারেণ্ড হোয়াইট্ আপনার কক্ষে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মী গিয়া একথা-সেকথার পর বলিল, "আপনাকে আজ কদিন থেকে একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে নি—মেরী দিন দিন বড় বাড়িয়ে তুল্‌ছে।"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "কেন, কি হয়েছে লুসী ?"

"সে নলিনী-বাবুর সঙ্গে অতিরিক্ত রকম মিশ্‌তে আরম্ভ করেছে।"

মুখখানাকে ভার করিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "হাঁ, সেটা আজ কদিন থেকে লক্ষ্য কর্‌ছি বটে।"

একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আর তাছাড়া নলিনী-বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা দিন দিন যে-রকম হয়ে আস্‌ছে—তাকে আর ঠিক বন্ধুত্ব বলা চলে না।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "ডোরাও সেদিন আমাকে ঠিক ঐ কথাই বল্‌ছিল

বটে। এমন জান্‌লে কে ওকে এখানে আস্‌তে লিখ্‌ত!—আমি আজই ওর বাপকে চিঠি লিখে দিচ্ছি—না না, এ সব আস্কারা দেওয়া কখনই উচিত নয়। ডোরাও কাল আমাকে ঠিক ঐ কথাই বলেছিল—আমি তার কথা তখন বিশ্বাসই করিনি—আর বিশ্বাসই বা করি কি করে?—যাক্, আমি আজই এর একটা যাহোক্ ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

লক্ষ্মী আবার বলিল, "সে আজকাল যে-রকম বাড়াবাড়ি করে তুলেছে—কোন্ দিন, না শুন্‌তে হয় সে হিন্দু হয়ে গেছে।"

"আশ্চর্য্য কি!" বলিয়া রেভারেণ্ড অত্যন্ত অস্থিরভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তা হলে আমাদের মুখ দেখাবার আর জায়গা থাক্‌বে না। কি কুক্ষণেই ওকে আস্‌তে লিখেছিলুম!—তখন কে জান্‌তো ও এমনধারা কেলেঙ্কারী করে বস্‌বে? না না! আমাকে এর একটা ব্যবস্থা কর্‌তেই হচ্ছে দেখ্‌ছি; আর ঐ ছোক্‌রাটিকেও একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে হচ্ছে—বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে!"

সেই দিনই বৈকালে মেরীকে ডাকিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তোমার নামে অনেক কথা শুন্‌তে পাচ্ছি মেরী—আমার ইচ্ছে নয় তুমি আর এখানে থাক।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে মেরী বলিয়া উঠিল, "অপরাধ!"

রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "অপরাধ যথেষ্ট হয়েছে—তা না হলে শুধু-শুধু যেতে বল্‌তুম না।"

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে মেরী বলিয়া উঠিল, "তবু, কি অপরাধটা একবার শুনি!"

সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "ভদ্র-লোকের মত কথা কইতে শেখ মেরী!"

একটুও বিচলিত না হইয়া ঠিক তেমনি কঠোরভাবেই মেরী বলিয়া উঠিল, "সে শিক্ষাটা আমার বোধ হয় আপনারই সবচেয়ে দর্‌কার হয়ে পড়েছে।"

রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "মুখ সাম্‌লে মেরী—আমি আজই তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

একটু হাসিয়া মেরী বলিল, "কি লিখ্‌বেন শুনি!"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "লিখ্‌বো আপনার মেয়ের চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য হয়ে উঠেছে; সে একজন বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই—"

অত্যন্ত কঠোর-স্বরে মেরী বলিয়া উঠিল, "মেরী আজ পর্য্যন্ত কোন মিথ্যাকেই ভয় কর্‌তে শেখেনি মিঃ হোয়াইট্‌! আপনার যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পারেন। আমি আপনাকে

মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।” কথাটা শেষ করিয়াই সে ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। • •

ইহার কিছুদিন পর একদিন এক ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় লক্ষ্মী আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত দিন বর্ষণের পর এই কিছুক্ষণ হইল বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে এবং তাহারই সজলতা মৌনসন্ধ্যার সেই করুণ এবং বিষাদময় ক্ষণটিকে আরো করুণ করিয়া তুলিয়াছিল। সে একবার বাতি জ্বালিয়াছিল, কিন্তু বাদ্‌লা হাওয়ায় সেটা হঠাৎ নিবিয়া যাওয়ায় দ্বিতীয়বার আর জ্বালে নাই—অন্ধকারেই বাতায়নের ধারে নীরবে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে তখন পর্য্যন্ত বাঁশ-ঝাড়ের বুকের মাঝখানে বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল এবং কালো মেঘগুলো থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া মরিতেছিল। লক্ষ্মীর মনটাও আজ কাঁদিতেছিল,—তার মনে হইতেছিল, এই ক্ষান্তবর্ষণ মৌন-সন্ধ্যার বুকের মাঝখানটিতে যে করুণ সুরটি অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, তার সমস্ত জীবনটা যেন তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া বাজিয়া উঠিতে চায়। তার সমস্ত জীবনটাই যেন ঠিক এমনি একটি কান্নাভরা আষাঢ়-সন্ধ্যার একটিমাত্র অশ্রুবিন্দু হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল—‘লুসী !”

লক্ষ্মী ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

অন্ধকারে আবার কে ডাকিল, "লুসী, তুমি বোধ হয় শুনেছ আমি কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি!"

একটুমাত্র চঞ্চল না হইয়া অত্যন্ত স্থির এবং আর্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কেন যাচ্ছ মেরী?"

"কেন?—সে কথা তোমরাই আমার চেয়ে বেশী জান লুসী"—বলিয়া মেরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "আমি ত কিছুই জানি না মেরী।"

"তুমি কিছুই জান না?—মিথ্যে কথা বোলো না লুসী!" তার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মেরী আবার বলিল, "আমার নিজের জন্যে আমি একটুও দুঃখিত নই লুসী—দুঃখ আর একজনের জন্যে; তোমরা কতবড় একটা জীবন যে জন্মের মত মাটি করে দিয়েছ, তা যদি বুঝ্‌তে!"

অত্যন্ত ক্ষীণ এবং আর্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কেন?"

"কেন?—এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নলিনী-বাবুকে কি হুকুম দিয়েছেন শোন নি?"

ঠিক তেমনি নির্ব্বিকারভাবেই লক্ষ্মী উত্তর দিল, "কৈ না!"

"তুমি যে আশ্চর্য্য কর্‌লে লুসী—তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ না ত?"

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে লক্ষ্মী উত্তর দিল, "না, মিথ্যে কথা বল্‌ছি না মেরী!"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মেরী বলিয়া উঠিল, "আমার নামে তুমি রেভারেণ্ড হোয়াইটের কাছে কোনদিন কোন কথা বলনি?"

"বলেছি।"

"কি বলেছ?"

"বলেছি, নলিনী-বাবুকে তুমি ভালবাস।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মেরী বলিল, "তার পর রেভারেণ্ড হোয়াইট্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের কাছে গিয়ে নলিনী-বাবুর নামে যে-সব মিথ্যা অভিযোগ রটিয়ে এসেছেন, তুমি তার কিছুই জান না?"

কম্পিত-কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "না, জানি না মেরী!"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মেরী বলিতে লাগিল, "তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছেন, নলিনী-বাবু গ্রামের ছোটলোকদের ধ'রে ধ'রে রাজদ্রোহী ক'রে তুল্‌ছে এবং সেদিন হরিহরপুরে যে ডাকাতি হয়ে গেছে, তিনি তাতে লিপ্ত ছিলেন।"

লক্ষ্মী একটি কথাও বলিল না—কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু থামিয়া মেরী আবার বলিতে লাগিল, "প্রমাণ অভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নলিনী-বাবুকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পারেন নি, কিন্তু আদেশ জারী করেছেন, তিনি আর কখন গ্রামের ছোটলোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে পার্‌বেন না এবং তাঁকে সারাজীবন পুলিসের নজরবন্দির মধ্যে থাক্‌তে হবে।"

লক্ষ্মী তেমনি নির্ব্বাক্ হইয়াই বসিয়া রহিল। মেরী আবার বলিল, "অর্থাৎ তাঁর কর্ম্মজীবনটাকে একবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।"

কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বাহিরে তখন আবার ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া ফেলিয়া বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া মেরী বলিল, "আমি কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি লুসী; যাবার সময় তোমাকে একটা কথা বলে যাওয়া নেহাৎ দর্‌কার বলে মনে হোলো, তাই একবার দেখা করে যেতে এলুম।"

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কি কথা মেরী?"

গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া মেরী বলিল, "তোমার ধারণা, আমি নলিনী-বাবুকে ভাল বেসে ফেলেছি; তা নয় লুসী; আমি তাঁকে বড়-ভায়ের মত ভক্তি করি; অন্য কোন

দৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত তাঁর মুখের দিকে তাকাই নি। আর, তিনিও আমাকে ছোট বোনের মত করেই আজ পর্য্যন্ত স্নেহ করে এসেছেন, অন্য কোন ভাব তাঁর মনে একদিনের তরেও স্থান পায় নি।”

লক্ষ্মী সে কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, “তুমি যেও না মেরী!”

সজল-কণ্ঠে মেরী বলিল, “আমাকে যেতেই হবে লুসী; ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ, আমাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হবে।”

কম্পিত-কণ্ঠে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?”

“তা ঠিক জানি না, জানি কেবল এই যে চলে যেতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে।”

লক্ষ্মী আর একটি কথাও বলিল না, চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া ছিল তা সে নিজেই জানিতে পারে নাই। কখন একসময় ফেলী ডাকিল, “লক্ষ্মী-দিদি!”

চম্‌কাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া সে বলিল, “কেন রে ফেলী?”

অত্যন্ত বিষাদময়-কণ্ঠে ফেলী বলিল, “নলিনী-বাবুর কি হয়েছে লক্ষ্মী-দিদি?”

"তা ত জানি না ফেলী," বলিয়া লক্ষ্মী জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; আকাশ যেন মেঘের কালো আঁচলখানিতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে।

ফেলী আবার বলিল, "আমি আজ বিকেল-বেলা নলিনী-বাবুকে খবর দিতে গেছ্লুম,—ননি সেক্‌রার মেয়ের বড় জ্বর হয়েছে; সেকথা শুনে নলিনী-বাবু আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো লক্ষ্মী-দিদি!"

লক্ষ্মী কেবল বলিল, "হুঁ।"

পরদিন সকাল দশটার ট্রেনে মেরীর যাইবার কথা; অতি প্রত্যূষে উঠিয়া লক্ষ্মী কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার পর যখন ১০টা বাজিয়া গেল, তখন সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মেরী যে-ঘরখানিতে থাকিত তাহারই সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে একবার ঘরখানির দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরখানি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে—তার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রেভারেণ্ড হোয়াইট্ গির্জ্জার সমুখের

বাগানটাতে অন্যমনস্কভাবে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মী আসিয়া কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমরা মাদ্রাজ যাবো কবে রেভারেণ্ড ?"

একটু হাসিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "এখানে বুঝি আর মন টিক্‌ছে না তোমার ?"

"না, একটুও না, এখুনি যদি কেউ নিয়ে যায় ত চলে যাই।" বলিয়া লক্ষ্মী নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘন দাড়ির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে রেভারেণ্ড বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলুম লুসী, দু-একদিন বাংলাদেশ লাগে ভালো, কিন্তু কিছুদিন থাক্‌লেই সব পুরাণো হয়ে যায়। শুধু কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানুষকে কদিন ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে লুসী ?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তা হলে আমরা কবে এখান থেকে যাচ্ছি ?"

"যেদিন তোমরা বল্‌বে; যে জন্যে আমার এখানে আসা তা ত হয়ে গেছে লুসী, এখন তোমরা যেদিন বল্‌বে আমি তৈরি হয়ে থাক্‌বো।" বলিয়া রেভারেণ্ড আবার পাচারি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী আবার বলিল, "আমার ইচ্ছে কালই আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রেভারেণ্ড বলিয়া উঠিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন লুসী?"

লক্ষ্মী বলিল, "আমার আর একদণ্ডও এখানে মন টিক্‌ছে না রেভারেণ্ড।"

একটু বিরক্ত হইয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, "তোমার কি সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি চাই লুসী! মন ত আমারও টিক্‌ছে না, কিন্তু তাই বলে কি এখুনি ছুটতে হবে?"—তার পর সুরটাকে একটু নরম করিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি চারিদিক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লুম, এই রবিবারের আগে আমাদের যাওয়া হতেই পারে না। আজ হোলো গিয়ে তোমার মঙ্গলবার—তাহলে মাঝে কেবল চারটে দিন রৈল বৈ ত নয়—এই কটা দিন আর থাক্‌তে পার্‌বে না?"

"পার্‌বো" বলিয়া লক্ষ্মী আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা আসিল। লক্ষ্মীর মন হু হু করিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, বাংলা-দেশ যেন সন্ধ্যার মলিন বস্ত্রখানি পরিয়া তাহার শয়নকক্ষের বাতায়নটির ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া তার মুখের দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।—সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং আলো জ্বালিয়া সমুখের আল্‌মারি

শিরোমণি আবার বকিতে সুরু করিলেন,—"কি দয়ার শরীর ছিল দাদার আমার! একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিরোমণি-দা মুখখানা আজ অমন ভার-ভার ঠেক্‌ছে কেন?—" এই অবধি বলিয়াই গলাটাকে যথাসম্ভব কাঁপাইয়া এবং গদগদ করিয়া তুলিয়া শিরোমণি সুরু করিলেন, "এমন দরদী বন্ধুই যদি কেড়ে নিলে, তবে এ হতভাগাকেও সেই সঙ্গে টেনে নিলে না কেন মধুসূদন?—এমন করে আর কত-দিন বাঁচ্‌তে হবে দয়াময়?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবং উত্তরীয়-প্রান্তটা শুষ্ক চোখ দুটোর উপর একবার বুলাইয়া লইয়া শিরোমণি আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, কি বল্‌ছিলাম,—আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মুখখানা আজ অমন বিষাদময় দেখ্‌ছি কেন শিরোমণি-দা?' সত্যই সেদিন মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল; গিন্নীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে নিয়ে সেই সবে বকাবকি করে আস্‌ছি—বল্লুম, 'মেয়েটা চোখের উপরে কলাগাছের মত দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে চৌধুরীমশাই—এদিকে হাতে একটি পয়সা নেই যে খরচপত্তর করি,—পাত্রের বাজার কি রকম চড়া তা ত আপনার জান্‌তে বাকী নেই!'—হাঁ, বুকের ছাতি বটে, এ ত আর ওপারের নরেশ রায় নয়—এ হচ্ছে ভবতোষ রায়-চৌধুরী, যার নাম করলেও দিন ভাল যায়! কর্ত্তা বল্লেন কি জান বাবা?—বল্লেন,

'তোমার মেয়ে আর আমার মেয়ে কি ভিন্ন শিরোমণি-দা!—কত হলে তোমার মেয়ের বিয়ে হয় বল ত—চার হাজার?' অন্য কেউ হলে চার হাজারই আদায় করে বস্ত,—আমি ত আর তা পারিনে বাবা, এ ত আর পরের সঙ্গে কার্বার নয় যে কেবল নিজের গণ্ডাই বুঝে নেবো,—বল্লুম,—'আরে রামচন্দ্র—দু-হাজার হলে ভেসে যাবে যে!' তিনিও চার হাজারের নীচে নাম্বেন না, আমিও দু-হাজারের উপর উঠ্বো না। এমনি করে প্রায় একঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর শেষকালে তিন হাজারে রফা হয়ে গেল। কর্ত্তা বল্লেন, 'কবে আছি কবে নেই শিরোমণি-দা, ষ্ট্যাম্প-কাগজ এনে সই করিয়ে নিন্!' আমি বল্লুম, 'খেপেছেন নাকি চৌধুরী মশাই; নলিনী ত আপনারই ছেলে, সে বেঁচে বর্ত্তে থাক্, চারহাজার কেন, চার লাখের জন্যও ভাবি না।' আর তা ছাড়া, আজ যদি বাবা তুমি আমার কথা নাই বা বিশ্বাস কর, তাহলেও কি কিছু আসে যায় মনে করেছ নলিনী? কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না! যে জিনিষ হারালুম, তার তুলনায় তিন হাজার টাকা যে ভস্মমুষ্টিও নয় বাবা! হায় হায়, কি জিনিষই কেড়ে নিলে দীনবন্ধু!—তোমার লীলা তুমিই বোঝ দয়াময়!"—বলিয়া স্মৃতিরত্ন জান্লার ভিতর দিয়া বাহিরের নীলাকাশের দিকে উদাস-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী তবুও কথা কহিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নন্দরাণী আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় পিছন হইতে আসিয়া নলিনী ডাকিল “ছোট-মা!”

মুখ না ফিরাইয়া নন্দরাণী উত্তর দিল, “কি নলিন!”

মেঝের উপর উপু হইয়া বসিয়া নলিনী বলিল, “আর কটা দিনই বা মাঝে রইলো ছোট-মা,—দায়োদ্ধার হতে হবে ত?, এখন থেকে জোগাড়-যন্তর না কর্‌লে ত হয়ে উঠ্‌বে না!”

“তা আমি কি করবো বাবা!—সে তুমি বুঝবে।”

“তা ত বুঝ্‌বো ছোট-মা, কিন্তু তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে ত আর কোনো কাজ কর্‌তে পারি না?—শিরোমণি-কাকা বল্‌ছিলেন দানসাগর করতে—আমার কিন্তু আদবেই তা ইচ্ছে নয় ছোট-মা!—অপদার্থ ঐ বামুনগুলোর পিছনে অত টাকা খরচ না করে আমার ইচ্ছে সেই টাকা দিয়ে বাবার নামে একটি ইস্কুল খুলে দেবো—তুমি কি বল ছোট-মা?”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দরাণী বলিল, “ইস্কুল খুল্‌তে হয় পরে খুলো নলিনী, কিন্তু তাঁর কাজটির যেন একটুও অঙ্গহানি না হয়। সাতপুরুষ ধরে এই বংশে যেমন সকলের কাজ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই ঠাট্‌টি যেন বজায়

থাকে। আজ তিনি নেই বলে আমরা যদি নিজেদের মন-গড়া ক'রে তাঁর শেষকাজ সম্পন্ন করি, তাহলে সেটা মোটেই ভাল হবে না নলিনী।"

নলিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নন্দরাণী আবার বলিতে লাগিল, "তিনি থাক্‌তে যে সব্ কাজ কর্‌তে ইচ্ছে হলেও কর্‌তে পারিনি, আজ যদি সেই-সব কাজ করি, তাহলে সেটা দিয়ে কি এই বোঝা যাবে না নলিনী যে তাঁর এই মৃত্যুটাকে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এতদিন ধরে চেয়ে আস্‌ছিলুম ?"

নলিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ;—ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি-তর্ক সে মনে-মনেও কল্পনা করিতে পারিতেছিল না।

এই সময় ঝি আসিয়া খবর দিয়া গেল, "রাণী-মা, কাশী থেকে আপনার মা এসেছেন।"

"আচ্ছা, রাত্তির বেলায় কথা হবে এখন ছোট-মা"—বলিয়া নলিনী নীরবে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া নন্দরাণী আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, জীবনের গতিকে সে আজ কোন্ দিকে ফিরাইবে ?—যে একঘেয়ে পথটাকে ধরিয়া সে এতটা রাস্তা চোক কান বুজিয়া আসিয়াছে, সেই পথটাকে

ধরিয়াই কি সে আবার চলিতে থাকিবে—ঠিক তেমনি একঘেয়ে ভাবে?—কিন্তু—তাই বা সে করিতে যাইবে কেন?—আজ ত তাঁর অবাধ মুক্তি! আজ ত সে শৈশবের শিক্ষা এবং স্বাধীন চিন্তার ধারাকে মুক্ত করিয়া দিয়া তাহারই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া দিব্য নিশ্চিন্তভাবে ভাসিয়া যাইতে পারে; আজ কোন বাধাই ত তার পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে না। হঠাৎ নন্দরাণীর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—তবে কি সে এতদিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে স্বামীর মৃত্যু-কামনাই করিয়া আসিতেছিল? নন্দরাণীর দম্ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল, না, না, স্বামী জীবিত থাকিতে জীবনটা তার যে একঘেয়ে পথটাকে ধরিয়া চোখ কান বুজিয়া এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, সেই পথটা ধরিয়াই তাকে জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চলিতে হইবে, একটুও নড়চড় করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

স্বামীর জীবদ্দশায় যদিই বা সে কোনদিন নিজের স্বাধীন চিন্তাকে মাথা-চাড়া দিয়া উঠিবার অবসর দিয়া থাকে, আজ আর সে তাহাও পারে না—স্বপ্নেও না। নিজের অসমাপ্ত এবং অচরিতার্থ যৌবনের দিকে চাহিয়া সে কি আজ বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর বিনিময়ে নিজের বাকি জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে কিনিয়া লইবে? সধবা-জীবনের সমস্ত অসমাপ্ত

আকাঙ্ক্ষা সে কি আজ বৈধব্যের ভিতর দিয়াই সার্থক করিয়া তুলিবে? না, না, তা হইতেই পারে না! বৈধব্যই যদি আসিল ত রাজ্যসুদ্ধ অভাব এবং রিক্ততা লইয়াই সে আসুক্!—শুধু কেবল বৃদ্ধ বলিয়াই স্বামীর মৃত্যুকে সে এমন হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারিবে না—কখনই না—কিছুতেই না।

রাত্রে নলিনী আসিয়া বলিল, "কি ঠিক্ কর্‌লে, ছোট-মা?"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে নন্দরাণী বলিল, "দানসাগর কর্‌তেই হবে নলিনী, এর যেন একটুও নড়চড় না হয়; আর শিরোমণিঠাকুর যা যা বলেন, তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়।"

অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী বলিল, "বেশ ত, তাই হবে, তার আর হয়েছে কি ছোট-মা!"

নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া নন্দরাণী বলিল, "চিরকাল যা চলে আস্‌ছে তা ত আর আমরা বন্ধ কর্‌তে পারি না নলিনী।"

অনেক রাত্রে মেঝের উপর একটা কম্বল বিছাইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া নন্দরাণী ভাবিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের পক্ষে যা সকলের চেয়ে বড় অভিসম্পাত,

সেই অভিসম্পাতই ত আজ তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বুকখানা ত তার ভাঙ্গিয়া একেবারে চুরমার হইয়া যায় নাই। স্বামীর অভাব সে ত বুকের মাঝখানে খুব বেশী অনুভব করিতে পারিতেছে না, জীবনটা ত তার একেবারে শূন্য এবং ব্যর্থ হইয়া উঠে নাই! তবে কি সে তার স্বামীকে কোনদিন ভাল বাসিতে পারে নাই?—তবে কি এতদিন ধরিয়া সে কেবল সতীত্বের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল মাত্র? না না, বৃদ্ধ-স্বামীর অভাবকে দিয়া সে নিজের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার পথ একেবারে চিররুদ্ধ করিয়া দিবে; বৈধব্যকে সে বক্ষের প্রত্যেক পঞ্জর দিয়া অনুভব করিবে।

২১

সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী আপনার ঘরের জান্‌লার ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনীর পিতৃবিয়োগের কথা সে ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, কিন্তু সেই কথাটাই আজ নূতন করিয়া তার বুকের মাঝখানে বার বার জাগিয়া উঠিতেছিল। তার মনে হইতেছিল নলিনীর বুকে সে যে আঘাত দিয়াছে, সেই ক্ষতটাই দগ্‌দগে করিয়া তার চোখের সমুখে মেলিয়া ধরিবার জন্যই বিধাতাপুরুষ সেই পুরাতন ক্ষতটার উপর আজ নূতন করিয়া এই দারুণ আঘাতের খোঁচাটাকে বসাইয়া দিয়াছেন। স্বর্গের যত দেবতা আজ যেন তাকে জব্দ করিবার জন্যই একজোট্ হইয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ভাবিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বাগানময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পাচারি করার পর ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের উপর ফেলী মুখখানি চুন করিয়া বসিয়া আছে। তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে লক্ষ্মী বলিল, "তুই অমন চুপটি করে বসে বসে কি ভাব্‌ছিস্ রে?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া ফেলী বলিল, "আমরা আর-রবিবারে এখান থেকে চলে যাব নাকি লক্ষ্মী-দিদি ?"

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তুই এ খবর কোত্থেকে পেলি রে ?"

"হোয়াইট্‌সায়েব ওদের ডোরাকে বল্‌ছিলেন, তাই শুন্‌লুম—আমি কিন্তু যাব না লক্ষ্মী-দিদি।"

"তুই যাবি নি—সে কি ?—বাপ-মাকে ছেড়ে তুই এখানে থাক্‌বি ?"

মুখ নীচু করিয়া ফেলী বলিল, "নলিনীবাবু বল্‌ছিলেন, বাবা-মাকে তিনি এখানে আনিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। ওরা ছেড়ে দেবে না নাকি লক্ষ্মী-দিদি ?"—তার চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করিতেছিল।

লক্ষ্মী কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোর একটুও মন কেমন কর্‌বে না ফেলী ?"

ফেলী এবার কাঁদিয়া ফেলিল ;—সে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মী-দিদি, তুমিও এখান থেকে যেও না !"

রোরুদ্যমানা ফেলীকে লক্ষ্মী আপনার বুকের মধ্যে প্রাণপণ-বলে চাপিয়া ধরিল।

২২

আজ লক্ষ্মীরা মাদ্রাজ যাইবে। সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী আপনার জামা কাপড় প্রভৃতি একটা চাম্‌ড়ার তোরঙ্গের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতেছিল। মনটা আজ তার ভিতর হইতে কেবলি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। তার মনে হইতেছিল, কে যেন তাকে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এখনও বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে তাহারই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস।

তোরঙ্গের মধ্যে জামা কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া, চাবিবন্ধ করিয়া দিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরময় অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে পাচারি করিয়া বেড়াইয়া সে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের উপর গিয়া অস্থিরভাবে বসিয়া পড়িল এবং একটা পুরাতন বাঁধানো ইংরেজী মাসিক পত্রিকা খুলিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে তার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও মনঃসংযোগ করিতে পারিল না।

হঠাৎ এক সময় বইখানাকে মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে

বাতায়নের ধারে গিয়া বসিল। এই সেই বাতায়ন যাহার ভিতর দিয়া ক্লান্তবর্ষণ কত নীরব সন্ধ্যায় বাংলাদেশ তার মলিন বস্ত্রখানি পরিয়া তার দিকে করুণনয়নে চাহিয়া চাহিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে আজিও ঘুরিয়া মরিতেছে তার আকুল ক্রন্দন; লক্ষ্মীর চোখে জল আসিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া জান্‌লাটাকে বন্ধ করিয়া দিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া আসিল এবং টেবিলের ধারে আসিয়া আবার সেই মাসিক-পত্রিকাটা খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ব্যর্থপ্রয়াসের পর সে বইখানাকে বিরক্তভাবে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এখনও আকাশে বাতাসে তাহারই সজলতা করুণ হইয়া ভাসিতে-ছিল। পথের দুই পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিশুগাছগুলির পাতা হইতে তখন পর্য্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছিল,—সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইমাত্র তারা যেন একটু শান্ত হইয়াছে।

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর হঠাৎ খেয়াল হইল সে নদীর কাছ-বরাবর আসিয়া পড়িয়াছে। আর একটা মোড় বাঁকিলেই নদীর রূপালী রেখাটি দূর হইতে তার

চোখে আসিয়া পড়িবে, কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে নলিনী যে নদীতীরে বেড়াইতে আসে—আজিও নিশ্চয় আসিয়াছে—লক্ষ্মী ফিরিল;—অনেকটা পথ সে চলিয়া আসিল—তার পর কি ভাবিয়া আবার নদীর দিকে চলিতে লাগিল।

নদীর কাছ-বরাবর আসিয়া লক্ষ্মী দেখিল, জলের ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-গাছে ঠেস্ দিয়া নলিনী বসিয়া রহিয়াছে, দেহ তার ক্ষীণ,—দৃষ্টি তার করুণ এবং উদাস। অনেকদিন আগেকার একটা কথা লক্ষ্মীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—প্রথম যেবার সে রেভারেণ্ড হোয়াইটের সহিত বাংলাদেশে আসে, এ ততদিন আগেকার কথা;—তার মনে পড়িয়া গেল, ঠিক এমনি নীরব এক মৌনসন্ধ্যায় বাংলাদেশের নির্জ্জন এক পল্লীগ্রামে ঠিক এমনি একটি তরুণ যুবককে সে দেখিয়াছিল, দৃষ্টি তার ঠিক এমনি করুণ এবং উদাস। ধূসর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে সেদিন যে মুখখানি সে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে পারে নাই, আজিকার এই ক্ষান্তবর্ষণ তরুণ প্রভাতের অরুণালোকে কে সেই করুণ মুখখানিকে তার চোখের সমুখে এমন স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া দিয়া গেল! ওগো অপরিচিত, আজ এমনি সুন্দর করিয়া ধরা দিবে বলিয়াই কি সেদিন পরিচয় না দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলে?

নীরবে আসিয়া পিছন হইতে লক্ষ্মী ডাকিল,—"নলিনীবাবু!"—সে স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট—এত ক্ষীণ যে অন্যমনস্ক নলিনীর কানে সে স্বর গিয়া পৌঁছাইলই না।

মানুষ হঠাৎ খেয়ালের মাথায় একটা বিপদজনক কিছু করিতে গিয়া হঠাৎ টের পাইয়া যেমন শিহরিয়া উঠিয়া সাবধান হইয়া যায়, ঠিক্ তেমনিভাবে লক্ষ্মী হঠাৎ নিজেকে এক নিমেষে সাম্‌লাইয়া লইল এবং অত্যন্ত সাবধানে নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অনেকটা পথ ফিরিয়া আসিয়া একটা নিরাপদ এবং সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ওঃ কি জোর বরাৎ তার! নলিনীবাবু যদি তার ডাক শুনিতে পাইতেন? লক্ষ্মীর সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল,—সে আজ একটা প্রকাণ্ড ফাঁড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

* * * *

মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মী তার পূর্ব্বজীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের ঠিক্ যে জায়গাটায় ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, সেই ফাঁকের জায়গাটুকুকে একটা যাহোক্ কিছু দিয়া জোড়াতাড়া দিয়া মেরামত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ-শক্তিতে চেষ্টা করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু মাঝখানের ঐ ফাঁকটুকু আয়তনে ছোট হইলেও তলার দিকটায় সে এতই

গভীর যে, তাকে ভরাট্ করিয়া তুলিবার মত মাল-মসলা সে এই-এতবড় প্রকাণ্ড দুনিয়াটার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না—তার দম্ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

মাদ্রাজে ফিরিয়াই সে সব-প্রথম সাক্ষাৎ করিল চিদম্বরমের সহিত।

চিদম্বরম বলিলেন, "বাংলাদেশ তোমার কেমন লাগ্‌ল মিস্ লুসী ?"

সে অত্যন্ত খাপ্‌ছাড়াভাবে উত্তর দিল—"মন্দ কি !"

একটু হাসিয়া চিদম্বরম বলিল, "হোয়াইট্ সাহেব কিন্তু তাঁর চিঠিতে বরাবর লিখেছেন—বাংলাদেশ তোমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে বল্‌লেই হয় এবং তুমি নাকি বাংলাদেশকে রীতিমত ভালবেসে ফেলেছ।"

একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া লক্ষ্মী বলিল, "সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলা চলে না মিঃ চিদম্বরম। এই ধরুন না কেন, যদি কোন লোককে চোখের সমুখে অনাহারে মর্‌তে দেখেন, তাহলে আপনার মনে কি তার উপর একটা দয়ার ভাব আপনা হতে জেগে উঠে না ?—এও অনেকটা সেই ধরণের ; বাংলাদেশ না হয়ে এটা যদি পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ হোতো, তাহলেও এর চেয়ে এতটুকুও কম দয়া হোতো না মিঃ চিদম্বরম !"

একটু হাসিয়া চিদম্বরম বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয়, জিনিষটা ঠিক তা নয় মিস্ লুসী!—একদিন আমার মনকেও আমি ঐভাবে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি জিনিষটা আসলে তা নয়। আমিও একদিন আমার স্বজাতীয় মাদ্রাজী-সমাজের দুঃখ-দৈন্যের দিকে চেয়ে নিজের ভিতরকার সহানুভূতিকে তোমারি মতন একটা সুবিধামত সাদাসিধে ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বোঝ্‌বার চেষ্টা করেছিলুল, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, মানুষের জন্যে মানুষের যে সহানুভূতি, এ সহানুভূতি শুধু সেইটুকু মাত্র নয়, তাছাড়াও অনেক জিনিষ এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মিস্ লুসী!"

অন্য নানান্ কথার মধ্যে লক্ষ্মী এই কথাটিকে হারাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মী দেখিল, ফেলী তার ঘরে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের উপর চুপটি করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে লক্ষ্মী বলিল, "আজ যে বড় লক্ষ্মী মেয়েটির মত এখানে চুপ্‌টি করে বসে আছিস্—কতক্ষণ এসেছিস্ রে তুই?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া ফেলী বলিল, "সে কথার কি হোলো লক্ষ্মী-দিদি?"

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে লক্ষ্মী বলিল, "কোন্ কথার বল্ দেখি ?"

লক্ষ্মীর মুখের দিকে মিনতিকরুণ-নয়নে চাহিয়া ফেলী বলিল, "আমাদের নলিনী-বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেবার ?"

কাছে আসিয়া ফেলীর ছোট্ট মাথাটিকে নিবিড়ভাবে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া লক্ষ্মী বলিল, "তোর কি এখানে ভালো লাগ্ছে না ফেলী ?"

ভাঙ্গা-গলায় ফেলী বলিল, "একটুকুও না লক্ষ্মী-দিদি— আমার রাত দিন কেবল কান্না পায়—তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মী-দিদি আমাদের পাঠিয়ে দাও।"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফেলী আবার বকিয়া যাইতে লাগিল, "আর, তুমিও এখানে থেকো না লক্ষ্মী-দিদি—আমাদের সঙ্গে—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "তোর ভাল লাগে না, তুই না হয় নাই রইলি ফেলী, তাই বলে আমাকেও যেতে হবে ?"

হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফেলী বলিল, "তোমার কখনও এখানে থাক্তে ভাল লাগ্তে পারে না লক্ষ্মী-দিদি—এ আমি জোর করে বল্তে পারি—এদের সঙ্গে নাকি আবার কারুর থাক্তে ভাল লাগ্তে পারে !—

না লক্ষ্মী-দিদি, তুমি আমাকে মিছিমিছি ভোলাতে চেষ্টা কোরো না বল্‌ছি।" সে আরো কত কি বকিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লক্ষ্মী গম্ভীর-গলায় বলিয়া উঠিল, "তোকে জ্যাঠামী কর্‌তে হবে না ফেলী।"

কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্মী সেই আসন্ন-সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে জান্‌লার ধারে নীরবে আসিয়া বসিল। আকাশে এক এক করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল। পথের মোড়ে শিরীষ-গাছটায় বিশ্রামার্থী পাখীদের জায়গা কুলাইয়া উঠিতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া পাখা ঝাপ্‌টাইয়া তারা উপরে উঠিয়া পড়িতেছিল, আবার আসিয়া বসিতেছিল। কিন্তু ক্রমে কলরব থামিয়া গেল; সবকটি পাখীই গুছাইয়া জায়গা করিয়া রাতটুকুর জন্য পাতার আড়ালে আশ্রয় লইল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, যত দ্বন্দ্ব কি কেবল মানুষের সঙ্গে মানুষের— ইহাদের মধ্যে ত কোন দ্বন্দ্বই নাই, তাই একটি পাখীকেও অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতে হইল না। কিন্তু মানুষ যে মানুষ!—তার দ্বন্দ্ব কোনমতেই বুঝি ঘুচিবে না।

ফেলী কখন্ উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আঁচলে মুখ ঝাঁপিয়া এতদিনকার রুদ্ধ অশ্রুর বাঁধ আজ এই অবসরে খুলিয়া দিল।

তার আজ ক্লান্তি বোধ হইতেছে—সুখ দুঃখ দুয়েরই ক্লান্তি। আদর-অনাদরের এই দ্বন্দ্ব তার আর ভাল লাগে না। করজোড়ে দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা করিতেও তার ক্লান্তি বোধ হইতেছে। আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন এই শূন্য জীবনটাকে লইয়া সে করিবে কি। কিন্তু থাক্ এখন নিজের ভাবনা, সারাজীবন ধরিয়া সে ভাবনার যথেষ্ট অবসর আছে—এখন ফেলীর মুক্তির পথ তাকে আগে করিতে হইবে—আহা বেচারা সরল ছোট্ট ফেলী!—লক্ষ্মীর চোখে জল আসিল। লক্ষ্মীকে জুতা পরিতে দেখিয়া তার মা জিজ্ঞাসা করিল—"রাত্তির-বেলায় আবার কোথায় বেরুচ্ছিস্?"

সে বলিল, "বিশেষ কাজ আছে।"

রেভারেণ্ড হোয়াইট্ টেবিলের ধারে বসিয়া কেরোসিনের আলোতে কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, লক্ষ্মী হঠাৎ গিয়া বলিয়া উঠিল, "হরিপুর থেকে যে ডোম-পরিবারটিকে আজ বছরখানেক হোলো এখানে আনা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে।"

অবাক্ হইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া হোয়াইট্ বলিলেন, "তাদের ধরে রেখে দিয়েছে কে লুসী?—তুমি যে পাগলের মত কথা বল্‌ছ!"

আচ্ছা না-হয় তারা নিজে হতেই এসেছে, কিন্তু মানুষ ভুলও ত করে ফেলে, মানুষের কর্ত্তব্য কি নয় তাদের সেই ভুলগুলোকে শুধ্‌রে দেওয়া ?”

রেভারেণ্ড একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, “মানুষ যদি ভুল করেও হঠাৎ সত্যকে পেয়ে যায়, তাহলে তুমি কি বল্‌তে চাও লুসী তাকে তার ঐ ভুলটুকুর জন্যে সত্য থেকে দূরে ফেলে দিতে হবে ?”

লক্ষ্মী এই কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, পাদ্রী সাহেব ভারী গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “আমাকে আগে শেষ করতে দাও লুসী !—আমি বল্‌ছিলুম কি, এই যে ডোম-পরিবার, এরা ভালমন্দ না বুঝেই এসেছে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা ত জানি ওরা ভালোর দিকেই এসেছে ?”

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “আমরা জান্‌লেই ত আর হবে না,—জান্‌তে হবে ওদের নিজেদের।”

“জান্‌বে লুসী জান্‌বে,—আজ না জানে, কাল জান্‌বে, কাল না জানে, পরশু জান্‌বে ; তুমিও একদিনে কিছু জাননি লুসী !”

ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা কথা সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেই আজিকার তর্কে সে জিতিয়া যায় ; সে যদি

একবার কেবল সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে যে, না না; সে আজ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারে নাই, মনটা তার আজিও ঐ ডোম-পরিবারটির মত করিয়াই গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইয়া মরিতেছে, তাহা হইলেই সব কথার মীমাংসা একমুহূর্ত্তেই হইয়া যায়, কিন্তু সে সাহস তার কই ?

কিছুক্ষণ পাচারির পর চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "আপনি যা বল্‌লেন তা খুব ঠিক্, যে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পর্‌শু ওরাই সবচেয়ে বড় গলা করে চেঁচিয়ে উঠ্‌বে, এই বলে যে ওরা খুব জিতে গেছে। ভগবান্ যাদের অপদার্থ করে গড়েছেন, তাদের লক্ষণই এই মিঃ হোয়াইট্, যে, তারা যখন হেরে যায়, তখন হারকে হার বলে স্বীকার কর্‌বার মত সাহসও তারা সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেলে। এরা যেদিন চেঁচিয়ে উঠ্‌বে এই বলে যে ওরা জিতে গেছে, সেইদিন থেকেই এদের প্রকৃত হার সুরু হবে—এ আমি খুব জানি।"

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না লুসী! ওরা যদি কোন দিন বলে যে সত্যসত্যই ওরা আমাদের ধর্ম্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তা হলে তা থেকে যে তোমার কথাটাই প্রমাণ হয়ে যায়, এমন নিশ্চয়তা ত কিছুই দেখ্‌ছি না লুসী! তারা যে একদিন না একদিন

সত্য সত্যই এটাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌বে, অন্ততঃ গ্রহণ কর্‌লেও কর্‌তে পারে, তার প্রমাণ তুমি নিজে।"

লক্ষ্মী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ঝড়ের মত ছিট্‌কাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী ভাবিতে লাগিল, এই যে ফেলীর হইয়া সে এতক্ষণ রেভারেণ্ড হোয়াইটের সঙ্গে এত তর্কবিতর্ক করিয়া আসিল—এসব তর্কই ত নয় কেবল? এই যে এত কথা সে আজ বলিয়া আসিল, ইহার মধ্যে সব কথাই কি তার অন্তরের?—না, সেই সময়টুকুর জন্য বাহির হইতে ধার করিয়া আনা?—পরক্ষণেই ফেলীর সেই কান্নাভরা করুণ মুখখানি তার মনে পড়িয়া গেল;—সে মনে মনে চীৎকার করিয়া উঠিল, "না না, এর মধ্যে ভেজাল এতটুকুও নেই, এর সবখানিটাই খাঁটি—এত হৃদয়হীন নয় সে!" কিন্তু এ ত শুধু ফেলীর হইয়া লড়িতে যাওয়া নয়, এ যে নিজের হইয়া লড়িতে যাওয়াও বটে—তার কি? লক্ষ্মীর কান্না আসিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, তার সেই অনেকদিনকার চুকাইয়া দেওয়া শৈশব-আধময়লা একখানি ডুরে কাপড় পরিয়া তার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "আমিও কি একদিন কম কেঁদেছিলুম, তাই ত ফেলীর কান্না আজ তোমার প্রাণে এত আঘাত করে

গেল !” লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল, তবে কি তার যৌবনটাও ঐ ফেলীর মার মত করিয়াই একটা অস্পষ্ট ছবির সাম্‌নে দিনরাত মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে ?

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী তার মাকে ডাকিয়া বলিল,—“এখানে আর আমাদের থাকা হলো না মা !”

“তবে কোন্ চুলোয় যাবি শুনি ?”

“মনে করেছি ফরিদপুরে গিয়ে থাক্‌বো।”

“ফরিদপুর ?—সেই গুঁইসাহেবের দেশে নাকি ?”

“হাঁ, গুঁইসাহেবদের গ্রামেই বটে—কিন্তু তাই বলে তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ছি না মা।”

“তবে কোথায় থাক্‌বি ?”

“কেন, গাঁয়ের ভিতরে একটা ছোটখাট কুঁড়ে বানিয়ে ?”

অবাক্ হইয়া মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্মীর মা বলিল,—“হিন্দুসমাজের ভিতরে নাকি ?”

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পাচারি করিতে করিতে লক্ষ্মী বলিল,—“নিশ্চয়ই !”

“তারা যে আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াবে না লক্ষ্মী !”—লক্ষ্মীর মার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল।

“তারা আমাদের কাছে আস্‌বে না বলেই ত আমরা তাদের কাছে যাচ্ছি না !—তুমি ভাব্‌ছো পাগ্‌লামী কর্‌ছি ?—

না মা, একটুও পাগ্‌লামী কর্‌ছি না—সত্যি বল্‌ছি এবার গাঁয়ে গিয়ে বাস কর্‌বো।”

লক্ষ্মীর মা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, আগে আমাকে সব কথা বল্‌তে দাও মা—তার পর তোমার যা খুসী হয় বোলো!—দেখ মা,—সত্য সব সময় সকলের কাছে হাসিমুখে আসে না;—আমাদের কাছে সে এসেছিল তার বিকট-মূর্ত্তি নিয়ে, তাই তুমিও ভয়ে চোখ বুজেছিলে, আমিও ভয়ে চোখ বুজেছিলুম—ঠিক্ কথা বল্‌ছি কিনা বুঝে দেখ মা! তুমি মনে করেছ আমি তোমার ভিতরের কথা কিছুই জান্‌তে পারিনি—কিন্তু তা নয় মা,—আমি তোমার মনের সব কথাই পড়ে ফেলেছিলুম,—প্রকাশ করিনি কেবল এই ভয়ে, পাছে সত্যের সেই বিকট চেহারাখানা আমাকেও একদিন স্বীকার করে নিতে হয়—মানুষের মন কি ভয়ানক দুর্ব্বল মা!—তুমিই প্রথম সেই সত্যের বিকট চেহারাখানা দেখ্‌তে পেয়েছিলে—তখনও আমি খুব ছোট—দুনিয়ার সমস্ত সত্যকে চোখ মেলে দেখ্‌বার মত দৃষ্টি তখন পর্য্যন্ত আমার ফোটেনি; তুমি মনে করেছিলে, এই যে বিকট সত্য, যা রাতদিন তোমার চোখের সমুখে দীর্ঘকাল ছায়া ফেলে ঘুরে ঘুরে মর্‌ছে, আমাকে তার সেই ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখ্‌তে দেবে না। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পাছে আমি

ঘুণাক্ষরেও কিছু জান্‌তে পেরে যাই, এই ভয়ে তুমি আমার কাছে কত সাবধান হয়েই না চলেছিলে মা!—কতদিন কত দুঃখ, কত চোখের জল, কত যন্ত্রণাকেই না তুমি বুকের ভিতর জমিয়ে তুলেছ, মুখ চোখ দিয়ে তার একটুও আভাস বাইরে প্রকাশ হতে দাওনি, পাছে আমি দেখে ফেলি, পাছে আমার জীবনটাও তোমারি মতন ব্যর্থ হয়ে যায়; কিন্তু সত্য কখন চাপা থাকে না মা! সে আপনিই অপনার পথ করে নিলে একদিন আমার এই বুকের মাঝখানে—আমি শিউরে উঠ্‌লুম, তারপর তোমারি মতন তাকে অস্বীকার কর্‌বার জন্য হঠাৎ একদিন উঠে পড়ে লেগে গেলুম।—তুমি অমন করে চেপে কেঁদো না মা—! কাঁদ্‌তে হয় গলা ছেড়ে কাঁদ, দুঃখ যখন ভিতরে জমা হয়ে উঠেছে, তখন তাকে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে দাও মা—চেপে রেখো না—আমার জন্যেও না—নিজের জন্যেও না।”

হঠাৎ ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া লক্ষ্মীর মা বলিয়া উঠিল, “কাঁদ্‌বার সময় সারাজীবনে অনেক পাবো লক্ষ্মী—তুই কিন্তু একবার ভেবে দেখ্‌—কি কর্‌তে বসেছিস্‌—তারা যে তোকে একদণ্ডও টিক্‌তে দেবে না লক্ষ্মী!”

ভাঙ্গা-গলায় লক্ষ্মী বলিল, “তারা টিক্‌তে দেবে সে আশা করে আমরা যাচ্ছি না মা—আমরা যাচ্ছি নিজেরা

টিকে থাক্‌বো বলে ; —তুমি সব কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, নয় মা ? খোলসা করে বল্‌ছি শোন ;—সেখানে গিয়ে আমি গাঁয়ের ভিতর একটা ছোট-খাট মেয়ে-ইস্কুল খুলে বস্‌ব, সেখানে ছোট ছোট মেয়েদের প্রাণ ঢেলে লেখাপড়া শেখাবো—তারপর মনে মনে ইচ্ছা আছে, একটি ছোট হাস্‌পাতালও খুল্‌বো। এই ত পাওয়া ! তারা আমাদের যেটুকু দেবে, সেইটুকুই কি কেবল পাওয়া মা ?—আমরা নিজে হ'তে যেটুকু আদায় করে নেবো, সে পাওয়ার কি কোনই দাম নেই বল্‌তে চাও ?" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী হঠাৎ আবার আরম্ভ করিল, "আজ আর কোন সত্যকেই চাপা দিতে চাই না মা—তা সে যতই অপ্রিয় হোক্ না কেন ; যে কথা নিজের কাছেও এতদিন লুকিয়ে এসেছি—আজ তোমার কাছেও সে কথা বল্‌তে আমার এতটুকু বাধা নেই,—আমি নলিনী-বাবুকে ভালোবাসি—হাঁক্‌পাঁক্ কোরো না মা—আমি নিজেই সব কথা গুছিয়ে বল্‌ছি ;—তুমি বল্‌ছ, যাকে পাওয়া যাবে না তাকে ভালবেসে সারাজীবন দগ্ধে ম'রে লাভ কি, কিন্তু না মা, তোমার ওকথা আর শুন্‌ছি না ? হিন্দুসমাজকে তুমি আমি দুজনেই ভালবেসেছি, কিন্তু তাকে পাব না এই ভয়ে দুজনেই সেই ভালবাসাকে এতদিন অস্বীকার

করে এসেছিলুম—অস্বীকার টিক্‌লো কি মা?—টেকে না মা—মিথ্যা কখন বেশীদিন টেকে না।"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মীর মা বলিল, "তাদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে পার্‌বি নে যে লক্ষ্মী।"

অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "যাদের আমর চাই না, তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এতদিন চল্‌তে পার্‌লুম্‌, আর যাদের আমরা চাই, তাদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে পার্‌বে না মা?"

"আমরা ত চাই, কিন্তু তারা যে চায় না বাছা!"

"নাই বা চাইলে তারা,—আমরা ত চাই, তা হলেই হলো, আর, যখন চাই তখন পাবই; তারা না দেয়, তাদেরও যিনি দিয়েছেন, তিনি দেবেন।"

"তুই বুঝ্‌ছিস্‌ না লক্ষ্মী, কত বড় শক্ত কাজে হাত দিচ্ছিস্‌—"

বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "কঠিন যে তা জানি মা। তবু আমি পার্‌বো। আমি জানি না, এ জোর আমার কোথা থেকে আস্‌ছে। মা, মানুষ অন্ধনিয়তির সঙ্গেও ত লড়্‌তে ছাড়ে না, আর যে বাধা মানুষের তৈরী, তাকেই কি কেবল আমরা ভয় কর্‌ব? দুঃখ আছে মান্‌ছি, কিন্তু তার কাছ থেকে আমি পালিয়ে ছাড়ান পেতে চাই না

মা। যদি পারি, এ দুঃখকে আমি জয় করব, আর যদি না পারি, তবে আমার দুঃখভোগ দিয়ে আমার একান্ত আপনার যারা তাদের দুঃখের সাধনাকে একটু অন্ততঃ অগ্রসর করে রেখে যাবো। কোনো আশা আছে কি না জিজ্ঞাসা করছ ?—আশা কাকে বলে জানি না ; একটা কথা জানি, যে-দুঃখের কাছ থেকে আমরা পালাতে চেষ্টা করেছিলুম, সে দুঃখ মানুষের সৃষ্টি, যে বাধাকে ভয় করে-ছিলুম, সে বাধাও মানুষেরই তৈরী। আমরা মানুষ। আমরা যে মানুষ এই আমার একমাত্র আশা মা !”

সমাপ্ত